উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 APD

শীতের স্থানীয় সবজি নেই, দাপট ভিনরাজ্যের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ভিনরাজ্যের শীতের সবজি।

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সবজি ভান্ডার হলদিবাড়ি বাজারে টাটকা সবজি যেন উধাও। নেই ঢালাও গাঢ় সবুজ পাতার বাঁধাকপি, সাদা ধবধবে টাটকা ফুলকপি, চকচকে বেগুন! আছে কিন্তু আবার নেই, পেঁয়াজকলি, টমেটো, বড় দানার মটরশুঁটি কিংবা বিট, গাজর। শীতের মরশুমে শীতের যেমন দেখা নেই, তেমনই হাওয়া হয়ে গিয়েছে শীতের টাটকা সবজিও। এর আগে শীতের শুরুতে বাজারে গিয়ে এমন অপুষ্ট, বিবর্ণ, প্রায় আধখাওয়া সবজি অনেকেই দেখেননি। অথচ এবার সেই সবজিই চড়া দামে কিনছেন ক্রেতারা। হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টিকালচার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের (ফার্মার্স ক্লাব) এমডি মানস মিত্র বলেন, 'বাজারে এখন আগাম শীতকালীন শাকসবজি আসতে শুরু করেছে। এগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা এবং ভিনরাজ্য থেকে আনা। ফলে স্বাদ এবং পুষ্টিগুণে ঘাটতি রয়েছে। দামও আকাশছোঁয়া।'

অন্যবছর এমন সময় সবজিতে ভরে যায় হলদিবাড়ির বাজার। এবারের এমন উলটপুরাণের বিষয়ে চাষি থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ী, সবাই অসময়ে অতিবৃষ্টিকে দায়ী করেছেন। অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকায় সবজির জলদি চাষ শুরু করা সম্ভব হয়নি। পুজোর পর থেকে শীতের সবজির যে আবহাওয়া প্রয়োজন হয়, তার দেখা মেলেনি। প্রায় এক মাস দেরিতে সবজি চাষ শুরু হয়। এরপরেই পাইকারি বাজারে সবজির আকাল দেখা দিয়েছে। চাহিদা এবং জোগানের ফারাক হয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের সব বাজারে সবজির দাম আকাশছোঁয়া।

মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোর ঠিক আগে অতিবর্ষণের কারণে এবার অনেক বীজতলা সহ ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে শীতের আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হয়েছে। জমির মাটি ভেজা থাকায় এবং বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে মাসখানেকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে এবছর সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না বলে আশঙ্কা কৃষি আধিকারিকদের।

বক্সিগঞ্জের চাষি নুর মহম্মদ বলেন, 'অসময়ে বৃষ্টিতে শীতের আগাম সবজি চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকের চাষের জমি তৈরি করা হলেও বর্তমানে জমির মাটি ভেজা রয়েছে। তাই টমেটো, লংকা, কপি, বেগুন, পটল, লাউ, ওলকপি, ফুলকপি, পালং চাষ নষ্ট হয়েছে।'

প্রাক-বড়দিন পালন

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : ধর্মযাজক ফিলিপ মুর্মুর উদ্যোগে এবং বানিয়াডাবরি লাভ আর্মি চার্চের ব্যবস্থাপনায় বুধবার মহাসমারোহে পালিত প্রি-খ্রিস্টমাস বা প্রাক-বড়দিনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াডাবরি এলাকার খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি সকল এলাকাবাসী। সাঁওতালি নাচ, গান ও বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

মধ্যে দিয়ে প্রাক-বড়দিনে তৈরি হল উৎসবের আমেজ। বাইবেল পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্মযাজক ফিলিপ বলেন, বড়দিন আসতে বেশ কয়েকদিন দেরি থাকলেও ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই আমাদের এলাকায় প্রাক-বড়দিনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। আজ বৃক্ষরোপণ, নাচ-গান, বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। বড়দিনের আগে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০২-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং ঃ ৪৯-এপিন-২০২৪ (দুই প্যাকেট); কাজের নাম ঃ নিউ কোচবিহারে এসএনআই-এর সাথে সম্পর্কিত সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ - রেলওয়ে ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স - নিউ কোচবিহার। টেন্ডার মূল্য: ২১,৪৮,২৭,৮২৬.৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১২,২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য (ইএন-০২/২০২৪) বেতন স্তর - ২ (জিপি ১৯০০/- টাকা) এ সাংস্কৃতিক কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যোগ্য প্রার্থী, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের থেকে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য নিম্নরূপে দেওয়া ০২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ- সি = ০২টি পদ] পূরণের জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ক্রম. নং.	সাংস্কৃতিক প্রতিভা	পদের সংখ্যা
১	গিটারিস্ট	০১
২	নাট্য শিল্পী (মহিলা)	০১

আবেদন খোলার তারিখ ঃ ০৫/১২/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ ঃ ০৪/০১/২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি মহকুমা, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য বন্ধের তারিখ ১৪/০১/২০২৫।

আবেদনকারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন ঃ www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেল ইনফো → রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (স্পোর্টস, স্কাউটস এন্ড গাইড এন্ড কালচারাল) → রিক্রুটমেন্ট এগেইনস্ট কালচারাল কোটা।

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ ও রেক্ট.), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

প্রাইভেট ডাক্তারের গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন 14,000/- শিলিগুড়ি। Ph : 82405 36937. (C/113497)

•

ন্যূনতম যোগ্যতায় সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করুন শিলিগুড়িতে। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 78639 77242. (C/113498)

•

Wisdom School (CBSE), Nishiganj, Cooch Behar. Post : PRT & TGT, Salary : 10K-20K. 7602506869 / 9064081181 / 727807150 (W). (C/113827)

•

রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন - 9836710994. (M-112630)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায়, ৩/১২/২৪ তারিখে কোলকাতা হাইকোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113832)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.11.24 তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kamlesh Kr. Singh এবং Kamalesh Kumar Singh একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113614)

•

I Puni Saura, W/o Dinesh Saura, Resident of Vill. Subhasini TG, Ps. Jaigaon, P.o. Hasimara, Dt. Alipurduar. Puni Oraonsaura is written in my SBI bank account. Puni Saura and Puni Oraonsaura were indentified as one and only person as affidavit in Alipurduar Magistrate Court. (C/113833)

•

আমি নিশা শাহ, পিতা, লক্ষ্মীনারায়ণ শাহ, স্থায়ী ঠিকানা ভগৎ সিং নগর, পোস্ট ও থানা জয়গাঁ, জেলা-আলিপুরদুয়ার। আমার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম রীনা দেবী শাহ লেখা আছে। আমার পুরোনো পাসপোর্টে ও আমার মায়ের আধার কার্ডে রীনা শাহ লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রীনা দেবী শাহ ও রীনা শাহ এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলেন। (C/113834)

বিক্রয়

দেশবন্ধুপাড়া (টিকিয়াপাড়া) মেন রোড, দোকান বিক্রয় হইবে। মোঃ ৯০৪৬৫১০১১১ (C/113826)

•

জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ায় মিলন বেকারির কাছে ১৪০০ স্কোয়ার ফুটের বাড়ি (২০১৯ সালে তৈরি, ২ কাঠার বেশি জমি) বিক্রি হবে। মোঃ 9635273473. (B/S)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 16/PS/PHD/2024-25, Date.-03/12/2024 and last date for submission of bids-11/12/2024 upto 1.30 pm**. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

কালিম্পংয়ে জৈব চাষ স্ট্রবেরির

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : রং ধরেছে কালিম্পংয়ের স্ট্রবেরিতে। ফলের মিষ্টি সুবাস ভাসছে পাহাড়জুড়ে। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কালিম্পংয়ের এই স্ট্রবেরি আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারেও চলে আসবে।

গত অক্টোবরে সেখানকার ৩টি ব্লকের তিন শতাধিক চাষিকে উইন্টার ডাউন প্রজাতির স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছিল হর্টিকালচার দপ্তরের তরফে। তার আগে জুলাই মাসেও দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিং ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা। জেলা হর্টিকালচার অফিসার (ডিএইচও) সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'কমলার চারা থেকে ফল মিলতে

সময় লাগে ৬-৭ বছর। মাঝের এই সময়ে চাষিদের বিকল্প সংস্থানের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ট্রবেরি।' কমলার সঙ্গেই ইন্টার ক্রপিং পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি রোপণ করে স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে বলে দাবি দপ্তরের।

জেলা হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং-১ ব্লকের সিন্দেবং, পুদুং ও তাসিডিং, লাভা-আলগাড়া ব্লকের দলপচাঁদ, গীতডাবলিং ও গীতবিয়ং-পডং ব্লকের কাগে ও সেকিয়ং এলাকার চাষিদের কমলা ও স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মাঞ্চিং-এর মাধ্যমে ওই স্ট্রবেরি চারা রোপণ করা হয়। ডিসেম্বরের গোড়াতেই ফল হয়ে উঠেছে লাল টুকটুকে। ইতিমধ্যে স্বাদও পরখ করে দেখেছেন হর্টিকালচার দপ্তরের কর্তাদের পাশাপাশি চাষিরাও। সিন্দেবংয়ের নীতু রাই নামক এক চাষির কথায়, 'এত ভালো স্ট্রবেরি যে এখানে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 4 Nos. 100MT Godown, Construction of 1 No. of SHG work shed cum sales counter under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

নিউ বঙ্গাইগাঁওএ কোচ, ট্রান্সফর্মার, অগ্নি শনাক্তকরণ এবং ট্রেকশনের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২০। কাজের নামঃ কোচের সেটে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৬১-২০০৫ আরইভি-১ এবং মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার ইউনিট-০১ টি অনুসারে আর৪০৭-সি রেফ্রিজারেন্ট-০২ টি সহিত আরএমপিইউর অন্তর্ভুক্তিতে এলএইচবি ইওজি কোচসমূহের জন্যে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট আরএমপিইউ টাইপ-১। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩১-২০০৯ আরইভি-১, টাইপ-১ অনুসারে, আরডিএসও স্পেসিফিকেশনএ বিবেচিত অনুসারে যোগানের সুবিধা অনুরূপে সাজ-সরঞ্জাম সহিত সম্পূর্ণ। (১) কেবল আরডিএসও অনুমোদিত উৎসহে বিবেচনা করা হবে। (২) ডিআরজি. নং. আইসিএফ/এসকেডি-৭-৬-০৩৫.৩ অনুসারে আর্থিং লাগ ব্যবস্থা আরএমপিইউর ওপরে হবে। (৩) প্যাকিংের নির্দেশাবলী এইরকমে হবে: ওয়াটার প্রুফ ভুট বস্ত্রের সঙ্গে তাঁজ লাগা কাগজে প্যাক করা রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট এবং আইসিএফকে খড়ের গদিতে সেইসমূহের যোগান এবং গাদা করতে হবে। খড়ের গদি রং করা হইতে হবে এবং শনাক্তকরণের জন্যে ফার্ম লোগো থাকতে হবে। কেবল কোচে এসি প্যাকেজ ইউনিটসমূহ লোড করার পরে খালী খড়ের গদিসমূহ ফার্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। বায়না রাশিঃ ৮,৩৫,৩৭০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯৪২। কাজের নামঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮০-২০০৭ (আরইভি.২) অনুসারে ৪ওয়ার ডেল্টা কনফিগারেশন স্টার-স্টার, ৬০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার ৭৫০ভি/৪১৫ভি, ৩ ফেজ। বায়না রাশিঃ ৩৮,১৫০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৪৬। কাজের নামঃ পরিশিষ্ট এ অনুসারে বিস্তৃত কাজের সুবিধারে সিএনজি রহিত ডিপিসিতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি শনাক্তকরণ এবং দমন পদ্ধতির (এফডিএসএস) ব্যবস্থা করা। বায়না রাশিঃ ৪,৪২,৭৮০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২১। কাজের নামঃ মেসার্স মেধা ট্রেকশন ইকুইপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মেক-ডিজি-৭১-৫১-৬ (মেধা) পার্ট নং. এসপিটিএস৪০১২১৫৫আর০০০১। ১৬০০ এইচপি আইজিবিটি ডেমুর জন্যে এই আইটেমের হেতু প্রযোজ্য হওয়া আইসিএফ পরিশিষ্ট সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি.০.২৪.০০.৪৫ (আরইভি-০২) এর নকশা নং. ৬ অনুসারে মাউন্টিং বোল্ট সহিত ট্রেকশন অল্টারনেটর কমপ্লিট (রেক্টিফায়ার এবং কাপলিং ছাড়া)। বায়না রাশিঃ ৩,২১,২৪০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৬৬। কাজের নামঃ ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্যে আরএসপি পিবি আইটেম নং ৭৮৯ অনুসারে ১০০ এলএইচবি কোচের হেতু (৪০০ শৌচালয়) ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং (এসইউপিপিএল-৪৩/২০২৩-২৪)। এলএইচবি কোচসমূহের জন্য ইপিপিএফএসের কন্ট্রোল প্যানেলের মাউন্টিং ডাইমেনশনের হেতু ডিআরজি. নং. এমআই০০৭৮৫১ এএলটি নেই অথবা অনন্তিমের অনুসরণের দ্বারা এবং অনন্তিম অথবা স্পেসিফিকেশনঃ এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইভি.০৩ অনুসারে সামগ্রীর যোগান ধরা হবে। প্যাকিং এবং মার্কিং এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইভি. ০৩ অথবা অনন্তিম অনুসারে করা হবে (প্যাকিং, মাল পরিবহন এবং স্থাপনের শুল্ক সহিত)। বায়না রাশিঃ ২,৭৩,৭৬০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৫৯, ১৬০, ১৬৪-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪। (সিভিল এবং পি.ওয়ে কাজ)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. ঃ ১৫৯-এমএল ডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদা-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ লাইন/ জামালপুরের অধীনে কল্যাণপুর রোড স্টেশনে একটি ডাইরেকশনাল লুপের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৬৯,৫১,৭৪৯.৪৯; (২) টেন্ডার নং. ঃ ১৬০- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন-III/এমএলডিটি-এর অধিক্ষেত্রের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি. ওয়ে)-II/ জামালপুর-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে ওয়াইলেগ সহ জামালপুর ইয়ার্ড এবং জামালপুর-মুঙ্গের লাইন (০-৭/৬৩৯) সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ট্র্যাক কার্যকলাপের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬৩,৯৯,৬২৫.৪৪; (৩) টেন্ডার নং. ঃ ১৬৪- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ ডিজেল লোকো শেড, জামালপুরে বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার কারণে ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৮৮,৮৭,৬৯২.২২; টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩ প্রতিটির জন্য ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in / ডি আর এম অফিস/এমএলডিটি। MLD-155/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩৪,১৬,২৩৯.৯২ টাকা, বায়নার অর্থ ২,১৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও ডিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

This is for the information of the public at large that the undersigned is one of the Co-owners of diverse lands situated in various Dags recorded in the owners name including land in L.R. Dag No. 24 & 78/492, in Mouza- Tari, J.L. No 68, within the ambit of Atharakhai 1 No. Gram Panchayat, District- Darjeeling, Police Station- Matigara, Pin 734013 (hereinafter referred to as the Said Property). The said Property is private property and any person attempting to transact with, encroach upon, enter into any contract concerning the said property under any purported document/s, shall do so at his/her/its/their own risk and peril as the said transaction shall not be under any legal mandate from the owners and any person, organisation having made any representation and/or intending to make any representation to any affiliating body, government department, local authority including the Office of the Atharakhai Gram Panchayet No. 1 and the BL & LRO which involves the said property shall do so at his own risk and peril and shall be responsible for the costs and consequences thereof.

Chandranath Dutta
Advocate, Calcutta High Court
10 Old Post Office Street
First Floor, Room No 21
Kolkata 700001
E mail : cndutta@gmail.com
9903478761, 8017398761

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

From 5th December
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.45, 4.15, 7.15
Ticket : BC - 100/-
SPL - 50/-

আজ টিভিতে

প্রোডাকশন হাউস থেকে তিতিরকে লুক সেটের জন্য ডেকে পাঠায়। তিতির কি বাড়িতে জানিয়ে দেবে সে অভিনয়ে সুযোগ পেয়েছে? **চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৫৫ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৫ বদনাম, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), ৯.৩০ স্বপ্ন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ মন মানে না, সন্ধ্যা ৭.০৫ মজনু, রাত ৯.৫০ তুমি আসবে বলে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ লাভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ অমানুষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রহমত আলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হিং টিং ছট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত

অমানুষ রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হোটেল ট্রান্সিলভানিয়া ৩ বিকেল ৪.৫৬ সোনি পিক্স

মন মানে না বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া দুপুর ১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

Dinhata-I Panchayat Samity
Office of the Executive Officer
Dinhata-I : Coochbehar

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I P.S./07/24-25, dated- 29.11.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 16.12.2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata-I : Coochbehar

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

E-Tender are invited for 15th C.F.C. scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/06/2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in and http://etender.wb.in the last date for submission of tender is 19/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Tender Notice

DDP/N-29/2024-25, DDP/N-30/2024-25 & DDP/N-31/2024-25

e-Tenders for 27 (Twenty Seven) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-29/2024-25 & DDP/N-30/2024-25 is 19.12.2024 at 12:00 Hours & DDP/N-31/2024-25 is 26.12.2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

■ উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।

■ শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুজাতিক কোনও সংস্থা থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মিথুন : পরিশ্রম হলেও ফেলে থাকা কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ায় আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রেমে সমস্যা কাটবে। কন্যা : আটকে থাকা টাকা আজ হাতে পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। তুলা : অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভ দিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিন, সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসা পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। ধনু : সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। কোনও সৎব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হতে পারে। কুম্ভ : ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। মীন : মায়ের শরীর সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১১।৫১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।১৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১। ৫১ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১১।৫১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।১৫ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫১ গতে ২।৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ নবান্ন কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ তিরোভাব দিবস। শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের আবির্ভাব উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 APD

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

আটের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

আটের পাতায়

শিলিগুড়িতে পণ্য বর্জন ● জলপাইগুড়িতে পর্যটকদের ‘না’ ● মালদায় হোটেলে নিষেধ

বয়কটের ডাক

অস্থির বাংলাদেশ

সানি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার আঁচ পড়ছে উত্তরবঙ্গে। পালটা বাংলাদেশ বিরোধী হাওয়ায় তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের আওয়াজ যেমন উঠছে, তেমনই দু’দেশের মধ্যে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ করার দাবিও পাখা মেলতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার আগরতলার মতো মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশিদের ঘরভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

শিলিগুড়ির একজন চিকিৎসক কয়েকদিন আগে নিজের চেম্বারে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, ভারতের জাতীয় পতাকাকে প্রণাম না করলে তিনি সেই রোগীকে দেখবেন না। লক্ষ্য যে বাংলাদেশিরা, তা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট। ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঢাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যাত্রী আসা পুরোপুরি বন্ধ।

বাংলাদেশ থেকে অনেকে চিকিৎসা করাতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে আসেন। সে দেশে অশান্তি শুরু হওয়ার পর সেই আসা কমেছে। বেড়াতে আসা প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের অনেক ছেলেমেয়ে পাহাড়-সমতলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে। তাদের অভিভাবকদের যাতায়াতও থাকে। পর্যটকদের নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠায় এতে এপারের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একইভাবে বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের ডাক কার্যকর হলে তার প্রভাব পড়বে স্থানীয় অর্থনীতিতে। এজন্য উদ্বেগের মেঘ জমছে ব্যবসায়ী ও পর্যটনশিল্পে। যদিও তাতে সাধারণ মানুষ ও কিছু সংগঠনের মাথাব্যথা নেই। তারা বয়কটের পথে হাঁটতে চাইছে। যেমন বুধবার শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ নামে একটি সংগঠন। বুধবার মিছিল করে সংগঠনটি বাংলাদেশের পণ্য বিক্রি না করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করে। পোড়ানো হয় বাংলাদেশের কিছু পণ্য। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও হিন্দুদের অবদান ভুলে গিয়েছে। প্রতিবাদে এবং ওই দেশটিকে শিক্ষা দিতে এই পণ্য বয়কটের ডাক।’ জলপাইগুড়ির একটি পর্যটন সংস্থা আবার বাংলাদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি ভারতের কেউ বাংলাদেশে যেতে চাইলে, তাঁদেরও সহযোগিতা করবে না বলে সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশি পর্যটকদের বয়কটের পোস্টার।

২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা দুটি পরিবার এবং জলপাইগুড়ি থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়া ১০ জনের একটি পর্যটকদলের প্রস্তাবিত ট্যুর বাতিল করে দিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অলোক চক্রবর্তী বলেন, ‘বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় আমরা মর্মাহত। দেশের সম্মান আগে। তাই বাংলাদেশ প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই বয়কট চলবে।’

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন জলপাইগুড়ির দেবব্রত মজুমদার।

এরপর ছয়ের পাতায়

চোখ রাঙাচ্ছে বাংলাদেশ

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : ঢাকা যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। দু’দেশের সংঘাত প্রশমনে এই উদ্যোগের আগেই ভারতকে কার্যত চোখ রাঙাল ইউনূস সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বুধবার ফেসবুক পোস্টে ভারতের শাসকগোষ্ঠী জুলাইয়ের অভ্যুত্থানকে জঙ্গি, হিন্দুবিরোধী, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা দখল হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন।

আরও এক কাঠি এগিয়ে বিএনপি’র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বুধবার বলেন, ‘ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নিলে, আপনাদের অশুভ ইচ্ছা থাকলে আমরা বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাবি করব। ভারতের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালকে কবজা করে নেবে, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছে।’

এই বিএনপি নেতার কথায়, ‘জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে তরুণদের আত্মত্যাগ দেখে গোটা বিশ্ব কাঁদলেও ভারত শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।’ ভারত বারবার কড়া বার্তা দিলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এখনও সুনিশ্চিত হয়নি বাংলাদেশে। বরং সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ঢাকায় রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকে বুধবার ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের অভিযোগ তোলা হয়।

বৈঠকের পরে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ। আওয়ামি লিগের আমলে গত ১৫ বছরের বেশি বাংলাদেশের প্রতি ভারতের অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে বৈঠকে।’

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি প্রকাশ করার পাশাপাশি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ দেশের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত চুক্তি বাতিলের দাবিতে একমত হয়েছে দলগুলি। ভারতকে মর্যাদাপূর্ণ এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছে। আসিফের কথায়, ‘আমাদের শক্তিহীন, দুর্বল, নতজানু ভাবার অবকাশ নেই। যে কোনও অপপ্রচার ও উসকানির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব।’

তিক্ততার আবহে ঢাকায় দুই দেশের বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। ১০ ডিসেম্বর বৈঠকটি হতে পারে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা চাই ভালো সম্পর্ক। সেটা উভয় তরফেই হওয়া উচিত।’

এরপর ছয়ের পাতায়

তাহাদের কথা

মেলা নিয়ে মেলা কথা, ফিশফাশও কম নয়

শুভ সরকার

ক্যালেন্ডার কী বলছে, জানি না। তবে আসব আসব করতে করতে শীতকাল এসেই গিয়েছে। আর শীত নিয়ে অন্ত্যাক্ষরী খেলতে বসলে মিল গুনতে গুনতে হাজির হয়ে যায় পিঠেপুলি, পায়েস, নলেন গুড়, ভাপা পিঠে, পিকনিক আর অবশ্যই মেলা। থুড়ি মোচ্ছব। মেলা বিনা শীতকাল ভাবাই যায় না। সেই করোনাকালের পর থেকে এই গায়ে গা ঘষাঘষির কদর যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মেলায় গাদাগাদি ভিড় আমাদের শারীরিক ওমটুকুর আঁচ পোহানোর সুযোগ করে দেয়।

কোচবিহারে রাসমেলা। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব। একটা শীতের গা ঘেঁষে। আরেকটা একেবারে মাঝশীতে। আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে মেলা নেই বটে, তবে কে না জানে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই প্রতিবেশী জেলার দুই জমজমাট উপলক্ষ্যের দিকে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন দুই জেলা সদর ও আশপাশের বাসিন্দারা।

আর এই দুই মেলা ও উৎসবের মওকায় দিব্যি হাত সেঁকে নেন স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিরা। সার্কাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোকানপাট ইত্যাদি ছাপিয়ে একটা সময় তো ক্রমাগত কথা হতে থাকে রাজনৈতিক ফায়দা আর রাজনৈতিক কায়দা নিয়ে। কোচবিহার রাসমেলা। আদর করে বলতে গেলে, এ মেলার বয়সের গাছপাথর নেই। শতাব্দীপ্রাচীন তকমাটাও যেন কম পড়ে যায়। কত লোক আসে, কত দোকান বসে, আর সবথেকে বড় কথা, এর সঙ্গে কত আবেগ জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই।

এ মেলা এমন, যেখানে বাপঠাকুরদার স্মৃতিচারণ মিলে যায় নয়া প্রজন্মের খুদের টমটম গাড়ি কেনার বায়নায়। ভেটাগুড়ির জিলিপিতে কামড় বসালে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যে রস, তা যতটা চিনির পাকে মিষ্টি, ততটাই আবেগের স্বাদে। তা এবার রাসমেলা শুরু হতে না হতে চর্চা শুরু হল মেয়াদ নিয়ে। সরকারি তারিখের পর আর ছাড় মিলবে, নাকি মিলবে না? শেষপর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল মেলার আয়োজক, অর্থাৎ কোচবিহার পুরসভা আর জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার টাগ অফ ওয়ার।

এ বলছে, সময় বাড়াতে হবে। আরেক পক্ষে গ্রেস পিরিয়ডে নারাজ।

এরপর ছয়ের পাতায়

কাজ আটকাতে রাত জাগলেন ব্যবসায়ীরা

নজরকাড়া

পঞ্চম ড্র গুকেশের

দশের পাতায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কাজের জটিলতা যেন কোনওভাবে কাটছে না। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি এলাকায় কোনওভাবেই কাজ করতে দিচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। কারণ তাঁরা উচ্ছেদের ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু এখনও ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিপূরণ হয়নি। গত রবিবার হাতজোড় করে ব্যবসায়ীরা কাজে আপত্তি জানান। মঙ্গলবার বিকেলেও কাজে বাধা দেন। তবে তা সত্ত্বেও মঙ্গলবার রাতে ফের নিউ পলাশবাড়ি এলাকায় কাজ করতে আসে একটি আর্থমুভার। তখন কয়েকশো ব্যবসায়ী জমায়েত হয়ে বাধা দেন। সাময়িকভাবে উত্তেজনাও ছড়ায়। এভাবে রাস্তার কাজ যাতে না করা হয় সেজন্য নজরদারি চালাতে রাত জাগতে শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে গোটা বিষয়ে প্রশাসন এখনও নীরব।

মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করেই নিউ পলাশবাড়ি এলাকায় রাস্তার কাজ করতে আসে একটি আর্থমুভার। সূত্রের খবর, সময় ম্যানেজ করতে মহাসড়কের কাজ এখন দিনরাত করার পরিকল্পনা নিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা। এদিকে রাতে লোকজন কাজ করতে আসছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই পলাশবাড়ি, নিউ পলাশবাড়ি, মেজবিল, শালকুমার মোড়ের ব্যবসায়ীরা ছুটে আসেন। ব্যবসায়ীদের তরফে আর্থমুভার দিয়ে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়।

মহাসড়কের কাজে ভাঙা পড়বে এইসব দোকান।

কী ঘটেছে

- গত রবিবার হাতজোড় করে ব্যবসায়ীরা কাজে আপত্তি জানান
- মঙ্গলবার বিকেলেও কাজে বাধা দেন
- মঙ্গলবার রাতে ফের নিউ পলাশবাড়ি এলাকায় আসে একটি আর্থমুভার
- তখন কয়েকশো ব্যবসায়ী জমায়েত হয়ে বাধা দেন
- সাময়িকভাবে উত্তেজনাও ছড়ায়

নির্মাণকারী সংস্থার এক প্রতিনিধিও সেই রাতেই ঘটনাস্থলে আসেন। এনিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনাও ছড়ায়। অধিক রাতে নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু ফের যদি রাতের অন্ধকারে এভাবে কাজ করতে আসে সেই আশঙ্কায় রাতভর রাস্তার আশপাশে নজরদারি চালান ব্যবসায়ীরা।

নিউ পলাশবাড়িতে রাস্তার পাশেই চায়ের দোকান পবিত্র বর্মনের। তাঁর কথায়, ‘আমরা পাঁচ বছর ধরে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখনও আমাদের সেই দাবি পূরণ হয়নি। এদিকে, জোর করে রাস্তার কাজ শুরুর চেষ্টা চলছে। এজন্য রাতে আমরাই রাস্তার আশপাশে নজরদারি চালাচ্ছি।’ আরেক ব্যবসায়ী পরিতোষ রায়প্রধানের বক্তব্য, ‘আমরা তো রাস্তার কাজের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না দিয়েই আমাদের দোকান বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেবে এটাও তো আমরা হতে দেব না।’

এরপর ছয়ের পাতায়

‘বড়লোকরাও’ আবাসপ্রাপক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ ডিসেম্বর : সারদাপল্লির বাসিন্দা এক ব্যক্তির কংক্রিটের ছাদপেটানো বাড়ি রয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন অন্যত্র। সেই মেয়ের নামেও ঘর বরাদ্দ হয়েছে। অথচ পাশের বাড়ির ৭৬ বছরের দরিদ্র বিধবা মহিলাটির জরাজীর্ণ ঘরের চালা দিয়ে জল পড়ে। আপাতত তাঁর ঠিকানা জামাইয়ের বাড়ি।

তালিকায় ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা এক মহিলার নাম রয়েছে সারদাপল্লির ঠিকানায়। তিনিও যথেষ্ট সচ্ছল। বিশেষ করে, ক্ষুদিরামপল্লি এলাকার সচ্ছলদের মধ্যে অনেকেই সমীক্ষার সময় ঝুপড়ি ঘর দেখিয়ে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন, এমনটাই অভিযোগ।

বঞ্চিতদের অভিযোগ, পাকা বাড়ি এমনকি কংক্রিটের ছাদপেটানো বাড়ি রয়েছে এমন পরিবারের সদস্যের নামেও ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। বীরপাড়ার সারদাপল্লির বাসিন্দারা এনিয়ে প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর।

আবাস যোজনা প্রকল্পে বরাদ্দ ঘরের উপভোক্তাদের নামের তালিকায় সচ্ছলদের অনেকেরই নাম। বঞ্চিত দরিদ্রদের অনেকেই। এনিয়ে ক্ষোভের পারদ বাড়ছে মাদারিহাটে।

বীরপাড়ার সোলেমান কাজি নামে ফল বিক্রেতা এক বৃদ্ধ বলছেন, ‘এর আগে ঘরের উপভোক্তাদের নামের তালিকা প্রকাশের পর আমাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন সরকারি কর্মীরা। অথচ মূল তালিকায় আমাদের নাম নেই। আবার আমাদেরই এক প্রতিবেশী বাসের মালিক। ঘরপ্রাপকদের নামের তালিকায় ওই প্রতিবেশীর স্ত্রীর নাম রয়েছে। আমার ঘরে বিকলাঙ্গ মেয়ে রয়েছে। অথচ আমাকেই বঞ্চিত করা হল।’ সারদাপল্লিরই কুলসুম খাতুন বলেন, ‘আমি বাড়ি বাড়ি রাঁধুনির কাজ করি। এছাড়া আমি তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মী। অঞ্চল সভাপতি আমাকে ভালো করেই চেনেন। ঘর পেতে অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছে। দলের কাজেও সময় দিয়েছি। অথচ কোনও লাভই হল না।’

বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, তালিকা তৈরিতে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপোষণ করা হয়েছে। শাসকদলের নেতাদেরও অনেকে মানছেন, তালিকায় কয়েকটি নাম নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে এতে দলের কোনও ভূমিকা নেই। অবশ্য ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, ‘রি-ভেরিফিকেশন’ চলছে।

মাদারিহাটে বিডিও অফিসের সামনে দরিদ্রদের বিক্ষোভ। - ফাইল চিত্র

এরপর ছয়ের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

2 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ A

আবাসের তালিকায় নাম না থাকায় ধর্না

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার সকাল তখন প্রায় সাড়ে ৮টা। শোভাগঞ্জে মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ধর্নায় বসে পড়লেন এক ব্যক্তি। দীপক সাহা চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। জানালেন, আবাস বণ্টনে অনিয়ম নিয়ে প্রতিবাদ জানাতেই তাঁর এই অবস্থান বিক্ষোভ।

দীপকের এই ধর্না চলল ঘণ্টাতিনেক। দুপুর ১২টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাসের মধস্থ্যতায় ধর্না তুলে নেন দীপক।

দীপক নিজে কিন্তু তৃণমূলের নেতা। তিনি ঘাসফুল শিবিরের ১২/২৫৭ নম্বর বুথের যুব সভাপতি এবং চেয়ারম্যানও বটে। তাঁর অভিযোগ, আবাস যোজনার তালিকায় যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ ঘর পাচ্ছেন না। নিজে তৃণমূল নেতা হয়েও সরকারি তালিকার প্রতি দীপক এই অভিযোগ তোলায় এদিন রীতিমতো হইচই পড়ে যায় এলাকায়। সেইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন যে নিজের জন্য তিনি কোনও ঘর চাইছেন না। তাঁর দাবি, এলাকার অসহায় মানুষদের নিয়ে।

মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ড অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকা। সেখানে কেউ ধর্নায় বসলে তো যান চলাচল ব্যাহত হওয়ারই কথা। তবে দীপকের ধর্নায় এদিন বড় কোনও সমস্যা হয়নি। কারণ রাস্তার একাংশে তিনি এমনভাবে ধর্নায় বসেছিলেন যাতে কারও কোনও সমস্যা না হয়। প্রথমে তিনি একাই ধর্নায় বসেছিলেন। পরে আস্তে আস্তে তাঁর সঙ্গে এলাকার কয়েকজন যোগ দেন। তাঁদের দাবি, দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কেউই আবাসের ঘর পাননি। তাঁদের হাতে ছিল ঘরের দাবিতে প্ল্যাকার্ড।

কী ঘটেছে

- শোভাগঞ্জে বাসস্ট্যান্ডের কাছে ধর্না
- ঘণ্টাতিনেক ধরে ধর্না চলে
- ধর্নায় যিনি বসেছিলেন, তিনি নিজে তৃণমূল নেতা
- পরে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষের মধ্যস্থতায় ধর্না ওঠে

দীপক বলেন, 'আমার ঘরের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার এলাকায় মৃণালকান্তি সাহা, অমল করের মতো বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ঘর পাচ্ছেন না। তাঁরা ত্রিপল টাঙিয়ে, বেহাল টিনের চালের ঘরে বসবাস করছেন। তাঁদেরই সবথেকে বেশি ঘরের প্রয়োজন।' কিন্তু বর্তমান আবাস যোজনার তালিকায় তাদের নাম নেই বলে জানান তিনি। সেইসব অসহায় লোকের দাবি তুলে ধরতেই তিনি ধর্নায় বসেছেন বলে জানিয়েছেন দীপক।

দীপকের সেই ধর্নায় এদিন যোগ দেন প্রায় ৮০ বছর বয়সি মৃণালকান্তি সাহা। তিনি বলেন, 'বাড়িতে বৃদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে থাকি। ত্রিপল দেওয়া মাটির ঘর। কোনওমতে মাথা গুঁজে থাকি। সরকারি শৌচালয় পর্যন্ত পাইনি।' তাঁর দাবি, বারবার বলা সত্ত্বেও আমাদের নাম তালিকায় ওঠে না। কেন ওঠে না, কেউ বলেও না।

এদিনের ধর্নায় যোগ দিয়েছিলেন অমল কর নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর ঘরের টিনের চালা ফুটো। বর্ষাকালে জল পড়ে। মেঝে মাটির। তাঁর জন্যও কোনও ঘর বরাদ্দ হয়নি।

এদিন দীপকদের বুঝিয়েসুজিয়ে ধর্না তুলে দেন জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ। পরে আবার যাঁরা ধর্নায় বসেছিলেন, অনুপ তাঁদের বাড়ি পরিদর্শনও করেন। অনুপ বলেন, 'এদিন প্রাথমিকভাবে ধর্না তুলতে এসেছিলাম। তাঁদের বলেছি, তাঁদের যা অভিযোগ রয়েছে সব জেলা পরিষদের অফিসে বা ব্লক প্রশাসনের অফিসে জমা দিতে। অভিযোগ জমা পড়লে প্রশাসন খতিয়ে দেখবে।'

কিন্তু এইসব অসহায় দরিদ্রদের নাম নেই কেন? এপ্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধবী রায় দাস জানান, বিষয়টিকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। যোগ্য ব্যক্তিরা ঘর পাক, তাঁরাও সেটা চান। অপরদিকে, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও নিমা সেরিং শেরপার সঙ্গে বারবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তাই এব্যাপারে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

শোভাগঞ্জে মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ধর্নায় আবাসে বঞ্চিতরা। বুধবার। –সংবাদচিত্র

ভাঙামেলা।। *আলিপুরদুয়ার শহরের দুর্গাবাড়ির রাসমেলার শেষে দোকানপাট গোটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। (ডানে) জয়রাইড খোলার ব্যস্ততা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

টুকরো খবর

কৃষি পরামর্শ

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার দুপুরে ফালাকাটা ব্লকের ছোটশালকুমার এলাকায় ঐকতান নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে ৪০ জন বাসিন্দাকে নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। জমিতে ধান কাটার পর অনেকেই খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেন। এতে জমির ক্ষতি হয়। জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। পরিবেশ দূষিত হয়। কৃষকরা যাতে ফসলের নাড়া পোড়ানো বন্ধ করেন, সেই বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া রাসায়নিকের বদলে জৈব সারের উপযোগিতা ও ভালো দিক সংক্রান্ত আলোচনাও হয় সেখানে।

ঝুলন্ত দেহ

কামাখ্যাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম চেংমারিতে এক তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির একটি ঘর থেকেই সঞ্জীমা কুজুরের (১৮) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

কন্যাশ্রী শিবির

কামাখ্যাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : খোয়ারডাঙ্গা নিরবালা স্মৃতি গার্লস হাইস্কুলে সিনি নামক এক সংস্থা কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। মূলত কন্যাশ্রী প্রাপকদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাল্যবিবাহ রোধ ও প্রতিকারমূলক বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনির কুমারগ্রাম ব্লক কোঅর্ডিনেটর টুম্পা বণিক।

ইসালে সওয়াব

পলাশবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলবাড়ি ঘাটপাড়ের মাজারে শুরু হল ইসালে সওয়াব। এই ইসালে সওয়াব এবার ১৭তম বর্ষে পা দিল। আয়োজক কমিটির প্রতিনিধি মজিবুল হক বলেন, 'এদিন রাতভর ধর্মীয় সভা হবে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে থেকে শুরু হবে দোয়া বা প্রার্থনা।'

জখম চালক

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক স্কুটারচালক। ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকেরটারি-ছোটশালকুমার যাওয়ার পাকা রাস্তায়। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ওই রাস্তায় হঠাৎ কুকুর চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান স্কুটিচালক ধীমানচন্দ্র বর্মন। পায়ে চোট পান তিনি।

স্মার্ট ক্লাস পাচ্ছে ৩০০ স্কুল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : স্কুল মানেই ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, টেবিল-চেয়ার ও তার সামনে বেঞ্চ। এ যুগ বদলাচ্ছে। পরিবর্তে এসেছে কম্পিউটার, প্রোজেক্টর, প্রিন্টার ও অডিও সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক সামগ্রী। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতেই নিজস্ব উদ্যোগে বেশকয়েকটি স্কুল চালু করেছে স্মার্ট ক্লাস। এবার সরকারি উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় ৩০০টি প্রাথমিক স্কুলে চালু হতে চলেছে এই স্মার্ট ক্লাস। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে চিঠি দিয়ে যাবতীয় তথ্য নিয়ে নিয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই স্মার্ট ক্লাস চালুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর।

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ (ডিপিএসসি)'এর চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'আমাদের জেলায় বেশকিছু প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই স্ব-উদ্যোগে স্মার্ট ক্লাস চালু করেছে। এবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে স্কুলে স্মার্ট ক্লাস চালুর জন্য তালিকা চেয়ে পাঠানোয় তা প্রস্তুত করা হয়েছে। আমাদের আশা, স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাস চালু হলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পড়ুয়াসংখ্যায় তার প্রতিফলন দেখা যাবে।'

ডিপিএসসি সূত্রে খবর, জেলায় মোট ৬টি ব্লকে রয়েছে মোট ১২টি প্রাথমিক শিক্ষা সার্কেল। তারমধ্যে রয়েছে ৮৪৬টি প্রাথমিক স্কুল। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, ইংরেজি ভাষাতেও পঠনপাঠন চালু আছে সেখানে। গত কয়েক বছরে জেলার প্রায় ১০০টি স্কুলে চালু হয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম। এমনকি জেলা শাসকের উদ্যোগেও বক্সা পাহাড়ের প্রাথমিক স্কুলেও এই উদ্যোগ দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামীণ স্কুলের অধিকাংশই এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তাই এবার সরকার সরাসরি সেই উদ্যোগ নিয়েছে। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষা সেলের আলিপুরদুয়ার জেলার নেতা রাজেশ শুক্লার বক্তব্য, 'প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এবার শহর থেকে গ্রাম, সকল পড়ুয়ারাই অডিও-ভিজুয়াল ক্লাস করার সুযোগ পাবে।'

ফালাকাটার একটি স্কুলে চলছে স্মার্ট ক্লাস।

ডিপিএসসি'র উদ্যোগে প্রোজেক্টর বসছে স্কুলে। বেশ কয়েকটি স্কুলে দেওয়া হচ্ছে স্মার্ট টিভি ও সাউন্ড সিস্টেম।

ডিপিএসসি সূত্রে খবর, করোনাকালে দু'বছর স্কুল বন্ধ থাকায় আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কয়েকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। এখনও জেলার বেশকিছু স্কুলে সেই সংখ্যা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রমরমা হয়ে উঠেছে বেসরকারি স্কুলগুলি। তার সংখ্যাও দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাই সরকারি প্রাথমিক স্কুলের হাল ফেরাতে এই উদ্যোগ। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিকে তার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগ্রহ বাড়ছে

- অডিও-ভিজুয়াল পঠনপাঠনে স্কুলে আসছে প্রোজেক্টর
- কোনও স্কুলকে দেওয়া হচ্ছে স্মার্ট টিভি ও সাউন্ড সিস্টেম
- জেলার প্রায় ১০০ প্রাথমিক স্কুল স্ব-উদ্যোগে চালু করেছে স্মার্ট ক্লাস
- এবার সরকার উদ্যোগী হওয়ায় খুশি শিক্ষামহল

ফালাকাটার এক স্কুল শিক্ষক নীতীশ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা নিজস্ব উদ্যোগেই স্কুলে স্মার্ট ক্লাস চালু করেছি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পড়াশোনা করতেও আগ্রহ বাড়ছে পড়ুয়াদের। এবার সরকারের তরফে সেই উদ্যোগ নেওয়ায় জেলার সমস্ত পড়ুয়া উপকৃত হবে।

শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনলেন স্থানীয় এক মহিলা। আবার সেই মহিলা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এলাকায় অশান্তি পাকানোর পালটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন অভিযুক্ত সদস্য ও তাঁর ভাই। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ জংশন কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীকে তাঁর স্বামী মারধর শুরু করে। তখন কোলাহল শুনে সাধন রবিদাস নামক এলাকার বাসিন্দা সেখানে ছুটে যান।

পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গেও কথাকাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন সেই মহিলার স্বামী এবং তাঁকে মারতেও উদ্যত হয়। পরবর্তীতে সেখানে আসেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় রবিদাস। তিনি তখন অশান্তি সামলাতে গেলে আরও একপ্রস্থ হাতাহাতি হয়। সেই সময় অবশ্য ওই তরুণীকে প্রতিবেশী মহিলারা পাশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

যদিও এবিষয়ে তাঁর স্বামীর অন্য কথা, 'আমি বাড়ি এসে দেখি সাধন আমার স্ত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করছে।' প্রতিবাদ করলে তাকে ও তার স্ত্রীকে মারধর করেন সাধন এবং তার ভাই সঞ্জয় তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ তার। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে।

আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন জানিয়েছেন, মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মারধর করছে দেখে আমি ও ভাই তাঁকে বাঁচাতে আসি। তখন এলাকার অন্য মহিলারা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান।' তিনি আরও বলেন, 'এলাকার মানুষ ওই তরুণের রোজকার গণ্ডগোলের জেরে অতিষ্ঠ। সে প্রায়শই স্ত্রীকে মারধর করে।'

'মহিলাকে স্বামীর মার থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম'

এদিনও সেই কারণেই তাঁরা অশান্তি থামাতে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন দুই ভাই।

সংস্কৃতিচর্চার হল এখন ধান ক্রয়কেন্দ্র

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : বছর দুয়েক আগে সংস্কৃতিচর্চার জন্য শামুকতলা বাজারে তৈরি করা হয়েছিল কমিউনিটি হল। তৈরির পর থেকে সেটি অব্যবহৃত অবস্থায় হয়ে পড়ে রয়েছে। আজ অবধি সেই কমিউনিটি হলের উদ্বোধনও করা গেল না। এবার সেই নবনির্মিত কমিউনিটি হলেই তৈরি করা হয়েছে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাষিরা এখানেই ধান বিক্রি করতে পারবেন।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, আদিবাসী অধ্যুষিত শামুকতলা এলাকার সংস্কৃতিচর্চার জন্য ডাকবাংলোর ফাঁকা জমিতে কমিউনিটি হলটি তৈরি করা হয়েছিল। গত দু'বছর ধরে সেটি পড়ে থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্বোধনের জন্য কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। এবার হঠাৎই সেখানে ধান ক্রয়কেন্দ্র তৈরি করায় নানা এলাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শামুকতলার বাসিন্দা বিজয় মিঞ্জ নামে এক তরুণ বলেন, 'আদিবাসীদের সংস্কৃতিচর্চার জন্য কমিউনিটি হল তৈরি করা হল। অথচ যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল সেকাজে ব্যবহার না করে এখন সেখানে ধান কেনাবেচা করা হবে। এটা কোনওভাবেই মানা যাচ্ছে না। এজন্য আরও অনেক জায়গা রয়ে গিয়েছে। আদিবাসীদের সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রে কেন এসব করা হবে?' তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই, ধান ক্রয়কেন্দ্র অন্যত্র সরিয়ে কমিউনিটি হলটি আদিবাসীদের সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র হিসাবেই ব্যবহৃত হোক।'

এ প্রসঙ্গে কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'শামুকতলায় সংস্কৃতিচর্চার মতো কোনও কমিউনিটি হল নেই। ডাকবাংলোর ফাঁকা জমিতে সেটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বোধন না হওয়ায় সেটি ঝোপজঙ্গলে ভরে গিয়েছিল। আমি একবার ঘুরে দেখে এসেছিলাম। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেও সেটি দ্রুত উদ্বোধনের আবেদনও জানিয়েছিলাম। এখন শুনলাম, ওখানে ধান ক্রয়কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। এটা কোনওভাবে মানা যায় না। ধান ক্রয়কেন্দ্র অন্যত্র সরানো হোক। কমিউনিটি হলটি আদিবাসীদের সংস্কৃতিচর্চার জন্য ব্যবহার করা হোক।'

বিধায়কের বক্তব্যকে কটাক্ষ করেন আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা দাস দেবনাথ। তিনি বিজেপির নাম না করে বলেন, 'যখনই কোনও ভালো কাজ করতে চাই, তখনই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কয়েকজন উঠেপড়ে লাগেন। মানুষ তাঁদের কথায় কোনওদিনই বিভ্রান্ত হবে না।' এরপরই কমিউনিটি হলকে ধান ক্রয়কেন্দ্রের জন্য বাছাই করার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, 'ডাকবাংলোর ফাঁকা জমিটি প্রধান সড়কের পাশে ভালো যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্যই বাছাই করা হয়েছে। কৃষকরা যাতে সহজেই সেখানে ধান নিয়ে যেতে পারেন সেজন্য জায়গাটি বাছা হয়েছে।'

রেল রোকোর প্রস্তুতি সভা

শালকুমারহাট, ৪ ডিসেম্বর : আগামী ১১ ডিসেম্বর রেল রোকোর ডাক দিয়েছে বংশীবদন বর্মনপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জিসিপিএ)। আলিপুরদুয়ার জেলার জোড়াই স্টেশনে রেল রোকো হবে। তারজন্য বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়ায় এক প্রস্তুতি সভা করে জিসিপিএ। স্থানীয় বিমল রায়ের বাড়িতে হয় এই সভা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জিসিপিএ'র জেলা সদস্য শ্যামল রায়, গণেশ রায়, কৃষ্ণমোহন বর্মন প্রমুখ।

হাতির হানা

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার গভীর রাতে ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈরবহাট এলাকায় তাণ্ডব চালায় হাতি। স্থানীয় বাসিন্দা সুখেশ লাকড়ার রান্নাঘরে দরজা ভেঙে মজুত করা চাল, আটা, লবণ সব খেয়ে সাবাড় করে হাতিটি। শেষে বাড়ির পেছনে থাকা একটি বড় কাঁঠাল গাছ ভেঙে সে জঙ্গলে ফিরে যায়।

উলটে গেল সবজিবোঝাই টোটো

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : বেহাল রাস্তার জেরে ফালাকাটা কৃষক বাজার মোড়ে ফের ঘটল টোটো দুর্ঘটনা। বুধবার সন্ধ্যায় শিম, বেগুন ও লাউ নিয়ে একটি টোটো ফালাকাটা কৃষক বাজারের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্তার মোড়ে বিশাল একটি গর্তে চাকা পড়ে উলটে যায় সবজিবোঝাই টোটোটি। ফলে বেশখানিকক্ষণ রাস্তায় যানজটও তৈরি হয়। তবে তড়িঘড়ি অন্য পরিবহণকর্মীদের চেষ্টায় টোটোটিকে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে।

এদিন টোটোচালক শ্যামল বর্মন সামান্য জখম হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তায় খুব সতর্কভাবে গাড়ি চালাই। তা সত্ত্বেও বড় গর্তে চাকা পড়ে যাওয়ায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। রাস্তায় পড়ে সবজিও নষ্ট হয় কিছুটা।' স্থানীয়রা বলছেন, এই কৃষক বাজার মোড়ের রাস্তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। ফালাকাটার মিল রোড রেল ওভারব্রিজ পর্যন্ত রাস্তাটি ভালো হলেও ওভারব্রিজের পর থেকে আলিপুরদুয়ারগামী দোলং সেতু পর্যন্ত রাস্তাটির প্রায় ৫০০ মিটারে তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল গর্ত। চলতি বছর বর্ষার পর থেকে এই রাস্তার পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এজন্য দুর্ঘটনাও বাড়ছে।

উলটে গিয়েছে টোটো। বুধবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা কৃষক বাজার মোড়ে।

জেলার খেলা

ক্যারাটে দলে দেবর্ষি

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় স্কুল গেমসে রাজ্য ক্যারাটে দলে সুযোগ পেয়েছে আলিপুরদুয়ারের দেবর্ষি সরকার। সে অনূর্ধ্ব-১৭ বালক বিভাগে কুমিতে অংশ নেবে। দেবর্ষি বুধবার দিল্লি রওনা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৮ ডিসেম্বর।

রাজ্য উশু দলে অমিগা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : নয়াদিল্লিতে ৯-১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস। সেখানে উশুতে মেয়েদের রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে আলিপুরদুয়ারের অমিগা খাড়িয়া। সে অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের ৩৬ কেজি বিভাগে অংশ নেবে। অমিগা বৃহস্পতিবার রওনা হবে।

গজের শুঁড়ের টানে ধানের বস্তায় চাপা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৪ ডিসেম্বর : চৌকির পাশেই রাখা ছিল ধানভর্তি ১০-১২টি বস্তা। চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিল কিশোরী বিনীতা ওরাওঁ। হঠাৎ ঘরের বেড়া ভেঙে ভিতরে শুঁড় ঢুকিয়ে বস্তা পেঁচিয়ে টান দেয় একটি দাঁতাল হাতি। শুঁড়ের টানে স্থানচ্যুত হয় আরও কয়েকটি বস্তা। ৫০ কেজি ধানবোঝাই একটি বস্তার নীচে চাপা পড়ে ওই কিশোরী। তবে লেপমুড়ি দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় ঘটনা টেরই পায়নি ১২ বছরের ওই নাবালিকা। মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের লায়কাধুরায় মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ চলেছে এই তোলপাড়। হাতিটি অবশ্য খাবার খেয়ে বনে ফিরে গিয়েছে। বন দপ্তর হাতির হানায় হওয়া ক্ষতি বাবদ সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে পরিবারটিকে।

ওই আদিবাসী মহল্লাটির এক কিমি দূরে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট। ওইদিন রাতে ওই বন থেকে বেরিয়ে একটি দলছুট হাতি হানা দেয় কৃষ্ণ ওরাওঁয়ের বাড়িতে। একটি চৌকিতে কৃষ্ণ, তাঁর স্ত্রী এবং ছোট মেয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। বড় মেয়ে বিনীতা ঘুমিয়ে ছিল বেড়ার পাশের চৌকিতে। চৌকির পাশেই রাখা ছিল ধানের বস্তাগুলি। বেড়ার নীচের অংশ এবং ওপরের অংশ পাটকাঠি দিয়ে তৈরি। পাটকাঠির বেড়া ভেঙে অনায়াসেই ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে দেয় হাতিটি। বুধবার কৃষ্ণ বলেন, 'বেড়া ভাঙার শব্দে বুঝতে পারি হাতি এসেছে। দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে হাতিটি। ঘুমন্ত মেয়ে চাপা পড়েছে একটি বস্তার নীচে। কিন্তু মেয়ের ঘুম ভাঙেনি। এরপর আমি একটি লাঠি নিয়ে বেড়ার টিনের অংশে দুমদাম মারতে থাকি। হাতিটি ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে যায়। এরপর লেপমুড়ি দেওয়া অবস্থাতেই মেয়েকে জড়িয়ে টেনে সরিয়ে নিই। এরপর ঘুম ভাঙে মেয়ের।'

টেরই পেল না ঘুমে আচ্ছন্ন কিশোরী

বস্তার পাশের এই চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিল বিনীতা।

এদিকে, প্রথমে হাতিটি দু'বস্তা ধান বের করে খাওয়ার চেষ্টা করে। মহল্লার লোকজন চ্যাঁচামেচি শুরু করায় বিরক্ত হাতিটি এক বস্তা ধান শুঁড়ে পেঁচিয়ে বনের দিকে রওনা হয়। সকালবেলা কৃষ্ণর বাড়িতে ভিড় করেন স্থানীয়রা। কৃষ্ণর স্ত্রী বান্ধাইন বলেন, 'কীভাবে যে আমার মেয়ে বেঁচে গেল বলে বোঝাতে পারব না। আমার হাত-পা কাঁপছিল।' ওই মহল্লার সুশীল ওরাওঁ বলেন, 'খাবারের খোঁজেই বন থেকে বেরিয়ে হাতি লোকালয়ে হানা দেয়। তবে মাঠে এখন কোনও ফসল নেই। তাই বাড়ি বাড়ি হানা দিতে শুরু করেছে হাতি।' বন দপ্তরের উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে জানান, কৃষ্ণ ওরাওঁকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে।

ভাতা বন্ধ, অসুস্থ শিল্পী

জটেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : এক বছর থেকে অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী লোকশিল্পী জগদীশ রায়। এমন অবস্থায় বন্ধ তাঁর শিল্পী ভাতাও। যে কারণে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র কেনা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তিনি।

জগদীশের সংসারে কেউই নেই, তাই ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাঁদনিকুড়া এলাকায় বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। একবছর থেকে শিল্পী ভাতা পাচ্ছেন না এই প্রবীণ শিল্পী। এদিকে ভাতা না পাওয়ায় তাঁর ওষুধপত্র এবং চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার খরচ জোগাতে সমস্যায় পড়ছেন জগদীশের বোন ও বোনজামাই। বোন পরমেশ্বরী রায় বলেন, 'দাদা আমার বাড়িতেই থাকেন। আমারই সংসার চলে না, সেখানে দাদার খরচপাতি চালাতে সমস্যায় পড়ছি। দাদার শিল্পী ভাতাটা চালু হলে ভালো হয়।' কেন ভাতা বন্ধ হল? জগদীশের উত্তর, 'অসুস্থতার কারণে সরকারি অফিসে হাজির হয়ে তথ্য জমা দিতে পারিনি। লোক মারফত জমা দেওয়া হলেও আমার শিল্পী ভাতা চালু হয়নি।'

এবিষয়ে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি জেলার ডিআইসিও দেখেন। তবে আমার কাছে পরিচয়পত্র সহ যাবতীয় কাগজপত্র পাঠালে তা সংশ্লিষ্ট মহলে পাঠানো হবে।'

ব্যস্ত প্রশাসনের কর্তা ও বড় নেতারা • জট কাটাতে মধ্যস্থতার লোক নেই

ডুয়ার্স উৎসব ঘিরে নাটক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স উৎসবের দিনক্ষণ কবে ঘোষণা করা হবে? উৎসবের আয়োজন কবে শুরু হবে? বর্তমানে আলিপুরদুয়ারে এটাই অন্যতম বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডুয়ার্স উৎসব জেলা সদর তো বটেই, গোটা আলিপুরদুয়ার জেলারই সবথেকে বড় মেলা। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতির অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে কলকাতা এমনকি মুম্বইয়ের শিল্পীরাও সেখানে পারফর্ম করেন। শিশুশিল্পীরা প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায়। ৭০-৮০ কোটি টাকার টার্নওভার এই উৎসবকে ঘিরে। স্বাভাবিকভাবে ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বিভিন্ন মহলের আগ্রহ তো থাকবেই। আর আপাতত এই ডুয়ার্স উৎসব ঘিরে আলিপুরদুয়ারে চলছে রাজনীতির নাটক। উৎসব কমিটির সবার মুখেই শোনা যাচ্ছে, 'আমরা চাই উৎসব হোক।' তাহলে উৎসবের প্রস্তুতি চোখে পড়ছে না কেন? সেই প্রশ্ন করতেই একজন আরেকজনের দিকে বল ঠেলে দিচ্ছেন। আর উৎসব করার দাবি উঠছে যেখানে, সেখানে উৎসবের আয়োজনে বাধা তাহলে দিচ্ছেটা কে? কে বলেছে এবার ডুয়ার্স উৎসব হবে না? সেসব প্রশ্নের জবাব হাওয়ায় ভাসছে। কিন্তু মুখে কেউ রা কাড়ছেন না।

স্থানীয় তৃণমূল নেতারা এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে নারাজ। দলের রাজ্য সম্পাদক তথা ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বুধবার উৎসব সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমি চাই অবশ্যই উৎসব হোক। দল, প্রশাসন, রাজ্য সরকার চাইলে অবশ্যই উৎসব হবে।' অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরও উত্তর সৌরভের মতোই, 'ডুয়ার্স উৎসব হোক। প্রশাসন বৈঠক ডাকলে অবশ্যই যাব। যেভাবে সহযোগিতা করার প্রয়োজন করব।'

এই সমঝোতার বৈঠকটা ডাকবে কে? তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক দিল্লিতে শীতকালীন অধিবেশনে ব্যস্ত। একইভাবে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ব্যস্ত বিধানসভা অধিবেশনে। তার ফাঁকেই এদিন সুমন বলেন, 'আমি তো কলকাতায় আছি। উৎসব নিয়ে কিছু কথা শুনছি। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

আর জেলা প্রশাসনের কর্তারা বর্তমানে ব্যস্ত আবাস যোজনা নিয়ে। ব্লকে ব্লকে সমীক্ষা চলছে। আবার মাঝেমধ্যে সুপার সার্ভে চলছে। সেসব সুপার সার্ভেতে তো উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদেরও ফিল্ডে যেতে হচ্ছে। তাই জেলা প্রশাসনের বড় কর্তারা যে তৃণমূল নেতাদের নিয়ে বসবেন, সেটাও খুব একটা সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থায় ডুয়ার্স উৎসবের প্রস্তুতির বৈঠক কবে হবে, সেটা নিয়েও চর্চা চলছে। এদিন জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'আমরাও চাইছি উৎসবটা করতে। তবে সেটা কীভাবে হবে, আদৌ হবে কি না সেটা জেলা শাসক বলতে পারবেন।' জেলা শাসক আর বিমলাকে কয়েকবার ফোন করা হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

এবছর ২ নভেম্বর ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে প্রথম বৈঠক হয়। সেই সময় আভাস দেওয়া হয় উৎসবের দিনক্ষণ বাড়তে পারে। আরও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও হয়। তবে ওই বৈঠকে জেলা প্রশাসনের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন 'বড়' জনপ্রতিনিধিও ছিলেন না। পরে নির্বাচনি আচরণবিধি উঠে গেলে ৩০ নভেম্বর একটি বৈঠক হয় জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে। সেখানেই উৎসব নিয়ে দ্বিমত দেখা যায় নেতাদের মধ্যে। এরপরই বাড়তে থাকতে উৎসব নিয়ে অনিশ্চয়তার গুঞ্জন।

সূত্রের খবর, জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের একটা অংশ চাইছেন পুরোনো কমিটিকে বাদ দিতে। জেলা প্রশাসনের একটা অংশও উৎসবের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্ষুব্ধ। প্রশাসনের অনেকেই উৎসব কমিটিতে থাকলেও তাঁদের নাকি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সবমিলিয়ে উৎসবের আয়োজন এখনও পর্যন্ত ঘেঁটে ঘ। এসবের মাঝে ১৯তম উৎসবের দিনক্ষণ ঘোষণার দাবিও জোরালো হচ্ছে।

সৌরভ চক্রবর্তীকে স্মারকলিপি বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব চাই মঞ্চের। বুধবার।

> উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে টালবাহানা নজরে আসে। কেউ কিছু বলছে না। সেই থেকেই বোঝা যাচ্ছে কিছু ঝামেলা আছে।
>
> **বাবুন দাস**, সদস্য
> বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব চাই মঞ্চ

জনগণ বলছে

- বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব চাই মঞ্চ নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে
- তাদের পক্ষ থেকে উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে
- উৎসবের দিনক্ষণ জানানোর দাবি উঠেছে
- এছাড়া, একাধিকবার উৎসবের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একটুকরো পাহাড়।।
দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফুটপাথ সাফের নির্দেশ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে বুধবার সন্ধ্যায় মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের ঝটিকা অভিযান। ব্যবসায়ীদের নরমে-গরমে ৪৮ ঘণ্টার 'আল্টিমেটাম' বেঁধে দিলেন মহকুমা শাসক। প্রথমে গিয়েছিলেন শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্র শিশু উদ্যান ঘেঁষা ফুটপাথে। সেখান থেকে ব্যবসা তুলে দিতে নির্দেশ দিলেন তিনি।

এরপরে মহকুমা শাসক চলে যান চৌপথি সংলগ্ন এলাকায়। সেখানের ব্যবসায়ীরাও আগামী দুইদিনের মধ্যে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার নির্দেশ পেয়েছেন। মহকুমা শাসকের কথায়, 'শহরে দুটো ফুড জোন করা হয়েছে। তারপরেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর জেরে শহরে একদিকে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। তেমনি সাধারণ মানুষের হাঁটাচলা করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'ব্যবসায়ীদের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সময়মতো ফুটপাথ থেকে দখল না সরালে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

সময় কম

- বক্সা ফিডার রোড, কলেজ হল্ট, মাধব মোড় ইত্যাদি এলাকায় ফুটপাথ দখল করে চলে ব্যবসা
- এবার সেখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার জন্য দুইদিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মহকুমা শাসক
- ফুড জোন থাকলেও সেখানে পরিকাঠামো না থাকার অভিযোগ জানালেন ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা

মহকুমা শাসক জানালেন, এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে আলিপুরদুয়ার পুরসভার সঙ্গে কথা বলেছেন। শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হবে। আপাতত গোটা শহর ঘুরে দখলকারীদের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

বক্সা ফিডার রোডে ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের বিপরীতে রবীন্দ্র শিশু উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে ফুটপাথ দখল করে চলছে ব্যবসা। ওই এলাকায় খাবারদাবার, জুতো, জামাকাপড়, আইসক্রিম, বিভিন্ন তেলেভাজার দোকান রয়েছে। ওই এলাকায় সবমিলিয়ে প্রায় ৫০টি দোকান রয়েছে। দোকানগুলোর জন্য গোটা ফুটপাথটি বর্তমানে একটা ছোটখাটো শপিং মলে পরিণত হয়েছে। ফুটপাথ দখল করে থাকা ওই অস্থায়ী দোকানগুলোর জন্য শহরবাসীকে রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে। ফুটপাথ তৈরির উদ্দেশ্যই বাধা পড়ছে।

শুধু ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকাটিই নয়, শহরের কলেজ হল্ট, মাধব মোড়, মহাকালধাম, কিশোর সংঘ এলাকা, মিলন সংঘ, শান্তিনগর, আলিপুরদুয়ার চৌপথির বিস্তীর্ণ এলাকার ফুটপাথ দখল করে চলছে দেদার ব্যবসা।

বক্সা ফিডার রোডে গত দশ বছর ধরে জুতোর দোকান রয়েছে পরিমল বিশ্বাসের। তাঁর বক্তব্য, 'খাবারের জন্য ফুড জোন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ব্যবসা করছি, আমাদের জন্য তো কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।' একইভাবে ১৬ বছর ধরে ফাস্ট ফুডের ব্যবসা করছেন পল্টন পণ্ডিত। পল্টন বললেন, 'আমাদের ফুড জোনে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু সেখানকার পরিকাঠামো নেই, খদ্দের আসেন না। আমি একা ওখানে গিয়ে কী করব? অন্য সকলে রাস্তার ধারে দোকান করছেন। যদি উচ্ছেদ করতে হয়, তবে গোটা শহরের ফুটপাথের ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হোক।' অন্য ব্যবসায়ীদের গলাতেও ক্ষোভের সুর। বললেন, ওই এলাকায় ব্যবসা করে তাঁদের সংসার চলছে। উচ্ছেদ করে দিলে সংসার চালাবেন কী করে?

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'ফুটপাথ দখল কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বুধবার সন্ধ্যায় মহকুমা শাসক শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে কাজ করব। ব্যবসায়ীদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁদের ব্যবসা করতে হবে।'

পার্ক রোডে ফুটপাথ দখলমুক্ত করছেন মহকুমা শাসক। - আয়ুষ্মান চকবর্তী

জোট বেঁধে আন্দোলনে সোনাপুরের ব্যবসায়ীরা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : কোনও এলাকায় দোকান ভাঙতে এলে অন্য সব এলাকার ব্যবসায়ী এসে দোকান ভাঙার আন্দোলনে শামিল হবেন। একজোট হয়ে আন্দোলন করে দাবি আদায় করা হবে। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা-সলসলাবাড়ির ৪১ কিমি মহাসড়কের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা এভাবে আন্দোলন করবেন বলে বুধবার সিদ্ধান্ত নেন। সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহার বক্তব্য, 'রাস্তার কাজ আটকে থাকুক, আমরা সেটা চাই না। তবে আমাদের দাবি কেউ শুনছেন না। সেজন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। সব এলাকার ব্যবসায়ীরা মিলিতভাবে আন্দোলন করলে হয়তো প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে।'

এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুরে সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতি সভা ডাকে। সেই সভায় ব্লকের অন্য এলাকার ব্যবসায়ীরাও যোগ দেন। সবাই মিলে ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের দাবিতে জোরদার আন্দোলন করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিওর সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা ছিল ব্যবসায়ীদের। কিন্তু সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়। নিজেরাই বৈঠক করে সোনাপুরে মিছিল বের করেন। দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে কোনও সমাধানের রাস্তা না বের করলে সোমবার পথ অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার-১'র বিডিও জয়ন্ত রায় এদিন বলেন, 'ব্যবসায়ীরা আগেই তাঁদের দাবি জানিয়েছিলেন। সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে তাঁদের বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।'

এদিন ব্যবসায়ীদের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতারা। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। মনোরঞ্জন জানান, জেলা পরিষদের জায়গা কীভাবে ব্যবসায়ীদের কাজে লাগানো যায় সেটা দেখা হবে এবং ব্যবসায়ীদের দাবি নিয়ে প্রশাসন যেন আলোচনায় বসে, সেটা জানানো হবে জেলা শাসককে।

অন্যদিকে, সৌরভ বৃহস্পতিবার রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়ের হাতে ব্যবসায়ীদের দাবিপত্র তুলে দেবেন বলে জানান। তাঁর কথায়, 'এর আগেও ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ আটকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের দাবি পূর্তমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। ঠিকাদারি সংস্থা তো ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তাঁরা সেটা করছেন না।' তবে ব্যবসায়ীদের পথ অবরোধ বা কাজ আটকানোর বিষয়ে খুব বেশি মন্তব্য করতে নারাজ নেতারা। কাজ চলার সঙ্গে আলোচনা চলুক বলে মত তাঁদের।

এদিনের আন্দোলনে শামিল না হলেও এই বিষয়ে তৃণমূল নেতাদের এক সুর শোনা গেল বিজেপি নেতাদের গলায়। পুনর্বাসনের ইস্যুতে অবশ্য রাজ্য সরকারের দিকে বল ঠেলছে বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনের কথায়, 'পুনর্বাসন দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাঁরা সেই কাজটা ঠিক করে করুক এবং সেইসঙ্গে নিরাপত্তা দিয়ে রাস্তার কাজটাও দ্রুত করার ব্যবস্থা করুক।'

কয়েক বছর ধরে মহাসড়ক নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এতদিন রাস্তার কাজ বন্ধ থাকায় আন্দোলন কিছুটা থমকে ছিল। এবার আবার রাস্তার কাজ শুরু হতে জোরকদমে আন্দোলনে নামছেন ব্যবসায়ীরা। জেলার আলিপুরদুয়ার-১ ও ২, ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। এরপরও কি সমাধানসূত্র বেরোবে, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

সোনাপুরে ব্যবসায়ীদের সভায় সৌরভ এবং মনোরঞ্জন।

> রাস্তার কাজ আটকে থাকুক, আমরা সেটা চাই না। তবে আমাদের দাবি কেউ শুনছেন না। সেজন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। সব এলাকার ব্যবসায়ীরা মিলিতভাবে আন্দোলন করলে হয়তো প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে।
>
> **চিত্তরঞ্জন সাহা**, সভাপতি
> সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতি

পানীয় জলসমস্যা নিয়ে বিধানসভায় সরব মনোজ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গায়। তবে সেই কাজ যে আদৌ কতটা সঠিকভাবে হচ্ছে তা গ্রামগঞ্জে একটু নজর দিলেই বোঝা যায়। কোথাও পাইপলাইন পাতা হলেও জল পৌঁছায়নি। আবার কোথাও জলের পাম্প বসানো হলেও নিয়োগ করা হয়নি কর্মী। এতেই জলসংকটে সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে দিনের পর দিন নলকূপের জল খেয়ে ক্ষুব্ধ কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা।

তাই বুধবার জলপ্রকল্পের কাজ নিয়ে বিধানসভায় সরব হলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তাঁর কথায়, 'পরিস্রুত পানীয় জল থেকে কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার নব্বই শতাংশ মানুষ বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের জন্য দেওয়া কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া হবে না। দ্রুত সমস্ত বাসিন্দার পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না করা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব। প্রয়োজনে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ঘেরাও করা হবে।'

সম্প্রতি বাড়ি বাড়ি জলপ্রকল্পের কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার মহাকালগুড়ি, শামুকতলা, তুরতুরি, তুরতুরিখণ্ড, রায়ডাক, কোহিনুর সহ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ মানুষ ওই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ।

অনেক এলাকায় জলের ট্যাংক তৈরি করে পাইপ বসানো হয়েছে অথচ এখনও সেই প্রকল্প চালু হয়নি। ফলে তাঁদের জলের জন্য ভরসা সেই নলকূপ বা কুয়োর জল। প্রকল্প রূপায়ণে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর পুরোপুরি ব্যর্থ তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক। এর আগেও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিধানসভায় সরব হয়েছেন মনোজকুমার ওরাওঁ।

লোকনাথপুর এলাকার বাসিন্দা নমিতা দাস বলেন, 'আমাদের গ্রামের আশপাশের সব বাড়িতেই জলের পাইপলাইন দেওয়া হয়েছে। আমার বাড়িতে এখনও দেয়নি। আমরা চাই প্রকল্পের সুবিধা সবাই পাক।'

বকেয়া পেলেন শ্রমিকরা

বীরপাড়া, ৪ ডিসেম্বর : বিক্ষোভের ফল মিলল। নির্ধারিত তারিখের ১০ দিন পরেও মজুরির বকেয়া টাকা না পেয়ে বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকরা সোমবার কারখানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ম্যানেজারকে টাকা মেটানোর জন্য দু'দিন সময় দেওয়া হয়। বুধবার স্থায়ী শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানায় পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি। সংগঠনের সহ সভাপতি বীরেন্দ্র সিং জানান, স্থায়ীদের দেওয়া হলেও বিঘা শ্রমিকদের মজুরির টাকা বুধবারেও মেটানো হয়নি। ওই চা বাগানের স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের এক মাসের বকেয়া টাকা শনিবার মেটানো হয়। এদিকে ৭ ডিসেম্বর আরও এক মাস পূর্ণ হবে। বীরেন্দ্র আরও বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বেতন ও পারিশ্রমিকের টাকা অনিয়মিত।' এদিকে অনাবৃষ্টি, লুপারের আক্রমণ সহ নানা কারণে অনেক চা বাগান ব্যাপক আর্থিক সংকটের মুখোমুখি বলে দাবি করেছে মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ।

শিক্ষকের মৃত্যু

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : এক শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার হল শামুকতলা থানার তুরতুরি বেলতলায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ ওরাওঁ (৪০)। তিনি কোহিনুর চা বাগানের প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করতেন। আলিপুরদুয়ার শহরের কাছে ঘাগড়া এলাকায় তাঁর বাড়ি। তবে তিনি বেলতলা এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত কয়েকদিন ধরে মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন ওই শিক্ষক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ফড়েদের ঠেকাতে উদ্যোগী তৃণমূল

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ফালাকাটা কৃষক বাজারে শুরু হয়েছে সহায়কমূল্যে ধান কেনা। ধান ক্রয়কেন্দ্রে ফড়েদের দৌরাত্ম্য যাতে না থাকে সেই বিষয়টি দেখতে বুধবার কৃষক বাজার পরিদর্শন করেন তৃণমূলের কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সুনীল রায় সহ অন্য কর্মীরা।

ধান ক্রয়কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ নভেম্বর থেকে ধান বিক্রির জন্য চাষিদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। আর সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয় গত ২ ডিসেম্বর। এই তিনদিনে ফালাকাটা কৃষক বাজারের ক্রয়কেন্দ্রে ১০৩ জন চাষি ধান বিক্রি করেছেন। যত দিন যাবে ধান বিক্রিও ততই বাড়বে। ফলে ফড়েদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সুনীল রায়ের কথায়, 'সদ্য ধান কেনা শুরু হয়েছে। তাই এদিন ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হল। এখনও সঠিকভাবে ধান কেনা চলছে। পরে যাতে ফড়েদের মাধ্যমে চাষিদের কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য সংগঠনের তরফে নজরদারি চলবে। আমরা চাষিদের সঙ্গে আছি। চাষিরা যাতে উপকৃত হয় আমরা সেটাই চাই।'

ফালাকাটা

দোকানে চুরি

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : শামুকতলা হাতিপোঁতা চৌপথিতে এক দোকানের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল। ফলে এলাকার ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ব্যবসায়ী রামচন্দ্র মণ্ডলের দাবি, দোকানের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা প্রায় কুড়ি হাজার টাকার সামগ্রী এবং নগদ আট হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। জনবহুল এলাকার একটি স্টেশনারি দোকানে এমন চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রতি বছর শীত পড়তেই দোকানে দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। তাই এবছর থেকে পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। থানার ওসি জগদীশ রায় জানিয়েছেন, চুরির ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে। এর আগেও শামুকতলা বাজারের চুরির ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পণ্যসামগ্রীও উদ্ধার করা হয়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হবে।

চাঁদা তুলে দেহ আনল বন্ধ ঢেকলাপাড়া

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ ডিসেম্বর : রোহন তাঁতি নামে পিতৃহারা ছেলেটা পড়াশোনা ছেড়ে দিনমজুরি শুরু করেছিলেন। এরপর পাড়ি দেন ভিনরাজ্যে। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে তামিলনাড়ুতে মঙ্গলবার মৃত্যু হয় বছর বিশেকের রোহনের। চাঁদা তুলে বুধবার তাঁর দেহ বাড়ি নিয়ে এলেন বীরপাড়ার বন্ধ ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। স্থানীয়রা বলছেন, বাগানটা খোলা থাকলে ছেলেটা এভাবে বেঘোরে মরত না।

বন্ধ চা বাগান ঢেকলাপাড়ার কাজহারা শ্রমিক বিরজু তাঁতিও স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর দুই ছেলেই উচ্চশিক্ষিত হবে। আর্থিক অনটন, শারীরিক সমস্যায় কয়েক বছর আগে মারা যান বিরজু। পেটের দায়ে তাঁর দুই ছেলে রাহুল এবং রোহন পড়াশোনা ছেড়ে দিনমজুরি শুরু করেন। বেশ কিছুদিন ধরে দু'ভাই ছিলেন তামিলনাড়ুতে। বুধবার সন্ধ্যায় ছোট ভাই রাহুলের নিথর দেহ বাড়িতে পৌঁছাল। মৃতের পড়শি স্বপন সমজার বললেন, 'তাঁরা দুই ভাই তামিলনাড়ুর একটি কাপড় কারখানায় কাজ করতেন। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত রোহনকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েও বাঁচানো যায়নি।'

কিন্তু দেহ নিয়ে আসার খরচ জোটাতেই বিপাকে পড়েন রোহনের বিধবা মা মিনতি তাঁতি। তিনি নিজেও দিনমজুর। এদিকে, বিমানভাড়া সহ সব খরচ মিলিয়ে প্রয়োজন প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশি টাকা। স্বপন জানান, কোম্পানির মালিক দেহ নিয়ে আসার খরচের ৫০ শতাংশ দিয়েছেন। বাকি ৫০ শতাংশ টাকা জোগাড়ে প্রতিবেশীদের কাছে হাত পাতেন মৃত রোহনের মা। স্থানীয় তরুণ রণধীর তাঁতি বলেন, 'আমাদের উপার্জন খুবই কম। তবু সবাই সহযোগিতার হাত বাড়ান। চাঁদা তুলে টাকা জোগাড় করা হয়।' শ্রমিক বসন্ত তাঁতি বলছেন, 'পেটের দায়ে তরুণরা ভিনরাজ্যে যাচ্ছে। আমিও চা শ্রমিক। কিন্তু নদী থেকে বালি-বজরি তুলে অন্ন জোটাচ্ছি। বাগানটা শেষ হয়ে গেল।'

রোহনের দাদা রাহুল দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। বীরপাড়ার মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলে নবম শ্রেণির পর বাবার মৃত্যুতে পড়াশোনার পাট চুকোতে হয় রোহনকে। প্রথমে নদী থেকে বালি, বজরি তোলার কাজ করেছিলেন।

তবে ওই কাজ প্রচুর পরিশ্রমসাধ্য হলেও পারিশ্রমিকের টাকার অঙ্ক খুবই কম। তার ওপর বছরভর ওই কাজও মেলে না। তাই চলে গিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। আর ফেরা হল না। বুধবার বিকেলে দেহ নিয়ে আসার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন রোহনের পরিজন ও পড়শিরা।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার পর ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ খুলেছিল ঢেকলাপাড়া। তবে ওই বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর বাগান ছেড়ে পালায় মালিকপক্ষ। কারখানাটার ১০০ শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রচুর ছায়াগাছ নেই।

শ্রমিকরা কমিটি গড়ে পাতা বিক্রি করলেও মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন না। তাই প্রয়োজনমাফিক চা গাছগুলির যত্নআত্তিও করা সম্ভব হয় না। অযত্নে প্রচুর যা গাছ মরে গিয়েছে বহুদিন আগেই। বাগানের মূল ডিভিশনটির দুর্দশা বেশি। ফলে ভিনরাজ্যে দিনমজুরি করাই ওই বাগানের অনেক শ্রমিকের ভবিতব্য।

ঢেকলাপাড়ায় ভিনরাজ্যে মৃত রোহন তাঁতির শেষকৃত্যের আগে বাড়িতে ভিড়।

বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

নতুন ভাবনা

যৌনকর্মীদের কথা উঠলেই এখনও ভারতীয় সমাজের বিরাট অংশ নাক সিটকোয়। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের বাঁকা চোখে দেখেন অনেকেই। যদিও ওই বাসিন্দারা কেন সেখানে থাকেন, কোন পরিস্থিতির চাপে তাঁরা যৌনকর্মীর কাজ করতে বাধ্য হন, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা কেউ করেন না। সরকার কিছু সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করে ঠিকই। কিন্তু এখনও পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে যৌনকর্মীরা 'নিষিদ্ধপল্লি'র বাসিন্দা।

এই চেনা ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশা দেখাল বেলজিয়াম সরকার। ইউরোপের এ দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'রেডলাইট' এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি তুলছে। কিন্তু কোনও দেশই সেই দাবি মানার পথে পা বাড়ায়নি। বরং পত্রপাঠ দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছে।

সেদিক থেকে দেখলে বেলজিয়াম সরকারের সিদ্ধান্ত বেনজির। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, নাম নথিভুক্ত থাকলে যৌনকর্মীদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা, পেনশনের মতো বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শরীর খারাপ হলে তাঁরা নিতে পারবেন 'সিক লিভ'।

এমনকি গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে তাঁরা সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন। গ্রাহককে না বলার অধিকারও থাকবে তাঁদের। প্রশ্নটা হল, বেলজিয়াম সরকার পারলে অন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকার কেন এ ধরনের বন্দোবস্ত করতে পারবে না? আসলে মূল বাধাটা চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির। খাতায়-কলমে যাই থাকুক, যৌনকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

বছর কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট ভারতে যৌনপেশাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, যৌনকর্মীরা আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো সমান আইনি সুরক্ষা এবং মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। পুলিশকেও সতর্ক করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহক এবং মতদানকারী যৌনকর্মীদের পুলিশি হেনস্তা ঠেকাতে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছিল।

তারপরও পরিস্থিতির খুব অদলবদল হয়নি। বেলজিয়ামে যা সম্ভব, তা ভারতেও হতে পারে। অনেক সময় শিশু ও নারীদের পাচার করে বিভিন্ন যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যায় যৌনপল্লিগুলি। উলটোদিকটাও রয়েছে। আর পাঁচজন মায়ের মতো বহু যৌনকর্মী সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নানাবিধ বাধায় সেই স্বপ্নগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। অনেকে আক্ষেপ করেন, সরকারি পরিষেবা চাইতে গিয়ে তাঁদের বহুস্থানে, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও চরম অসম্মান এবং দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়।

যৌনপেশায় যুক্ত সকলে এ দেশের নাগরিক এবং বাকিদের মতো তাঁদেরও যে নাগরিক অধিকার আছে, তা বেমালুম ভুলে যায় সমাজের সিংহভাগ অংশ। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দূরের কথা, যৌনপল্লির বাসিন্দা শুনলেই তাঁদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করার অভিযোগ নতুন নয়। আসলে বেলজিয়াম যেভাবে মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছ করেছে, সেটা এখনও এ দেশে হয়নি।

সবথেকে বড় কথা, যৌনপেশার সঙ্গে যুক্তদের মানুষের মর্যাদা দেন না অনেকে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে সংকীর্ণতাকে সবার আগে মন থেকে দূর করতে হবে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারকে একযোগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি এক নিমেষে দূর করা কঠিন নিঃসন্দেহে। তবে যৌনকর্মীদের ব্যাপারে বেলজিয়াম যে পথ দেখিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা চলুক। বেরিয়ে আসুক আরও উন্নত চিন্তাভাবনা।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে একটি শ্রেণি

ওপার বাংলার মানুষকে চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার।

মৌমিতা আলম

ভোলাদাদু বললেন, মাটির নীচে আমি জলদস্যুদের অনেক মণিমুক্তো লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। তাই শুনে গ্রামের সব লোক মাটি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়েই যায়, খুঁড়েই যায়। সকাল গড়িয়ে রাত, দুপুর গড়িয়ে বিকেল... অনেক খোঁজাখুঁজির পর, ভোলাদাদু বললেন আসলে আমি দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম আর সেই সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম জলদস্যুদের...।

এটা গল্পকার মনোজ দাসের গল্প।

গল্প হলেও সত্যি- এমন ট্যাগলাইন মেনেই চলছে আমাদের জীবন। আমরাও তাই খুঁজে চলেছি বাবরি থেকে জ্ঞানবাপী থেকে আজমের, আজমের থেকে...

চলতেই থাকবে যতদিন না ভোলাদাদুকে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি! ততদিনে ফুলকপির দাম বাড়বে, বাড়ির দাম বাড়বে, বেকারত্বের সংখ্যা আকাশ ছোঁবে, দমবন্ধ বিষাক্ত হাওয়া থেকে বাঁচতে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে ঘুরব, আরও ডজনখানেক বিলিয়নিয়ার সৃষ্টি করে ভারত বিশ্বের আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। আর ঘৃণা দিয়ে আমরা তলিয়ে যাব আরও অন্ধকারে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত তবুও চারদেয়ালের মাঝে একা বসে মুঠোফোনে বিষাক্ত ঘৃণা উগরে সুখ ঘুম দেব। আর গ্রামের মানুষ কাজ হারিয়ে, টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে না পেরে আরও পিছিয়ে যাবে।

আমার দেশের পতাকাকে কিছু বিকৃত লোক অপমানিত করেছে, অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তাদের দেশের পতাকা নিয়ে বিষ উগরে, তাদের মেডিকেল ভিসা না দেওয়ার, পেঁয়াজ না দেওয়ার, সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে, ঘৃণা ছড়িয়ে বিষাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে দু'দেশের পরিবেশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ যন্ত্রণার। র‍্যাডক্লিফ-এর ধারালো ছুরিতে যে রক্তপাত তখন শুরু হয়েছিল তার উপশম না করে ভারতীয় উপমহাদেশের তিন ভাই- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের লাভের জন্যই জিইয়ে রেখেছে ক্ষত। নিজেদের দেশের সমস্যা মেটাতে না পারলে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরুদের একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বারবার এদের প্রয়োজন হয় এক শত্রু দেশ।

যে অজানা শত্রুর ভয়ে দৈনন্দিন জীবনের চাওয়াপাওয়া দাবি না জানিয়ে জনগণ মেতে থাকবে সেই অজানা, অচেনা শত্রুর অনিষ্টসাধনে। তাই বারবার ভারতে ভোটের সময় উঠে আসে পাকিস্তানের নাম আর বাংলাদেশে ভারতকে শত্রু দেশ হিসেবে স্থাপিত করতে মেতে ওঠে একদল। আর আমরা মধ্যবিত্ত সেটা নিয়ে লেগে পড়ি যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে। ভুলে যাই আমাদের মৌলিক দাবিগুলোর কথা। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম হারলে লাখ লাখ টাকার বাজি ফাটাই, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা থাকলে এদেশের মুসলিমদের লিটমাস টেস্ট! অথচ ক্রিকেট খেলে এই গরিব দেশের কী লাভ হয় কে জানে! কোটি কোটি টাকার মালিকানা নিয়ে ক্রিকেট বোর্ড আসলেই একটি কর্পোরেট সংস্থা।

অতীত ক্ষতর উপশম মানবাধিকারের এক অন্যতম প্রধান শর্ত। ১৯৪৭-এর পর এত বছর কেটে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলা ক্ষত বুকে নিয়ে আপন করে নিয়েছে ওপার থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা লোকেদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি বীভৎসতার ক্ষত উপশমে জার্মানি বারবার স্বীকার করেছে তাদের সামগ্রিক গিল্ট-কে। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ানো হয় বারবার সেইসব দিনের বীভৎসতার কথা। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর সেই কালো, অন্ধকার দিনে পা না বাড়ায়। সেখানে আমাদের সংস্কৃতি থেকে ইতিহাস- সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য।

বারবার ইসলামিক রাজাদের শাসনকালে হওয়া ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলে জনগণকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যাঁদের পিটিয়ে মারা হয়েছে বা যারা মেরেছে, তাদের শ্রেণিগত অবস্থান খুঁটিয়ে দেখলেই খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে এতে আসলে ক্ষতি কার!

যে সাবির আলিকে গোমাংস খেয়েছেন এই অজুহাতে পিটিয়ে মারা হল আর যারা পিটিয়ে মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান কী? সাবির একজন পরিযায়ী শ্রমিক আর যারা মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান? যদিও ক্রিমিন্যাল বলে যাদের জেলে রাখা হয় তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই। করলেই সমস্যা রাষ্ট্রের। এমনটা কেন? যে মানুষটি দরিদ্রতায় জর্জরিত, তাকে হিংসার কবলে নিয়ে আসা সহজ, মিথ্যে গেলানো সহজ।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুসারে, ভুল ও মিথ্যা খবর প্রচারে ভারত এখন শীর্ষে। দুটো দেশের দুটো অপদার্থ সরকার আর তদুপরি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে ২৪x৭ ঘণ্টা ঘৃণা চালানো মিডিয়া বিষিয়ে দিচ্ছে, বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘু শুধুই সংখ্যালঘু- তাঁদের কোনও ধর্ম হয় না, তাঁরা স্থান বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, আহমেদিয়া, বালোচ যা কিছু হতে পারে। সংখ্যালঘু হল নিপীড়িত শ্রেণি।

ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনদের চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার। ক্ষত উপশমে সাধারণ মানুষকে আরও কাছাকাছি আসতে হবে। বুঝতে হবে সেদেশের সাধারণ মানুষ এবং এদেশের সাধারণ মানুষদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। ওপার বাংলায় মহিদুল ১০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনলে এপার বাংলাতেও দিলীপ টমেটো কিনছে ১০০ টাকায়। তিস্তার জল শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে দু'দেশের লোকেই। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের দাবির মৌলিক প্রশ্নে সরকার ব্যর্থ।

রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস।

আর সেই কবেই তো স্যামুয়েল জনসন, যিনি প্রথম ইংরেজি অভিধান তৈরি করেন, বলে গিয়েছেন, "Patriotism is the last refuge of the scoundrel."

হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডর পর যে কমিটি গঠন করে ব্রিটিশরা তার রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয়রা একটি বিদ্রোহর পরিকল্পনা করছে আর সেটির সিদ্ধান্ত হয় আজমের ওরশ-এ। ঐতিহাসিক সাকিব সালিম লিখছেন, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় আজমের দরগা দু'কিলো সোনা দান করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রককে। কেনা হয় এক লাখ টাকার ডিফেন্স সার্টিফিকেট। যিনি সোনা হাতে তুলে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে, তিনি আর কেউ নন, আজকের বিখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের বাবা আলে মোহাম্মদ শাহ।

ইতিহাস থেকে অর্ধসত্য পড়লে বা বিকৃত ইতিহাস পড়লে ঘৃণা নিয়ে রক্তক্ষয় অবধারিত। হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ডে তে নাৎসিবাহিনীর অসউইজ ক্যাম্প থেকে নিজের মিথ্যে বয়স বলে বেঁচে ফেরা, যার সামনেই তার মাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে, সেই মিসেস পোলাক সাবধান করে দিয়েছেন আমাদের ঘৃণা সম্পর্কে, 'আমাদের ঘৃণার প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। এটা শুরু হয় একটি ছোট ঝরনার মতন আর তারপর ফেটে পড়ে। তখন কারও কিছুই করার থাকে না।'

হ্যাঁ ঠিক তাই। ঘৃণা নিয়ে আরও রক্তক্ষয়। তাতে বরাবর লাভ হয়েছে একশ্রেণির। দেশভাগ কিন্তু শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মের আড়ালে দুটো সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণির মানুষের নিজেদের ক্ষমতালিপ্সাও লুকিয়ে ছিল। তাই দেশভাগে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও, এপারের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা লোকজন ওপারে গিয়েও ক্ষমতার অলিন্দেই ছিলেন। ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ছাড়া ক্রমাগত বিরূপ হতে থাকা পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির টিকে থাকা মুশকিল।

একই ভূখণ্ডের দুটো দিক। একই হাওয়া, মাটি, জল। সেই কাঁটাতারে ঝুলছেন একটি শ্রেণি : কিছুই না পাওয়া সর্বহারা শ্রেণি স্বর্ণা দাশ, ফেলানি খাতুন। আমরা যেন ভুলে না যাই।

(লেখক শিক্ষক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯২৫

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করার বার্তা দেয় না ইসলাম। হিন্দুদের ওপর একপাক্ষিকভাবে যে অত্যাচার, অবিচার চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এটা মানা যায় না।

- সৈয়দ আহমেদ বুখারি

ভাইরাল/১

উট মরুভূমির জাহাজ। সেই জাহাজকেই পা মুড়ে বসিয়ে, তার ঘাড়ে শক্ত করে দড়ি বেঁধে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে দুজন, যাতে সে নড়তে-চড়তে না পারে। উটটির কষ্ট চোখে মুখে ফুটে উঠছে। মর্মান্তিক এই ভিডিও ভাইরাল। নিন্দায় নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

এমন বন্ধু আর কে আছে... সাংসদ শশী থারুর বাগানে বসে কাগজ পড়ার সময় একটি বাঁদর সটান তাঁর কোলে এসে বসে। তিনি বাঁদরটিকে কয়েকটা কলা খাইয়ে দেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বাঁদরটি। শশী-শাখামৃগের স্নেহালিঙ্গনের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

যানজটে নাজেহাল শিবমন্দিরবাসী

শিলিগুড়ি মহকুমার অধীন আঠারোখাই পঞ্চায়েতের শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন রেলগেটের শ্বাসরোধকারী যানজট বর্তমানে জ্বলন্ত সমস্যা। বারবার আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। যেদিন এই চত্বরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে সেদিন হয়তো সকলে নড়েচড়ে বসবেন।

শিবমন্দির বাজারে সবসময়ই মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। তার ওপর এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত অ্যাম্বুল্যান্স আচমকাই আটকে পড়ছে যানজটে। যানজট খুলতে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় রোগীর বিপদ বেড়ে যাচ্ছে।

লোকমুখে শোনা যায়, শীঘ্রই নাকি এই রেলপথে আরেকটি রেলপথ সংযোজন হতে চলেছে অর্থাৎ ডাবল লাইন। এবার ভাবুন তো সমস্যা কেমন গুরুতর হবে? হয়তো দীর্ঘ সময় রেলগেট বন্ধই থাকবে। সেদিন কী দশা হবে? এই অবস্থায় শিবমন্দির বাজারের রেলগেটে যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীরকুমার দে (বাচ্চু), ইন্দিরাপল্লি, শিবমন্দির।

রেল-বিমানের ভাড়ায় প্রবীণদের ছাড় চাই

করোনা অতিমারির সময় থেকে রেলপথ এবং বিমানপথে সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ছাড় দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি, কোনও সুবিধা একবার দিলে তা সাধারণত বন্ধ করা হয় না। রেল ও বিমানে প্রবীণদের ছাড় দেওয়ার বিষয়টি করোনা অতিমারির সময় বন্ধ করা হলেও পরে তা চালু হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হয়ে যাওয়ার পরও এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে সিনিয়ার সিটিজেনরা কোনও ছাড় পাচ্ছেন না। তাঁদের জন্য অন্তত রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনে ছাড়ের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করুক।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বাস চলে না জোড়পাকড়িতে

ময়নাগুড়ি থানার জোড়পাকড়ি গ্রামে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। সরকারি সহযোগিতায় রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের উন্নয়ন হয়নি। অর্থাৎ সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস জোড়পাকড়ি পর্যন্ত বা জোড়পাকড়ি থেকে চলাচল করে না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, জোড়পাকড়ি থেকে স্থায়ীভাবে সরকারি বাস পরিষেবা দিলে গ্রামের সকলেরই উপকার হয়।

ইন্দ্রনীল দাশ, জোড়পাকড়ি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঙালির দাপট দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে চিন্তামণি করের ভাস্কর্য গুরুত্বহীন থেকে গেল। বাংলার কেউ প্রতিবাদ করল না, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

মৈনাক ভট্টাচার্য

মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবির শুরুটা মনে পড়ে? ক্রেনে ঝুলিয়ে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বাতিল ব্রিটিশ শাসক-শোষক কর্তাদের সব মূর্তি। চোখের কাপড় খুলতেই ভারতের নতুন ন্যায়ের প্রতীক, সদ্য শতবর্ষ পার করা এই চলচ্চিত্র পরিচালক মানুষটাকে আর একবার মনে করিয়ে দিল। সূত্রটা অবশ্যই আর একটি ব্রিটিশ 'ঔপনিবেশিক ঝুলননামা' রীতির গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসা।

আমাদের বিচারের প্রচলিত প্রতীক তিনশো বছরের 'লেডি জাস্টিস', রোমান পুরাণের ন্যায়ের দেবী জাস্টিটিয়া এখন থেকে আর আমাদের কেউ নন, আমাদের নতুন ন্যায়ের দেবী এখন ভারতীয় চিরাচরিত শাড়িতে 'ভারত মাতা'। চোখ বেঁধে নয়, চোখ খুলে চারদিক দেখেশুনেই অপরাধের বিচার করছেন তিনি।

দিল্লি কলেজ অফ আর্টের শিক্ষক বিনোদ গোস্বামী কিন্তু এই ভাস্কর্য নির্মাণে রাজা অগস্তিন প্রবর্তিত জাস্টিটিয়াকেই রোমান পোশাক পালটে দেশজ শাড়ি পরিয়ে দিলেন, আর ভারতীয় মুখের আদলে চাপালেন মাথায় মুকুটটুকু। হিংসার দ্যোতক হাতের তলোয়ারের বদলে অবশ্য এনেছেন অহিংসার সংবিধান। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এই শ্বেতবর্ণের নারীমূর্তিতে মৌলিকতার কতটুকু নতুন শিল্পরস পাওয়া গেল, আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা ব্রিটিশ 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' থেকে কতটাই বা বের করে আনতে পারলেন তিনি?

অথচ একদম দেশজ ভাবনায় কত সমৃদ্ধ এক ন্যায়ের মূর্তি উনিশশো সাতাত্তর থেকে সুপ্রিম কোর্টের লন উজ্জ্বল

করে রেখেছেন এক বাঙালি চিন্তক, ভাস্কর চিন্তামণি কর। কত অর্থবহ এই ভাস্কর্য, যেখানে নান্দনিক জ্যামিতিক কম্পোজিশনে ভারত মাতাকে একজন মহিলার মূর্তিতে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের রূপক হিসেবে, শিশুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে চিরতরুণ প্রজাতন্ত্র হিসেবে আর সংবিধানকে দেখানো হয়েছে বই হিসেবে। এই শিশু আর বইকেই তো অভিভাবক হিসেবে সাতাশ বছর পেরিয়েও আগলে রেখেছেন এক মা।

সাত ফুট উচ্চতার কালো এই ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় শিল্পের ভাষায় এর চেয়ে সুন্দর আর কোনও আইনের প্রতিমূর্তি বোধহয় উঠে আসতে পারে না। আমাদের 'লেডি জাস্টিস' পরিবর্তনের আগে একটিবারও কিন্তু এই মূর্তিকে ন্যায়ের নতুন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই হল না। তার কারণে কোথায় যেন মিলে যায়, শুধুমাত্র হালের 'বদল চাই'-এর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর এক বদলের হাল ফ্যাশনে ভেসে যাওয়ার রেওয়াজ।

ভাবতে অবাক লাগে, সুপ্রিম কোর্টের সামান্য কয়েকজন আইনজীবী বাদে দেশের শিল্প সমালোচক থেকে রাজনীতিবিদ, কারও কোন প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গেল না এই পরিবর্তনে। সে না হয় এইসব মানুষের কোনও আবেগ জড়িত নয় বলে।

কিন্তু বাঙালি যেভাবে আজও উজ্জ্বল-চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকতে প্রথম সৈকত ভাস্কর্যে, শ্রম দিবসের প্রতীক হয়ে আছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ট্রায়ামফ অফ লেবার', কিংবা দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের মূল ফটকের দ্বারপাল হয়ে আছে রামকিঙ্করের স্টোন কার্ভিং- 'যক্ষ-যক্ষী'।

পরিবর্তিত এই ন্যায়মূর্তির বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বাঙালি কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ময়দানে হেলায় হাতছাড়া করল সর্বভারতীয়ভাবে একজন বাঙালির আর একবার আস্তিন গুটিয়ে মস্তানি করার এমন সুযোগ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ভাস্কর ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৫

পাশাপাশি : ১। লোক দেখানো বাবুগিরি ৩। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাঝে থাকে যে নক্ষত্র ৪। জমির জন্য ট্যাক্স ৫। প্রতিমার পেছনের আচ্ছাদন ৭। ধবধবে সাদা রং ১০। শিল্প অথবা ফল ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুর হাসি-কান্না ১৫। ইসলাম ধর্মের সুফি ১৬। এই সংখ্যাকে নবতি বলা হয়।

উপর-নীচ : ১। যে অল্পতেই দুঃখ পায় ২। কোনও ভেজাল নেই একেবারে খাঁটি ৩। নীতি বা শাস্ত্র বিরোধী আচরণ ৬। চিত্রকর অথবা চিতাবাঘ ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বা পাহাড়তলি ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। কাঁচা নয়, পাকা বাড়ি।

সমাধান ■ ৪০০৪

পাশাপাশি : ২। অনুপল ৫। বরগা ৬। চশমখোর ৮। বর ৯। সাল ১১। অচিন্তনীয় ১৩। পামীর ১৪। ধাবমান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। অগা ৩। পরশ ৪। বিবর ৬। চর ৭। মশাল ৮। বসন্ত ৯। সায় ১০। অধিরথ ১১। অভুক্ত ১২। নীরব ১৩। পান।

বিন্দুবিসর্গ

Great Eastern™
We serve you best

PRESENTS

YEAR END SALE

NEWLY OPENED

KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA

CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards

Upto 36 MONTH EMI*

1 EMI* OFF

0 DOWN PAYMENT*

30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE

BAJAJ FINSERV HDB FINANCIAL SERVICES

kotak Kotak Mahindra Bank

IDFC FIRST Bank

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

32 HD LED
₹ 7190

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

180 L
₹ 13490

184 L
₹ 13990

200 L
₹ 14990

235 L
₹ 21490

260 L
₹ 23490

243 L
₹ 25990

280 L
₹ 28990

368 L
₹ 47990

472 L
₹ 51990

564 L
₹ 58990

650 L
₹ 77990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG -TL
₹ 18990

8.5 KG - TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 24990

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

8 KG - FL
₹ 32990

9 KG - FL
₹ 34990

LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

1.5 Ton - Inverter
₹ 30990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 31990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 33990

1.5 Ton - Inverter
₹ 34990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 42990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 39990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 40990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
5.9 L ₹ 2990
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

Haier LG SAMSUNG Panasonic Godrej IFB

20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290

SAMSUNG
A16 5G (8/128)
EMI 1583
S24 5G (8/256)
EMI 2833

Apple16 (128)
EMI 3329
Apple 16 Plus(128)
EMI 3746

oppo
F27 5G (8/128)
EMI 1750
Reno12 5G(8/256)
EMI 2750

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257

BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100

RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028

MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029

BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660

JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859

S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025

COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240

DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বুনোদের অবাধ বিচরণ। শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

হাতির তাড়ায় সন্ত্রস্ত পর্যটকরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : পেছনে তাড়া করছে মা হাতি। কয়েক হাত দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে শিবনাথ শা'র সাফারির গাড়ি। গাড়িতে বসে রয়েছেন ছয়জন পর্যটক। গত ২৫ বছরে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে এমন হাতির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা শিবনাথের অনেকবার হয়েছে। কিন্তু বুধবারের যাত্রীদের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। দৈত্যাকার হাতিকে তেড়ে আসতে দেখে চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ছয় পর্যটকেরই।

গাড়ির চালক শিবনাথ এবং গাইড গৌতম দাস দুজনেই জানেন, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'। তাঁরা জানেন, মা হাতি শুধু ভয় দেখানোর জন্য কিছুটা দূরই তাড়া করবে। তারপর ফিরে যাবে। কারণ পেছনে সন্তান রয়েছে যে। বাস্তবে হল সেটাই। তিনি বলেন, 'বুধবার বেলা দেড়টা নাগাদ যখন জলদাপাড়া নজরমিনারে যাচ্ছিলাম, তখনই হাতির দলটিকে দেখি। একটু দূরেই ছিল দলটি। ভেবেছিলাম পার হয়ে যাব। কিন্তু দলে অনেকগুলো শাবক ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মা হাতি তেড়ে আসে। তবে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝে যাই ও আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। তাই পিছিয়ে আসি।'

শিবনাথ শা'র গাড়ি করে এদিন জলদাপাড়া ঘুরলেন দিল্লির সঞ্জয় সাহানি, কুলদীপ সিংরা। হাতির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন? উত্তর এল, প্রথমে তো ২৩-২৪টি হাতির দল এবং তাদের সঙ্গে থাকা কয়েকটি শাবকের খুনশুটি দেখে খুশিই হয়েছিলেন। হঠাৎই দেখেন, একটা হাতি তাদের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে। তাঁর কথায়, 'আমরা ভয় পেলেও চালক দাদা এবং গাইড দাদা আমাদের নিশ্চিন্ত করেন। বুঝলাম, ওঁরা জঙ্গলে কতটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পর্যটকদের নিয়ে ঘোরেন।' আরেক পর্যটক কুলদীপ সিং বললেন, 'ভেবেছিলাম, আর হয়তো বাড়ি ফেরা হবে না।' গাইড এবং গাড়িচালকের অভিজ্ঞতার প্রশংসা করলেন তিনিও। তাঁর কথায়, 'ওঁরা শুধু আমাদের শক্ত করে ধরে থাকতে বলেছিলেন। গভীর জঙ্গলের ভেতর পালানোর কোনও উপায় ছিল না।'

শিবনাথ শা জানালেন, তিনি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যেদিন প্রথম সাফারির গাড়ি চালু হয়েছিল, সেদিন থেকে এই কাজ করছেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও বন্যপ্রাণীদের থেকে সবসময় সাবধান থাকতে হয়। বলেন, 'ওদের জায়গায় আমরা যাচ্ছি। একটু গাফিলতি হলেই বিপদ। যখনই দেখি হাতি, বাইসন, গন্ডারের দল রাস্তা পার হবে বা হচ্ছে, ওদের জায়গা ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকি।' এখন তো অনেক নতুন নতুন চালক এসেছেন, তাঁদের অনেকেই এগুলি জানেন না বলে জানালেন শিবনাথ।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে এই হাতির দলের মা হাতিটি তেড়ে এসেছিল।

ফের ধুমচিপাড়া ও গ্যারগান্ডায় চিতাবাঘ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : ফের চিতাবাঘের গতিবিধি নজরে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ধুমচিপাড়া এবং গ্যারগান্ডা চা বাগানে কয়েকমাস বাদে ফের চিতাবাঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। রামঝোরা বাজার হিন্দি হাইস্কুলে যাতায়াতের রাস্তা থেকে একটি ছাগল নিয়ে চিতাবাঘটি চলে গিয়েছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। এরপরে গ্যারগান্ডা চা বাগানের এককোণে ছাগলের লোম এবং মাথার খুলি পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। রাস্তার দুইধার ঘন জঙ্গলে ঢাকা। স্থানীয়দের আশঙ্কা, সেই জঙ্গলের আড়ালে চিতাবাঘ ওঁত পেতে বসে থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

গ্যারগান্ডা চা বাগানের সুনীল সান্দিক বললেন, 'গতবছর নিজের পকেটের টাকা খরচ করে রাস্তার দুইধারের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছিলাম। কিন্তু আবার এলাকাটি জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। গত কয়েকবছরে এই চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে চার-পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটেছে।' তাঁর সংযোজন, এদিন সকালে একটি

> গতবছর নিজের পকেটের টাকা খরচ করে রাস্তার দুইধারের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছিলাম। কিন্তু আবার এলাকাটি জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। গত কয়েকবছরে এই চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে চার-পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটেছে।
>
> **সুনীল সান্দিক** *স্থানীয় বাসিন্দা*

ছাগলকে চিতাবাঘ নিয়ে গিয়েছে। ওই রাস্তা দিয়েই আবার পড়ুয়ারা স্কুলে যাতায়াত করে। ফলে একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে।

মাদারিহাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বললেন, 'লঙ্কাপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এখন থেকে নিয়মিত টহলদারি করবেন। পাশাপাশি বাগানের ম্যানেজারদের বলা হয়েছে রাস্তার দু'ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করতে।'

রামঝোরা বাজার হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র শ্লোক তিওয়ারিও আতঙ্কিত চিতাবাঘের আগমনে। বলল, 'এদিন একটা ছাগলকে শিকার করেছে। এর পরের দিন অন্য কাউকে নিয়ে যেতে পারে। ওই রাস্তায় বন দপ্তরের তরফে নিয়মিত টহলদারির ব্যবস্থা করা হোক।'

ধুমচিপাড়া থেকে গ্যারগান্ডা চা বাগান হয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে রামঝোরা বাজার হিন্দি হাইস্কুল। বাগান থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই। পড়ুয়াদের হেঁটে অথবা সাইকেলে ওই জঙ্গলের পথ দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। সুনীল বললেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পড়ুয়াদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি। এইসব বাগান থেকে সারাদিনে একটা বা দুটো ছোটগাড়ি যাতায়াত করে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জায়গা হয় না। আর সেগুলো স্কুলের সময়ে চলেও না।'

এলাকায় চিতাবাঘ বেরিয়েছে শুনে আতঙ্কিত অভিভাবকরা। গ্যারগান্ডা চা বাগানের শ্রমিক রাজেশ ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছি। কয়েক বছর আগের স্মৃতি ফিরে আসছে আবার। আমরা চাই, বন দপ্তর থেকে টহলদারি করা হোক।' একই কথা বললেন বাপ্পি নায়েকরাও।

প্রতিনিধিদলে পদ্ম বিধায়কদের থাকার আর্জি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে রাজ্য থেকে যে প্রতিনিধিদল যাবে, তাতে বিজেপি বিধায়কদের শামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বুধবার বিধানসভায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মানসবাবু বলেন, 'ভুটান থেকে আসা নদীর জলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। খুব শীঘ্রই বিধানসভার এক প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। ওই প্রতিনিধিদলে বিজেপির বিধায়কদের অংশ নিতে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজেপির পরিষদীয় দল কিছুই জানায়নি। আমি বিধানসভায় অনুরোধ করছি, ওই প্রতিনিধিদলে আপনাদের প্রতিনিধিও থাকুক। কারণ এটা রাজ্যের সমস্যা। উত্তরবঙ্গের

ভারত-ভুটান নদী কমিশন

মানুষ আপনাদের ঢেলে ভোট দিয়েছেন। তাই আপনাদেরও কর্তব্য রয়েছে।' যদিও এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের তরফে তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

২৬ জুলাই বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ২৯ জুলাই বিধানসভার আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যেহেতু ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক, তাই রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এই নিয়ে যা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। বিধায়কদের একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে রাজ্যের দাবি জানাতে পারে।' এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে নির্দেশও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন পার্থ ভৌমিক বিজেপি পরিষদীয় দলকে প্রতিনিধিদলে শামিল হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি পরিষদীয় দল এই নিয়ে কোনও উত্তর দেয়নি।

গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তাঁর কাছে বিষয়টি জানান সুমন। বিজেপি বিধায়করা না গেলে তৃণমূল বিধায়কদেরই দিল্লি যাওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। গত সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেচমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, দ্রুত রাজ্যের প্রতিনিধিদল যেন দিল্লি যায়। মানসবাবু বলেন, 'রাজ্যের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা না যেতে চাইলে তৃণমূল বিধায়করাই দিল্লি যাবেন।' সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।'

স্বজনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন রায়গঞ্জবাসী

'ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছি'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : অশান্ত বাংলাদেশ। টিভির পর্দায় একের পর এক ঘটনার ছবি উদ্বিগ্ন করে তুলছে এপারকেও। কেউ ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছেন, কেউ আবার ভিসার অভাবে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। কেউ আবার চিন্তিত, এই বুঝি আত্মীয়র উপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে। রায়গঞ্জের বাড়িতে বসে স্থির থাকতে পারছেন না ইটাহার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সরকার(৭০)। তাঁদের আক্ষেপ, 'এই বাংলাদেশ আমার একদম অচেনা।'

বাংলাদেশে অমিত সরকারের দাদা, দিদি ও ভাইয়ের পরিবার থাকেন। কেউ থাকেন ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রামে ও কেউ রংপুরে। প্রত্যেকেই প্রবীণ। তবে ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে পরিবার পেনশন পাচ্ছেন না। এক ভাইঝি জলসম্পদ বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত, তাঁকে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। এদিন হতাশার কথা শোনা গেল মধুছন্দা দেবীর মুখে মুখে। প্রবীণ শিক্ষকের ছোটবেলার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আজও জীবন্ত। তিনি জানালেন, 'তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে এই বাংলাদেশের বিস্তর

> এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।
>
> **শিপ্রা সরকার**
> *বীরনগর, রায়গঞ্জ*

ফারাক। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফোনে কথা বলা যাচ্ছে না, প্রতীকী ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। যখন-তখন আক্রমণ হচ্ছে। দিদির বয়স ৯২ বছর। দাদার বয়স ৮২ বছর। খুব সমস্যার মধ্যে আছেন তাঁরা।'

রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা সরকারের গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ, 'এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।'

রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা নীতীশ সরকারের বক্তব্য, 'আমার আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে থাকেন। তাঁরা ভারতে চিকিৎসার জন্য আসতে পারছেন না। কারণ, ভিসা দিচ্ছে না। সবাই চুপচাপ রয়েছেন। প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে আছেন। দেশের চারদিকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। প্রতিনিয়ত খবরে পড়ছি। টিভিতে দেখছি। প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পাচ্ছি না। কারণ, ওঁদের উপর অত্যাচার হতে পারে।'

প্রবীণ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকারের কথায়, 'আগামী ২৪ জানুয়ারি আমার ছেলের বিয়ে আছে। আত্মীয়স্বজন ছাড়াই বিয়ে সারতে হবে। তবে সবসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি।'

'বড়লোকরাও'

প্রথম পাতার পর

মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া বলছেন, 'চাকরিজীবীর নাম তালিকায় থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, সমীক্ষকদের সামনে সচ্ছলরা অন্যের জরাজীর্ণ ঘর নিজের বলে দেখিয়েছেন। আবার অনেকেরই অভিযোগ, প্রশাসন বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা সবই জানতেন। সবকিছুই বোঝাপড়া করে নেওয়া হয়েছে। বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্রা মিত্র অন্য যুক্তি দিয়েছেন। বলছেন, '২০১৮ সালে তালিকা তৈরি করা হয়। ওই সময় অনেকের জরাজীর্ণ ঘর ছিল। পরে কেউ কেউ ঋণ নিয়েও ভালো ঘর তৈরি করেছেন। তাই কিছু গরমিল সামনে আসছে।'

বীরপাড়ার বৃদ্ধা মমিনা বেওয়া বলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। নেতারা বছরের পর বছর আশ্বাস দিলেও আমার নাম বাদ দেওয়া হল। আমার ছেলে দিনমজুর। ঘর ভাঙাচোরা। তাই মেয়ের বাড়িতে থাকি।' রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শিশুবাড়িতে তালিকাভুক্ত এক ব্যক্তির নাম নিয়ে ব্যাপক চর্চা চলছে। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তির ছেলে একজন পুলিশ আধিকারিক। বর্তমানে তিনি অন্য জেলায় কর্মরত। তিনিও ঘর পেয়েছেন। বিজেপির মাদারিহাটের ৩ নম্বর মণ্ডলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শৈলেন রায় বলেন, 'পুলিশ আধিকারিকের বাবা ছাড়াও মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে একাধিক চাকরিজীবীর নামও ওই তালিকায় রয়েছে।'

বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

যদিও বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের জবাবে পালটা মিডিয়া সেল তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছেন ইউনূসকে।

তবে রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ বুধবার কেন্দ্রের উদ্দেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

বচসা

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে বচসা, দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে এনজেপিতে। ১১ বছর পর রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে নির্বাচনের প্রথম দিনে মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার মিলে কয়েক হাজার রেল কর্মচারী ভোট দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও ভোটগ্রহণ হবে।

কাজ আটকাতে রাত জাগলেন ব্যবসায়ীরা

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতির জেরে বুধবার সকালেও নিউ পলাশবাড়ি এলাকায় কোনও দোকানঘর ভাঙার কাজ হয়নি। নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধি জানালেন, এভাবে ব্যবসায়ীদের বাধা আসায় কাজ করা হয়নি। তবে যেখানে বাধা নেই সেখানে কাজ চলছে। জমিজটের জেরে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে নির্মাণকাজ। সরকারি কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের জবাবে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'আমরা এমন পরিস্থিতি চাই না। প্রশাসন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেই এই জটিলতা কেটে যাবে।'

দীর্ঘ দু'বছর বন্ধ থাকার পর গত রবিবার থেকে নতুন নির্মাণকারী সংস্থা মহাসড়কের কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রথম দিনেই নানা জায়গায় বাধার সম্মুখীন হতে হয় সংস্থাকে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে এই বাধা আসছে মূলত ব্যবসায়ীদের তরফেই। মঙ্গলবারই শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এ নিয়ে আলোচনার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে।

বেতন হয়নি এনবিএসটিসি-তে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অন্য সমস্ত সরকারি দপ্তরে বেতন এবং পেনশন হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বুধবার পর্যন্ত সেটা না হওয়ায় কর্মীমহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। কী কারণে এমন পরিস্থিতি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা গুঞ্জন। এমনকি বিষয়টা নিয়ে অন্ধকারে খোদ নিগমকর্তারা। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলছেন, 'বাবা মারা যাওয়ার কারণে আমি কয়েকদিন নিগমের খোঁজখবর রাখতে পারছি না।' ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের কথায়, 'কী কারণে এখনও সরকারের টাকা ঢোকেনি, আমরা ঠিক জানি না। তবে বেতনের ১০ শতাংশ নিগম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে (বাকি ৯০ শতাংশ সরকার দেয়)। সেটা বৃহস্পতিবার দিয়ে দেব আমরা।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী মিলিয়ে প্রায় আট হাজার জনকে বেতন, সাম্মানিক ও পেনশন দেওয়া হয়। অন্যান্য মাসে সাধারণত ১ তারিখে সেসব মিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে চলতি মাসে বিপত্তি ঘটেছে। এর কারণ পরিষ্কার না হওয়ায় বিতর্ক বেধেছে। এব্যাপারে এদিন কথা হচ্ছিল নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'পেনশনার্স ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা খুবই কম টাকা পান। নির্দিষ্ট সময় সেটা না ঢোকায়, অনেকেই আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাইছেন। বলছেন, ঠিক সময়ে টাকা না পেলে বিদ্যুতের বিল কেটে যাবে। সংসার চালানো মুশকিল হবে। কবে ওঁরা টাকা পাবেন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

কথা হল এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সঙ্গে। তাঁর গলায় হতাশার সুর, 'যা সাম্মানিক পাই, সেটা দিয়ে এমনিতেই সংসার চলে না। এর মধ্যে যদি টাকা না ঢোকে, তাহলে তো আরও মুশকিল।' পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সদস্যরাও। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'বেতন এখনও না ঢোকায় কর্মীরা সংকটে পড়েছেন। আশা রাখছি, খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

বয়কটের ডাক

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, 'ট্যুর বাতিল করে সংস্থাটি আমাদের অগ্রিম ফিরিয়ে দিয়েছে।' চট্টগ্রামের শেখ শাহজাহান জানান, এই সংস্থাটির মাধ্যমে প্রতিবছর তাঁরা ভারতে বেড়াতে আসেন। এবারেও সিকিম বেড়ানো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সংস্থাটি ট্যুর বাতিল করেছে।

ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে বণিক মহল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না।' নয়াবাজারের ব্যবসায়ী গোপাল খেড়িয়ার বক্তব্য, 'প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ প্রভাব পড়বেই পর্যটক কম এলে।' একই কথা বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি সুজিত বসাকের।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা অবশ্য বলছেন, 'ব্যবসায়িক ক্ষতি তেমন হবে বলে মনে করছি না।' পর্যটকদের বয়কটের ডাকের সঙ্গে একমত নন বেশিরভাগ পর্যটন ব্যবসায়ী। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'কে কীভাবে বয়কট করেছে, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। সংগঠনগতভাবে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে সবার আগে দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার কূটনৈতিক স্তরে কী পদক্ষেপ করছে, সেটাই দেখার।'

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বর্তমান অস্থিরতার প্রভাবে ক্ষতি হচ্ছে পর্যটনে।' জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়ও বাংলাদেশি পর্যটক বয়কটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবও কেন্দ্রের পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছেন বলে জানান।

নয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ডেপুটি সিএমওএইচ-৪ কুমারেশ ঘোষ, পুরসভার হেলথ অফিসার সুশীলকুমার বর্মা এবং এমইডি'র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌমিক অধিকারী। চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বলেন, 'নতুন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি সুগার টেস্ট, প্রেসার মাপা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদানের সুবিধা থাকবে। এটি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হবে।' তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে আরও তিনটি ওয়ার্ডে একই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। শীঘ্রই সেগুলির উদ্বোধন করা হবে। এই উদ্যোগ শহরের নাগরিকদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করবে বলে তাঁর আশা।

মেলা নিয়ে মেলা কথা

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন, উষ্মা প্রকাশ, ব্যবসায়ীদের পাশে নিয়ে বার্তা, কত কী হয়ে গেল। মেলার সময় আর বাড়ল না। এরপর ট্র্যাডিশনের কথা যদি ধরা হয়, ভাঙামেলাটা তাহলে তার মধ্যেই পড়ে। ব্যবসাপত্রের দিক তো রয়েছেই। তাই মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও দোকান সরাতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। শেষপর্যন্ত মাঠ খালি করতে মাঠে নামতে হল পুলিশকে।

লোকজন বলছে, পুরসভার চাপের পরেও জেলা প্রশাসনের মেলার সময় না বাড়ানোর পিছনে সুদূর কলকাতা থেকে কলকাঠি নাড়ার গল্প আছে। উদ্দেশ্য, শাসকদলের বর্ষীয়ান নেতাকে খানিক বেকায়দায় ফেলা। তিনি কতটা বেকায়দায় পড়লেন জানা নেই, তবে রাসমেলাপ্রেমীদের যে পুরোটাই বেফায়দা, তাতে সন্দেহ নেই।

এবার আসি আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্স উৎসব বয়সে রাসমেলার কাছে দুগ্ধপোষ্য বলা চলে। অথবা নবজাতক। তবে ওখানেও কম আবেগ নেই। বাম আমলের উৎসবের 'দখল' নিয়েছে তৃণমূল। এটা তো হওয়ারই ছিল। তবে এবার তার আয়োজন নিয়ে চলছে টালবাহানা। উৎসব কমিটির গদিতে বসা নেতাকে টানাটানি করছেন দলের ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা অন্য নেতারা। আয়োজন-টায়োজন নয়, প্রসঙ্গটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কার গায়ের জোর, থুড়ি প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি।

একপক্ষ বলছে, মেলার আয়োজনে কী ফায়দা, যদি তা থেকে ভোটবাক্সে ঘাসফুলের গাছই না গজায়! আর উৎসব কমিটির নেতা 'ওরা আমাকে আয়োজন করতে দিচ্ছে না' বলে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছেন। আসলে উৎসবের আয়োজনের পিছনে তো কম টাকার খেলা নেই। টাকাকড়ির কথা বাদ দিলেও, একটা এতবড় উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়াটা দিনশেষে নেতাদের ভাবমূর্তির পিছনে অ্যাত্তবড় একটা বাঁশের ঠ্যাকনাও দেয় বৈকি।

সেই ক্ষীর কোনও একজনেরই পেটে বছরের পর বছর যাবে, এটা সহ্য হচ্ছে না বাকিদের। তাঁরাও জায়গা চাইছেন। তাঁরাও গুরুত্ব চাইছেন। তাঁরাও ভাগ চাইছেন। আয়োজকের যে নামডাক, সেই নামডাকের ভাগ। এসবের ভাগ দিতে কে-ই বা চায়! সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে গিয়েছে, এ বছর ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। এমনি এমনি রটেনি। রটানোর পিছনেও পরিকল্পনা রয়েছে।

কোত্থাও কেষ্টবিষ্টুদের কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। অথচ 'আমরা ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করতে দেব না' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলবল পাকানো হয়ে গিয়েছে। এই তো, সেখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে লোকজন বিক্ষোভ দেখাতেও নেমে পড়েছিলেন। রাসমেলা নিয়ে নাহয় ফয়সলা হয়েই গিয়েছে। ডুয়ার্স উৎসবের ভাগ্যে কী আছে, জানা নেই।

এতদিনের পুরোনো, এত বড় একটা উৎসব নিশ্চয় একধাক্কায় কেবল নেতাদের পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে বন্ধ হয়ে যাবে না। শেষমেশ, ইগোর ফাঁকফোকর গলে কোনও না কোনও উপায় বের হবেই। আর যদি না হয়, তখন তো বলার মতো, লেখার মতো মওকা এবং মালমশলা আরও অনেক পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই।

কথা সেটা নয়। কথা হল, নেতাদের এই খোঁচাখুঁচির মধ্যে কেন বারবার জবাই হবে আমআদমির মোচ্ছবের সুযোগগুলো?

লেন্সবন্দি রুফাস নেকড হর্নবিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ঝান্ডিতে দেখা মিলল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসা রুফাস নেকড হর্নবিলের। সম্প্রতি অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় নামে এক পাখিপ্রেমী এই প্রজাতির ৫টি পাখি লেন্সবন্দি করেছেন। অনিন্দিতা জানিয়েছেন, রুফাস নেকড হর্নবিল সাধারণত উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়াও ভুটান, মায়ানমার, দক্ষিণ চিন, লাওস, ভিয়েতনামের মতো দেশে দেখা যায়। পাখির স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত কার্সিয়াংয়ের লাটপাঞ্চারে কেবল দুটি রুফাস নেকড হর্নবিল রয়েছে। সব মিলিয়ে ঝান্ডিতেও রুফাসের দর্শন পেয়ে দারুণ খুশি গত ২০ বছর ধরে পাখি সংরক্ষণের ওপর কাজ চালিয়ে যাওয়া অনিন্দিতা।

বর্তমানে হায়দরাবাদের বাসিন্দা কলকাতার কন্যা বলেন, 'ঝান্ডি ও লাগোয়া দূরখোলা সহ আশপাশের একাধিক স্থান প্রকৃত অর্থেই পাখিরালয়। পাহাড়ের এই মণিমাণিক্য শুধু যাঁরা পাখি ভালোবাসেন বা পাখি নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের জন্যই নয়। পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। দরকার শুধু সঠিকভাবে প্রচারের আলোয় তুলে ধরা।'

রুফাস নেকড হর্নবিল ছাড়াও ঝান্ডিতে আরও নানা প্রজাতির পাখিও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো অর্নিথোফিলস-এর লেন্সে ধরা পড়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেড ফেসড লিওচিচিলা, হিমালয়ান কিউটিয়া, পেল হেডেড উড পেকার, ব্ল্যাক থ্রোট প্যারটবিল, রিউফাস ভেন্টেড ইউহিনা, হিমালয়ান ব্লুটেইল, স্কারলেট ফিঞ্চ। তাঁর লেন্সে ধরা পড়েছে বার্ডারদের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত সাত রঙে রঞ্জিত মিসেস গোউল্ড নামে আরেক প্রজাতির পাখিও।

ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসা রুফাস নেকড হর্নবিল। ঝান্ডিতে।
ছবি : অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

দার্জিলিং উড পেকার বা হিমালয়ান উড পেকারদের কাছে এইসব স্থান যেন শান্তির নীড়। দূরখোলাতে চেরি গাছের ফুলের মধু খেতে মিসেস গোউল্ড পাখি ছুটে আসে। অনিন্দিতা বলছেন, 'বহুদিন ধরেই ঝান্ডি আমাকে পাখির জন্য টানে। অন্যরাও এসে তাদের দু'চোখ ভরে দেখুক। কোনও সমস্যা নেই। তবে কখনোই যেন তাদের বিরক্ত না করা হয়। এই সব সম্পদ উত্তরবঙ্গের অহংকার।'

যে ৫টি রুফাস নেকড হর্নবিল ঝান্ডিতে রয়েছে সেগুলির মধ্যে দুটি ছানা। বাকিগুলি পরিণত। রুফাসের প্রিয় খাবার অ্যাভোকাডো ও ডুমুরের মতো ফল। স্থানীয়রা যাতে পাখিগুলিকে আগলে রাখেন সেজন্য অনিন্দিতা ও তাঁর টিম বর্তমানে সেখানে ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

কুয়াশার আড়ালে ধোঁয়ায় অস্পষ্ট আলিপুরদুয়ার

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : কুয়াশা নয়। তবে ধোঁয়াশার চাদরে মুড়ে গিয়েছে জেলা শহর আলিপুরদুয়ার। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব এবার বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জেলা শহর আলিপুরদুয়ারেও। দিল্লির দূষণের মতোই এবার দূষণে জেরবার সবুজ জেলার এই জেলা শহর। পুজোর শেষেই গোটা শহরের মানুষ কুয়াশার ভ্রমে আচ্ছন্ন। তবে খোলা চোখে দেখা শীতের আগমনী বার্তার সেই দৃশ্য কেবলই যে কুয়াশা তাও নয়। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতামতেই স্পষ্ট সেই বার্তা। সবুজের গালিচায় মোড়া এই জেলা শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড কিংবা জেলার অন্য মাঠে-ময়দানে দুর্গাপুজোর পর থেকেই যাকে আমরা কুয়াশা বলে মনে করছি আসলে তা দূষণে জেরবার একটা শহর। যে শহর সবুজের তকমা থেকে বেরিয়ে এখন ধোঁয়াশার কবলে। বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে এখন সবুজের এই জেলা শহরটিও। যার প্রভাব খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের অধীন বক্সা ফোর্ট লেপচাখা এলাকার কমলালেবু বাগানেও।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে এই ঘটনা ঘটছে। দিল্লিতে যে দূষণের প্রভাব পড়েছে সেই প্রভাব উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও রয়েছে। আলিপুরদুয়ারেও সেই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। দূষণের জেরে শহর এবং শহরতলি এলাকায় ধুলোবালির জেরে বাতাসে আস্তরণ পড়ে যায়। সেই ধুলো, বালি বাতাসের উপরের স্তরে উঠতে পারে না। সারফেস লেভেল থেকে সেই ধূলিকণা উপরে উঠতে পারে না। ফলে যেটা সকাল ও সন্ধ্যায় কুয়াশা বলে আসলে যেটা মনে হচ্ছে তা আসলে ধোঁয়াশা।'

বিশেষজ্ঞ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ধোঁয়াশার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। একদিকে যেমন শিশু, বৃদ্ধদের শ্বাসকষ্টের অসুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে চোখের জ্বালাপোড়াতেও ভুগছেন শহরের মানুষ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অরিন্দম বসাক বলেন, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি। এতে সমস্যা আরও বাড়বে।' আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক পিয়াল বসু রায়ের বক্তব্য, 'পরিবেশ সংকটে। মানুষের সচেতন হওয়া দরকার। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে আলিপুরদুয়ার জেলাতেও দূষণের প্রভাব পড়েছে।'

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর পর থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা শহর প্যারেড গ্রাউন্ড সহ বিভিন্ন এলাকার খালি মাঠে ময়দানে কুয়াশার ছবি নজরে পড়ছে আমজনতার। যদিও, সেই কুয়াশা আসলে ধোঁয়াশা বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল।

ধোঁয়ায় ঢাকা আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য
মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৫
ও পজিটিভ	-	২২
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	৩
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে দাবিপত্র

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বুধবার প্রাক্তন বিধায়ক তথা ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে দাবিপত্র পেশ করলেন শহরের লেখক, শিল্পী সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের দাবিপত্রের মধ্যে ডুয়ার্স উৎসব যাতে কোনওভাবেই বন্ধ না হয় সেই উল্লেখ করার পাশাপাশি আগে যেভাবে ডুয়ার্স উৎসব হত, সেভাবেই যাতে এবারও হয় সেই দাবিও রাখেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্ট এলাকার কোঅপারেটিভ ব্যাংকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা, সংগীতশিল্পী দিবাকর রায় সহ অন্যরা। দিবাকর বলেন, 'ডুয়ার্স উৎসব জেলার একটি আবেগ। এটি কখনও বন্ধ হওয়া উচিত নয়। তাই এদিন দাবিপত্র উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কাছে রাখলাম।'

তাঁদের দাবি, প্রতিবছর এইসময় উৎসবের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি পুরোদস্তুর শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবার সেটা না হওয়ায় তাঁদের সন্দেহ হয় এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে এই বিষয় নিয়ে লেখালেখি বের হওয়ায় তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে। এই বিষয়ে অবশ্য সৌরভ চক্রবর্তী বেশি কিছু না বললেও তিনি বলেন, দল-প্রশাসন-সরকার চাইলে ডুয়ার্স উৎসব হবে এবং ডুয়ার্স উৎসব হোক আমিও সেটাই চাই।'

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আলিপুরদুয়ার জেলা শাখা জেলার সমস্ত আইসিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার বকেয়া দ্রুত প্রদান, আইসিটি বিষয়টিকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি মূল্যায়নপত্রে অন্তর্ভুক্তি করার দাবি সহ ১১ দফা দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করল আলিপুরদুয়ার জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিমের কাছে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আলিপুরদুয়ার শাখার সম্পাদক জয়ন্ত সাহা জানান, আইসিটি, ভোকেশনাল এবং এমএসকে শিক্ষকদের বেতন বঞ্চনা, স্থায়ীকরণ, অবসরকালীন সুবিধা এবং ইপিএফ চালু সহ বিভিন্ন দাবির দ্রুত সমাধানের জন্য তাঁরা পদক্ষেপ চান। সমিতির সদস্যরা জানান, সমস্যাগুলির সমাধান না হলে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে দ্রুত পদক্ষেপের আশা করেছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলি জানানোর আবেদন জানিয়েছেন।

ফুটব্রিজ নেই, বারবার দুর্ঘটনা

গত বছর রেলসেতুতে পরপর দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তারপরেই স্কুল ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের তরফে রেলমন্ত্রককে ফুটব্রিজের দাবি করা হয়েছিল। রেলের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও তার কোনও চিহ্ন দেখছি না। আশ্বাস মতো এতদিনে ফুটব্রিজ তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা।

– শান্তনু দত্ত *প্রধান শিক্ষক, আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল*

সেতু থেকে পড়ে জখম পড়ুয়া

রেলসেতু দিয়ে এভাবে রোজ যাতায়াত করে ছোট থেকে বড় সকলে।

পুনরাবৃত্তি

- রেলসেতু পারাপার করতে গিয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার
- শোভাগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ নন্দী নামে এক প্রবীণের ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ঘটে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার খোল্টা কুমারপাড়া থেকে আলিপুরদুয়ার শহরের দিকে যাচ্ছিল বিশাল। সেখানকার একমাত্র 'শর্টকাট' কালজানি সেতু। স্থানীয়দের হাট, বাজার থেকে শুরু করে টিউশন, স্কুলে যাওয়ার শর্টকাট এই সেতুই। সেই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল বিশাল। সেতুর কিছুটা উঠতেই টাল সামলাতে না পেরে সাইকেল নিয়ে পড়ে যায় বিশাল। বাঁ চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। তিনটি সেলাই পড়ে। এছাড়া ঘাড়ে ও বাঁ হাঁটুতে চোট পায় বিশাল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে খবর দেন পরিবারকে। পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেতুর উচ্চতা বেশি না হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বিশাল, এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা।

বিশাল আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের ছাত্র। টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে এমন দুর্ঘটনা ঘটে। বিশালের মা পম্পা সাহা স্থানীয় এক তরুণের কাছে খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছেলেকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পান তিনি। বিশালের মা বলেন, 'কালজানি সেতু অতিক্রম করলেই স্কুল। টিউশন যেখানে পড়তে যায় সেটাও কাছাকাছি। তাই যাতায়াতের জন্য এই সেতুই ব্যবহার করে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় সনপ বলেন, 'দুর্ঘটনার বিষয়ে শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।' অবশ্য এই দুর্ঘটনা নতুন কিছু নয়। গত বছর এই সেতু থেকে পড়ে গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়। কালজানি নদীর রেলসেতু পারাপার করতে গিয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার। প্রীতম সরকার নামে ওই পড়ুয়া সাইকেল নিয়ে রেলসেতু পারাপার করতে গিয়ে নদীতে পড়ে যায়। তার দিনদুয়েক পরই ১৯ অগাস্ট শোভাগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ নন্দী নামে এক প্রবীণের ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ঘটে। দুর্ঘটনাস্থল সেই বাবুপাড়া সংলগ্ন কালজানি নদীর রেলসেতু। এতকিছুর পর সেখানে রেলের তরফে ফুটব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্বাস আশ্বাসের জায়গাতেই রয়েছে। একবছর কাটতে না কাটতেই ফের আরেক ছাত্র রেলসেতুতে পড়ে যায়। কিন্তু এখনও কেন সেতুর গা ঘেঁষে ফুটব্রিজ হয়নি, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

রেলসেতু থেকে পড়ে যাওয়ার পরপর তিনটি ঘটনাই সকালের। সকালে ব্যস্ত যাতায়াতের কারণেই এই দুর্ঘটনা হচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত বলেন, 'গত বছর রেলসেতুতে পরপর দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তারপরেই স্কুল ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে রেলমন্ত্রককে ফুটব্রিজের দাবি করা হয়েছিল। রেলের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও তার কোনও চিহ্ন দেখছি না। আশ্বাস মতো এতদিনে ফুটব্রিজ তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা।'

ফালাকাটায় খুশির হাওয়া
আবাসের ঘর পাবেন পুরবাসীও

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) স্কিমে এবার অন্তর্ভুক্ত হল ফালাকাটা পুরসভা। এই প্রথম ফালাকাটা শহরাঞ্চলের দুঃস্থ ও মধ্যবিত্ত পরিবার আবাস যোজনার সুবিধা পেতে চলেছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই ফালাকাটায় এই আবাস যোজনার কাজ শুরু হবে। পিএমএওয়াই-২.০ স্কিমে শহরবাসী ঘর বানাতে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন। বছর শেষে এই খবরে উচ্ছ্বসিত সকলে। খুশি কাউন্সিলাররাও।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'মাত্র তিন বছর হল বোর্ড গঠন করেছি। এর মধ্যেই পিএমএওয়াই-২.০ স্কিমের অনুমোদন হল। আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই সার্ভে সহ যাবতীয় কাজ যাতে শুরু করা যায় তার উদ্যোগ নিতে চলেছি আমরা। চাইছি, প্রথম লটেই যত বেশি সংখ্যক পরিবার মাথার উপর পাকা ছাদ পাক।'

২০২১ সালে ফালাকাটা পুরসভায় বোর্ড গঠন করে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তার আগে ফালাকাটা ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। তাই এখানকার মানুষ শেষ ২০১৭ সালের পাকা ঘর পেয়েছিলেন। তখন সংখ্যাটা ছিল খুবই কম। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ঘর থেকে বঞ্চিত ছিলেন সকলে। এমনকি যখন পুরসভা গঠন হয় সেবারও শহরাঞ্চলের আবাসের তালিকায় ঢুকতে পারেনি ফালাকাটা পুরসভা। তবে এবার কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হল ফালাকাটা। স্বাভাবিকভাবেই পুর এলাকার পরিবার এবার মাথার উপর পাকা ছাদ পাবে বলেই আশায় দিন কাটছে তাঁদের।

১৮টি ওয়ার্ড নিয়ে ফালাকাটা পুরসভা। প্রতিটি ওয়ার্ডে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশি। তাই কাউন্সিলাররাও তাকিয়ে রয়েছেন এই প্রকল্পের দিকে। তবে পুর এলাকার কারা ঘর পাবেন, কারা পাবেন না, তার একটা মাপকাঠি রয়েছে। সেসব জানতে আগামী জানুয়ারি মাস নাগাদ একটি সার্ভে হতে পারে। নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই সার্ভে হবে।

নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই সার্ভে হবে। এই স্কিমে ঘর পেতে অবশ্যই উপভোক্তার নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমি থাকতে হবে। এছাড়াও বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, এলাকায় অন্তত ৫ বছরের ভোটার হতে হবে। পারিবারিক আয় যাতে মাসিক ১০ হাজার টাকার উপরে না হয় সে সব বিষয় দেখা হবে। আর অবশ্যই উপভোক্তার নামে যাতে কোনও পাকা ঘর না থাকে সেটাও দেখা হবে। সার্ভের নামগুলি নিয়ে একটি মিটিং হবে। সেখান থেকে বাছাই করা চূড়ান্ত তালিকা কেন্দ্রীয় পোর্টালে জমা পড়বে। ওই তালিকা দেখে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় টিমও এসে সার্ভে করতে পারে। এরপরেই ঠিক হবে উপভোক্তার নাম। প্রায় ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার এই স্কিমে উপভোক্তাকেও অবশ্য ২৫ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। এর পর কিস্তিতে কিস্তিতে ঘর বানাতে টাকা পাবেন উপভোক্তারা।

এমন ঘরেই বাস করছেন পুর এলাকার বহু বাসিন্দা।

পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'পুর এলাকায় ১৮টি ওয়ার্ডে বেশিরভাগ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বসবাস। চাইছি ১৮টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতেই প্রথম ধাপে অন্তত ১০০টি করে ঘরের অনুমোদন হোক।'

এদিকে, ফালাকাটায় এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশি এলাকার কাউন্সিলার থেকে সাধারণ মানুষ। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অবশ্য দাবি, পাকা ঘর পাওয়ার খবর খুব ভালো এবং খুশির। কিন্তু এটা নজরে রাখতে হবে যে, সার্ভে করে যাঁদের আসলে দরকার তাঁরাই যাতে ঘর পান। এটা নিশ্চিত করতে হবে পুরসভাকে। সার্ভেতে অসংগতি দেখলে আন্দোলন হবে বলে জানায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

জলাধারে ফাটল নিয়ে জোর চর্চা

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : জলাধার চালুর আগে ফের জলাধার সারাইয়ের কাজ শুরু নিয়ে বিতর্ক, চর্চা শুরু হয়েছে। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলার। হাটখোলায় ২০১৯ সালে শুরু হয় জলাধার নির্মাণের কাজ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাঁচ বছর আগে কাজ শুরু হয়েও আজও কেন কাজ শেষ হল না। কবে পানীয় জল পরিষেবা পাবেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, জলাধার চালুর আগেই সেখানে নাকি ফাটল দেখা দিয়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন। কালীপুজোর সময়ও হাটখোলা আশুতোষ ক্লাব এলাকায় ওই জলাধার থেকে বাঁশের খাঁচা ভেঙে পুজোমণ্ডপের ওপর পড়ায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

চালুর আগে এই জলাধারের কাজ নিয়ে বিতর্ক।

হাটখোলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শেখর দত্ত বলেন, 'ব্যবসায়ীরা জলাধারের জন্য আতঙ্কে রয়েছেন। আমরা পুরসভাকে বিষয়টি দেখতে বলেছি।'

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার পার্থ সরকারের বক্তব্য, 'বিষয়টি সঠিকভাবে জানি না। জলাধারে ফাটল থাকলে তা ভয়ানক বিষয়। যে কোনও মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব। এখনও ওই রিজার্ভারের কাজ শেষ হয়নি। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ জলাধার পরীক্ষা করছে বলে শুনেছি।'

জলাধারে ফাটল থাকলে তা ভয়ানক বিষয়। যে কোনও মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব। এখনও ওই রিজার্ভারের কাজ শেষ হয়নি। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ জলাধার পরীক্ষা করছে বলে শুনেছি

– **পার্থ সরকার** *কাউন্সিলার*

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, নির্মীয়মাণ ওই জলাধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। কোনও সমস্যা হলে পুরসভা কর্তৃপক্ষ নজরদারি করবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

২০১৯ সালে কাজ শুরু হওয়া ওই জলাধারটি এখনও চালু করতে পারেনি আলিপুরদুয়ার পুরসভা। ফলে ওই এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জলাধারের কাজ শেষ হওয়ার পরেও পাঁচ বছর ধরে ওই জলাধার নির্মাণের বাশের খাঁচা একই অবস্থায় রয়েছে। ফলে বেশ কয়েকবছর ধরেই হাটখোলা বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে।

পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দা তথা রাজ্য যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা বলেন, 'জলাধারের জন্য হাট ব্যবসায়ীদের সমস্যা হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পুরসভার উচিত দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।'

সংবর্ধনা

জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়াকে সংবর্ধনা দিলেন জয়গাঁ ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট ফোরাম। এদিন জয়গাঁ থানায় পৌঁছে যান ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট ফোরামের সদস্যরা। খাদা পরিয়ে ও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় আইসি পালজার ভুটিয়াকে। ব্যবসায়ীদের জয়গাঁতে ধর্মঘট উঠে যাওয়ার পর থেকে জয়গাঁর রাস্তায় দেখা গিয়েছিল পালজারের নির্দেশে অভিযান। অবৈধ পার্কিং থেকে শুরু করে জয়গাঁকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চলে এই অভিযান। এইরকম অভিযান জয়গাঁর বুকে আগে দেখা যায়নি বলে ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট ফোরামের দাবি। ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট ফোরাম-এর তরফে নবীন শর্মা বলেন, 'পুলিশের সচেতনতা অভিযান সত্যিই প্রশংসনীয়। এর আগে এমন উদ্যোগ দেখা যায়নি।'

স্বাস্থ্য শিবির

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : সূর্যনগর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চোখ পরীক্ষা করা হয়। মোট ৪৪ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, প্রাইমারি ডিআই সুজিত সরকার, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ অন্যরা।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার সুভাষপল্লি স্টেট প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। এদিন ৭০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম, বাটারফ্লাই পার্ক এবং পানিঝোরা বই গ্রামে। রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়ামে শিশুদের ইতিহাস ও স্থানীয় জৈববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এরপর বাটারফ্লাই পার্কে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয় প্রজাপতির জীবনচক্র ও তাদের বাসস্থান। খুদেরা এসব দেখে যেমন খুশি হয়, তেমনই শিখেছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে।

পানিঝোরা বইগ্রামে তাদের জন্য বিশেষ একটি পর্ব ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ, যিনি আলিপুরদুয়ারের লোকসংস্কৃতি এবং স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। স্কুলের শিক্ষক কৌশিক সরকার বলেন, 'এই ভ্রমণ শুধু বিনোদনের জন্য নয়, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর একটি বড় সুযোগ।'

‘আপনাকে জামিন দিলে কী বার্তা যাবে’

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত হলে জামিন দেওয়া যাবে না। তদন্ত আরও কিছুদূর এগোলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মামলায় বুধবার এমন মন্তব্যই করেছে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি এবং অর্থ তছরুপের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদনের ওপর বুধবার রায় স্থগিত রেখেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি। সেই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিজে দুর্নীতি না করে পার্থ হয়তো সেটা করেছেন কাউকে ‘শিখণ্ডী’ খাড়া করে। তাই এখনই তাঁকে জামিন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

এদিন বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পার্থর হয়ে সিনিয়ার আইনজীবী মুকুল রোহতগি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে (ইডি)-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু সওয়াল করেন।

রোহতগি আদালতে দাবি করেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে হেপাজতে রয়েছেন তাঁর মক্কেল পার্থ। মামলা যে গতিতে চলেছে তাতে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত।

> আপাতদৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কী বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?
>
> **সূর্য কান্ত**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

এর জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আপনি এই ক্ষেত্রে সমতা দাবি করতে পারেন না। অন্য অভিযুক্তরা কেউ মন্ত্রী ছিলেন না।’ পার্থর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান বিচারপতি।

রোহতগি বলেন, ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হলে তার দায় তাঁর মক্কেলের নয়। পালটা বিচারপতি সূর্য কান্তের প্রশ্ন, ‘দু’জনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রীর পিএ-র বাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হলে মন্ত্রী কি তার দায় এড়াতে পারেন?’

ইডি পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে জানায়, জামিনে মুক্তি পেলে তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করবেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, ‘আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা খুবই গুরুতর। যদি সমাজে বার্তা দেওয়া হয় যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সহজেই জামিন পেয়ে যান, তাহলে এর প্রভাব কী হবে?’ বিচারপতি সূর্যকান্ত কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কি বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?’

স্বর্ণমন্দিরে গুলি প্রাণরক্ষা সুখবীরের

চণ্ডীগড়, ৪ ডিসেম্বর : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিরোমণি অকালি দলের (স্যাড) সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বুধবার সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের বাইরে তাঁকে নিশানা করে গুলি চালানো হয়। সেইসময় ধর্মীয় শাস্তির বিধান মেনে সুখবীর মন্দিরের প্রবেশপথে ‘সেবাদার’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গুলি অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি। উপস্থিত লোকজন ধরে ফেলেন হামলাকারী এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর পিস্তলটিও।

অভিযুক্ত খালিস্তানি জঙ্গি গ্রেপ্তার

পঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) অর্পিত শুক্ল জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিং চৌরা। গুরদাসপুর জেলার বাসিন্দা। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) প্রাক্তন সদস্য এবং খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

সুখবীরের ওপর হামলার নেপথ্যের কারণ খুঁজছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দা করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুলার বলেন, এআইজি স্তরের অফিসারের নেতৃত্বে ১৭৫ জন সাদা পোশাকের পুলিশ সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে স্বর্ণমন্দিরকে। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার কোনও খামতি নেই। বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে অকালি দল পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার কে দায়ী করেছে। দলের মুখপাত্র দলজিৎ সিং চিমা বলেন, ‘এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। আমি জানতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী মান রাজ্যের জন্য ঠিক কী করেছেন!’ একসুর অকাল তখতের জাঠেদার জ্ঞানী রঘুবীর সিংয়েরও। তাঁর কথায়, ‘সেবাদারের ওপর হামলা মানে গুরদোয়ারার ওপর আঘাত।’ পঞ্জাব বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া ঘটনাটিকে ‘নিন্দনীয় ও দুঃখজনক’। ‘এই হামলা সকলের জন্যই উদ্বেগের।’ সুখবীরের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন অভিযুক্ত নারায়ণের স্ত্রী যশমিত কাউরও। বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং বলেন, ‘স্বর্ণমন্দিরে অকাল তখতের শাস্তিপালন চলাকালীন বাদলের ওপর হামলা শিখ মর্যাদার লঙ্ঘন। পঞ্জাব ইতিমধ্যে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের অন্ধকার যুগের ভয়াবহতা দেখেছে। নতুন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেওয়া যায় না।’

স্বর্ণমন্দিরের সামনে গুলি চালানোর পর আততায়ীকে হাতেনাতে ধরলেন দ্বাররক্ষীরা। বুধবার অমৃতসরে।

কে এই নারায়ণ সিং চৌরা

গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা নারায়ণ সিং চৌরা (৬৮) প্রাক্তন খালিস্তানি জঙ্গি। আগেও একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর।

নারায়ণের জন্ম ১৯৫৬ সালে। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে পাড়ি দেন তিনি। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের চক্র শুরু করেন। ছ’বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ান্টেড তালিকায় থাকলেও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। পাকিস্তানে থাকাকালীন গেরিলা যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যের ওপর একটি বইও লেখেন। এরপর নয়ের দশকে দেশে ফিরে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন।

২০০৪ সালে বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনাতেও দোষী সাব্যস্ত হন নারায়ণ। ওই ঘটনায় তিনিই ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ ছিলেন। ৯৪ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাব্বর খালসা-র আন্তর্জাতিক জঙ্গি জগতার সিংহ হাওয়ারা, পরমজিৎ সিং ভেওরা এবং তাঁদের দুই সহযোগী জগতার সিং তারা ও দেবী সিংকে বুড়াইল জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন নারায়ণ।

অসমে নিষিদ্ধ গোমাংস

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত হোটেল, রেস্তোঁরা তো বটেই, প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে।’ হিমন্ত বলেন, ‘আগে মন্দিরের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গোরুর মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে সারারাজ্যে প্রসারিত করে দিলাম। এবার থেকে আর কেউ প্রকাশ্যে কিংবা হোটেলে গিয়ে গোমাংস খেতে পারবেন না।’ এর আগে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে রীতিমতো কড়াকড়ি হয়েছে। এবার তাতে নাম লেখাল অসমও।

অনুপস্থিত বিধায়কদের ফোন বিধানসভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একমাত্র শারীরিক কারণ বা গুরুতর কোনও সমস্যা ছাড়া দলকে না জানিয়ে পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে শোকজের মুখে পড়তে হবে সদস্যকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে নড়েচড়ে বসেছেন মন্ত্রী, বিধায়করা। শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য অনুপস্থিত সদস্যদের আগাম সতর্ক করছে বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে ট্রেজারি বেঞ্চে হাতেগোনা কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়া বাকি সদস্যদের গরহাজির থাকাটাই দস্তুর হয়ে উঠেছে। অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে আগেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু চলতি অধিবেশনে দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সদস্য পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে শোকজ করে কারণ জানতে চাইবে দল। উপযুক্ত কারণ ছাড়া পরপর তিনবার এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ওই সদস্যকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে। দলের কোনও সদস্যকে অবাঞ্ছিত শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য বিধানসভার তরফে অনুপস্থিত ওই সদস্যদের আগাম সতর্ক করা শুরু হয়েছে। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র গত দু-দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁকে বিধানসভা থেকে ফোন করে বৃহস্পতিবার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে যাঁদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, তাঁরা তো বটেই, সঙ্গে ওইসব প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা সহ অধিবেশন চলাকালীন দলের সব সদস্যেরই উচিত বিধানসভায় উপস্থিত থাকা। আমরা উপস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিশেষত সকালের দিকে সদস্যদের হাজিরায় ঘাটতি রয়েছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব।’ চলতি অধিবেশনে এখনও ৫টি বিল ও কয়েকটি প্রস্তাব আসার কথা। সেক্ষেত্রে বিল পাশ করা বা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে যাতে কোনওভাবেই দলকে বিপাকে পড়তে না হয় সেই কারণেই আগাম সতর্ক থাকছে শাসকদল।

৩০তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু নন্দন চত্বরে, ‘নায়ক’ সিনেমার পটচিত্রের সামনে সেলফিতে বুঁদ দর্শকরা। -আবীর চৌধুরী

চলচ্চিত্র উৎসবেও মমতার অনশন প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে শুরু হল ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এদিন আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। সেদেশের ২১টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গৌতম ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছিলেন ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মতো দেশের প্রতিনিধিরাও। এবারের উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে মনোজ মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম হালদার, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটককে।

এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ২৬ দিনের অনশন প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘তখন তপন সিনহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু উনি আমাকে একটা চিঠি লিখে আমার আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।’ উল্লেখ্য, এদিনই দিল্লিতে তৃণমূলের মৌসম বেনজির নুর রাজ্যসভায় মমতার ২৬ দিন অনশনের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ঐতিহাসিক দিন বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য ২৬ দিনের অনশন শুরু করেছিলেন।

তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবির ‘ইতি মা’ গানটি অস্কার নমিনেশন পেয়েছে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েও খোদ পরিচালক ও সুরকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলেন না। অত্যন্ত ভিড়ের কারণে পুলিশ তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি বলেই অভিযোগ।

সম্ভাল যেতে বাধা রাহুল-প্রিয়াংকাকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সম্ভাল যেতে দেওয়া হল না রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে। গাজিয়াবাদ সীমানা থেকেই নয়াদিল্লি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে। তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়েও অবশ্য সম্ভাল যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন রাহুল-প্রিয়াংকারা। দীর্ঘ বাদানুবাদ, যুক্তিতর্কের শেষে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন রাহুল। তাঁর আসার কথা জানার পর থেকেই সম্ভাল জেলা প্রশাসনের তরফে রাহুলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদের পুলিশ কমিশনার এবং আমরোহা ও বুলন্দশহরের পুলিশ সুপারকে তাঁদের জেলায় রাহুলকে আটকানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্ভালের জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া।

এদিন কার্যত হয়েছেও তাই। রাহুল-প্রিয়াংকাকে আটকাতে গাজিয়াবাদ সীমানায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। সম্ভাল যাত্রা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমাকে অনুমতি দেওয়া উচিত। আমি পুলিশের সঙ্গে একা সম্ভাল যেতে রাজি। কিন্তু আমাকে তারও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এটা সংবিধানের পরিপন্থী।’ রায়বেরেলির সাংসদের প্রশ্ন, ‘বিজেপি কেন ভয় পেয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পুলিশকে তারা এগিয়ে দিচ্ছে? সত্য এবং সম্প্রীতির বার্তাকে কেন দাবিয়ে রাখা হচ্ছে?’ মোদি সরকারকে বিঁধে রাহুল বলেন, ‘কী হয়েছে শুধুমাত্র সেটা জানার জন্যই আমরা সম্ভালে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমাকে দেওয়া হচ্ছে না। এটাই নতুন ভারত। যে ভারতে আম্বেদকরের সংবিধানকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা লড়াই জারি রাখব।’ প্রিয়াংকা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। তাই তাঁর কিছু সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

গাজিয়াবাদ সীমানায় সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধি। বুধবার।

অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। বুধবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে বিধানসভা চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি তৃণমূল পালন করে। এই বছর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন বিধানসভা ছুটি দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপি পরিষদীয় দল শাসকদলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শনি ও রবিবার বিধানসভা বন্ধ থাকবে। আলোচনার দিন একটা কমে যাওয়ায় অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। কিন্তু এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে অধিবেশন একদিন বাড়ানো হয়েছে।’

সন্দীপ-অভিজিতের অতিরিক্ত চার্জশিট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সিবিআই। পরের সপ্তাহেই শিয়ালদা আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ওই চার্জশিট জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ১০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সিবিআই। চার্জশিটে সেই ধারাই যুক্ত করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

সোমবার অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও অভিজিৎকে সশরীর হাজির করানোর কথা রয়েছে। ওইদিনই তাঁদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হতে পারে। অন্যথায় ওইদিন সম্ভব না হলে আগামী সপ্তাহে যে কোনও দিনই চার্জশিট দেবে সিবিআই। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ সহ পাঁচজনের নাম ছিল। এখনও পর্যন্ত সেই চার্জশিট আদালতে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, সন্দীপ সরকারি আধিকারিক হওয়ায় রাজ্যের অনুমোদন দরকার। ফলে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হলে সেটাও গ্রহণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আর সশরীর আদালতে হাজির করানো হয় না। মঙ্গলবার যে চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়, তাঁদের দিয়ে সঞ্জয়কে চিহ্নিতকরণের জন্য আদালতে আনা হয়েছিল।

সরানো হল গোয়েন্দা প্রধানকে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সিআইডির খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। আর তার পরই বুধবার সকালেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, এডিজি (সিআইডি) পদ থেকে আর রাজাশেখরণকে সরিয়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (ট্রেনিং) পদে পাঠানো হল। তবে এডিজি (সিআইডি) পদে কে আসছেন সেই নির্দেশিকা এদিন জারি হয়নি। একইসঙ্গে এডিজি (ট্রেনিং) পদে থাকা দময়ন্তী সেনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (পলিসি) পদে নিয়ে আসা হল। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের পর থেকে দময়ন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। এডিজি (পলিসি) পদে থাকা আর শিবকুমারকে এডিজি (ইবি) পদে নিয়ে আসা হল। এই পদে থাকা রাজীব মিশ্রকে এডিজি (মর্ডানাইজেশন) পদে নিয়ে আসা হল।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডির অন্যান্য পদেও বদল আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যের সচিব পর্যায়েও বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত রয়েছে। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও পূর্ত, পঞ্চায়েত, কৃষি, স্বাস্থ্য দপ্তরেও কাজের গতি আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি মাসে রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে নিমরাজি শিন্ডে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখলের লড়াইয়ে শেষমেশ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে হেরে গেলেন একনাথ শিন্ডে। বুধবার বিজেপির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফড়নবিশকে বেছে নেওয়া হয়। নাম ঘোষণার পর মহায্যুতির বাকি দুই শরিক একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে তৃতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ফড়নবিশ। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের।

গোড়া থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন শিন্ডে। তবে ফড়নবিশ তাঁকে মহায্যুতি মন্ত্রীসভায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিন ফড়নবিশ বলেন, ‘গতকাল আমি একনাথ শিন্ডেকে অনুরোধ করেছিলাম, উনি যেন মন্ত্রীসভায় থাকেন। আমি আশা করি, উনি থাকবেন।’ বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। শিন্ডের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কথা অস্বীকার করে ফড়নবিশের মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি টেকনিক্যাল চুক্তি মাত্র। আমরা একসঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিতাম। আগামী দিনেও তাই করব।’ এদিন মোদির স্লোগান ধার করে ফড়নবিশ বলেন, এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়। মহায্যুতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধই রয়েছেন।

অন্যদিকে সুর নরম করে শিন্ডের বক্তব্য, ‘আড়াই বছর আগে ফড়নবিশ আমার নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। এবার আমরা ওঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করলাম।’ ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল বিজেপি এবং শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মধ্যে। তিনি বাধা হবেন না বলে জানানো সত্ত্বেও কুর্সির দাবি থেকে সরতে রাজি ছিলেন না শিন্ডে। তাঁর দলের তরফেও বিহার মডেলের কথা তোলার পাশাপাশি মারাঠি নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনওভাবেই সমাধানসূত্রে পৌঁছোতে পারছিল না মহায্যুতি।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছে তাতে ফড়নবিশের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ‘দেবেন্দ্র সরিতা গঙ্গাধররাও ফড়নবিশ’। দেবেন্দ্রর মায়ের নাম সরিতা এবং বাবার নাম গঙ্গাধররাও। মহারাষ্ট্রের পরম্পরায় বাসিন্দারা নিজেদের নামের সঙ্গে বাবার নাম লেখেন বটে, কিন্তু এবার হবু মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের নাম জুড়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে।

রামনবমীতেও ছুটি হাইকোর্টে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় প্রথমবার সংযোজিত হল রামনবমীর দিনটি। ২০২৫ সালে আদালতের ছুটির ক্যালেন্ডারে রামনবমীর দিনেও ছুটি থাকছে। সম্প্রতি ফুল বেঞ্চে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ২০২৫ সালে হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় রামনবমীর দিনটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, ঐতিহাসিক মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও হাইকোর্টে তা ২০১৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ এবার থেকে রামনবমীতে ছুটি দেওয়া হবে। এটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নয়। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশনের চাপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানাই।’

পানীয় জল অপচয়ে শোকজ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ নিয়ে সোমবারই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এই দপ্তরের ১৫৫ জন ঠিকাদার ও ১৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করা হল। মূলত সঠিকভাবে কাজ না হওয়ার কারণেই তাঁদের শোকজ করা হয়েছে বলে দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন। বুধবার বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘পানীয় জল অপব্যবহার ও অপচয় রুখতে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করছি। জলের অপচয়, চুরি সহ নানা অনিয়মের ঘটনায় ৪৬৭টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গোটা রাজ্যেই দপ্তরের অফিসাররা নজরদারি চালাচ্ছেন। কোথাও কোনও অনিয়ম দেখলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘পানীয় জলের সংযোগ থেকে হ্যাচারি, গাড়ির গ্যারাজ, লন্ড্রি, আইসক্রিম কারখানা সহ বিভিন্ন জায়গায় জল ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এই পরিশোধিত জল শুধুমাত্র পান করার জন্য ব্যবহার করার কথা। সেই কারণেই ওই ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারদের শোকজ করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।’ এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ ওই নম্বরে জানানো যাবে। নম্বরগুলি হল, ৮৯০২০৫২২২২ ও ৮৯০২০৬৬৬৬৬।

কোন জেলা থেকে কত অভিযোগ জমা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও বিধানসভায় জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ৬৬টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৬টি, পূর্ব বর্ধমানে ২১টি, নদিয়ায় ৮৩টি, মুর্শিদাবাদে ৩৪টি, হাওড়ায় ১৪টি, হুগলিতে ৩৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি, মালদায় ১৭টি, বীরভূমে ২০টি, বাঁকুড়ায় ৯টি, উত্তর দিনাজপুরে ১৩টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২২টি, পশ্চিম বর্ধমান ও আলিপুরদুয়ারে ১৪টি করে, ঝাড়গ্রামে ১২টি, কোচবিহারে ১০টি, পুরুলিয়ায় ১৩টি, জলপাইগুড়িতে ২টি ও দার্জিলিংয়ে ২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।’

শা’য়ের কাছে সোনিয়া কন্যা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত ওয়েনাডের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে সাহায্য চাইলেন স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার তাঁর নেতৃত্বে কেরলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল শা-র সঙ্গে দেখা করে। বৈঠকের পর প্রিয়াংকা বলেন, ‘মানবতার কারণে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ওয়েনাডের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আমরা ওঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্দিনে পাশে না দাঁড়ালে সারাদেশে তো বটেই, ওয়েনাডের পীড়িত মানুষগুলির কাছেও ভুল বার্তা যাবে।’

কেস ডায়েরি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকের সময় ভাঙচুর ও আক্রমণের ঘটনায় কামারহাটি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর কেস ডায়েরি জমা দিল রাজ্য।

খেলায় আজ

১৯৮৮ : কেরিয়ারের প্রথম এটিপি খেতাব জিতলেন জার্মানির প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকার। ইভান লেন্ডলকে হারালেন ৫-৭, ৭-৬, ৩-৬, ৬-২, ৭-৬ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

একমঞ্চে শচীন-কাম্বলি

দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে একসঙ্গে দেখা গেল শচীন তেন্ডুলকার ও বিনোদ কাম্বলিকে। একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চের এক ধারে বসে থাকা কাম্বলির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেন শচীন নিজেই। শচীন-কাম্বলিকে আবার মেলালেন তাঁদের প্রয়াত কোচ রমাকান্ত আচরেকার। তাঁর একটি স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আচরেকরের দুই প্রিয় ছাত্র। মঞ্চে উঠেই শচীন দেখতে পান বন্ধু কাম্বলিকে। তাঁর হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শচীন।

উত্তরের মুখ

জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে রানা রায় (বাঁয়ে) ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল ২০০২ ব্যাচ ৫৭ রানে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. উসমান খোয়াজা, ২. দাবা।

সঠিক উত্তরদাতারা

পিয়ালি দেবনাথ, শুভ্রা সান্যাল, সবুজ উপাধ্যায়, সনাতন বিশ্বাস, তন্ময় সাহা, কৌশভ দে, নীলরতন হালদার।

১০ বছর ‘কথা’ নেই মাহি-ভাজ্জির

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলের সতীর্থ। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। আইপিএলে একই দলের জার্সি পরে মাঠেও নেমেছেন। অথচ, প্রায় দশ বছর কথাবার্তা নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিংয়ের! এমনই অবাক দাবি খোদ হরভজনেরই। বলেছেন, ‘প্রায় বছর দশেক হল আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না।’

কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে রাজি হননি। হরভজন বলেছেন, ‘আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না। যখন চেন্নাই সুপার কিংসে খেলতাম, তখন মাঠের মধ্যে ক্রিকেট সংক্রান্ত কিছু

কথা হলেও বাকি সময়ে কখনও কথা হত না। প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। কেন বলি না, আমার কাছে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। উত্তর জানা নেই। চেন্নাইয়ে খেলার সময়ও মাঠের বাইরে কখনও কথা হয়নি। আমি ওর ঘরে কখনও যাইনি। ও আসেনি।’

যুবরাজ সিংয়ের মতো হরভজনের ক্রিকেট কেরিয়ারে দ্রুত ইতি পড়ার পিছনে অনেকেই মাহির হাত দেখেন। যুবরাজ বারবার যা নিয়ে সরাসরি আঙুল তুলেছেন। হরভজন কখনও অভিযোগের পথে হাঁটেনি। এদিনও বলেছেন, ‘ওকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। আমাকে নিয়ে ওর সেরকম কিছু থাকলে বলতেই পারে। কখনও ওকে ফোন করিনি আমি। এব্যাপারে আমার কিছুটা যদি, কিন্তু রয়েছে। যখন জানব, কেউ ফোন ধরবে, তখনই করব, নচেৎ নয়। তাঁকে এড়িয়ে যাব। আমার কাছে যে কোনও সম্পর্ক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যুবরাজ সিং, আশিস নেহেরার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।’

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা রাহুলের

‘সব পজিশনে ব্যাট করতে তৈরি’

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : তিনি ফর্মে ফিরেছেন। খুঁজে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এখন আর পিছন ফিরে তাকাতে চান না লোকেশ রাহুল।

তাহলে তাঁর আগামীর পরিকল্পনা কী? সহজ জবাব, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকার পাশে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকা। সাধারণত, একজন ব্যাটার সবসময় তাঁর নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার খোঁজেন। যার মধ্যে থাকে মানসিক সন্তুষ্টি।

রাহুল নিজেকে সেই জায়গার উপরে নিয়ে গিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ইনিংস ওপেনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহুল প্রমাণ করেছেন, মানসিকভাবে তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই আজ অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলে তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন রাহুল। তেমনই মানসিকভাবে তিনি কতটা শক্ত, তারও প্রমাণ দিয়েছেন। পারথ টেস্টে ছিলেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে তিনি খেলবেন। তাহলে রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে প্রশ্নটা করা হয়েছিল। জবাবে রাহুল বলেছেন, ‘যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। শুধু ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকতে চাই।’ সিরিয়াসভাবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশে ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাহুল সাংবাদিকদের সঙ্গে মজাও করেছেন। তাঁর কথায়, ‘আমার ব্যাটিং অর্ডার আমি বলব কেন? দলের তরফে আমায় এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে বারণ করা হয়েছে।’ পরক্ষণেই নিজেও হাসতে হাসতে রাহুল বলেন, ‘নিজের ব্যাটিং অর্ডার জানি আমি। কিন্তু আপনাদের বলছি না।’

চেতেশ্বর পূজারার মতো অনেকেই ওপেনার রাহুলকে অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিনায়ক রোহিতকে

> দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার।
>
> **লোকেশ রাহুল**

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করার সিদ্ধান্তই সঠিক হবে বলে মনে করছেন অনেকে। রাহুলের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। তাঁর কথায়, ‘দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই পারথে ব্যাটিং করেছিলাম। ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জও ছিল। অ্যাডিলেডেও সেই মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।’

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরই ফর্মের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ হওয়ার সিরিজের বাকি দুই টেস্টে আর সুযোগ পাননি রাহুল। কিন্তু সেই সময়ই তাঁর কাছে বার্তা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে টেস্টে ওপেন করতে হবে। রাহুল সেই রহস্য ফাঁস করে আজ বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝেই আমার অস্ট্রেলিয়ায় ওপেন করার জন্য তৈরি থাকতে হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। ফলে মানসিকভাবে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলাম। যা আমার কাজে লেগেছে।’ ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অধিনায়ক রোহিত অ্যাডিলেড টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন। আর লোকেশ ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে।

এদিকে, অ্যাডিলেড ওভালে টিম ইন্ডিয়ার নেটে আজ গোলাপি বলের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন রাহুল। যদিও তাঁর অনুশীলনের থেকেও বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল অধিনায়ক রোহিত বনাম জসপ্রীত বুমরাহর যুদ্ধে। গতকালের অনুশীলনে বিরাট কোহলিকে অন্তত আধ ঘণ্টা নেটে বোলিং করেছিলেন। আজ অধিনায়ক রোহিতকে অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে বোলিং করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ভরসা দিয়েছেন বুমরাহ। মূলত অফস্টাম্পের লাইনে ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারি রোহিতকে করেছেন বুমরাহ।

গতকাল অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলের প্রস্তুতিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলের অনুশীলনের সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রবেশাধিকার ছিল। আজ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বহু ক্রিকেটপ্রেমী ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেলফি তুলতে চেয়ে বিরক্ত করেছেন। তাছাড়া নেটের প্রায় ঘাড়ের উপর থেকে যেভাবে ক্রিকেটারদের বারবার বিরক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেই বিষয়টা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগেই জানিয়েছিল, অ্যাডিলেডে দুই দলের প্রথম দিনের অনুশীলনে দর্শকদের প্রবেশাধিকার থাকবে। বাকি দিনগুলিতে তেমন ব্যবস্থা থাকবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে আজ।

ব্যাটিং অনুশীলনে ডিফেন্সে জোর লোকেশ রাহুলের। বুধবার।

হ্যাজেলউডকে মিস করবেন লায়োন

‘ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়’

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : একডজন দিনরাতের টেস্ট খেলে এগারোটিতেই জয়।

গত জানুয়ারিতে শেষ গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিজয়রথ আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে। মাঝে আর একটা দিন। আরও একটা গোলাপি বলের টেস্টের জন্য কোমর কষছে অস্ট্রেলিয়া। ০-১ পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। তাগিদ তাই আরও বেশি।

পারথে ভারতের ধাক্কায় অবশ্য কিছুটা ব্যাকফুটে অজিরাই। তার ওপর ভারত-অজি গত দিনরাতের টেস্টের নায়ক জোশ হ্যাজেলউড নেই। মিচেল মার্শের বোলিং করা নিয়ে অনিশ্চয়তা। অজি অন্দরমহলের খবর, সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। যদিও নাথান লায়োনের বিশ্বাস, শুধু খেলবেনই না, বোলিংও করবেন মার্শ।

তারকা অফস্পিনার এদিন বলেছেন, ‘আমার বিশ্বাস, মিচ মার্শকে বল করতে দেখব। সত্যি কথা বলতে ওর ফিটনেস নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। গত অ্যাসেজে লিডস টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর দলের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

> ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। তবে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরাও। -**নাথান লায়োন**

অ্যাডিলেডে বল করতে পারলে ও নিজেও খুশি হবে।’

মার্শের বিকল্প হিসেবে বিউ ওয়েবস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্শকে নিয়ে লায়োনের আশা শেষপর্যন্ত না মিললে অ্যাডিলেডে অভিষেক ঘটবে পেস-অলরাউন্ডার ওয়েবস্টারের। টিম কম্বিনেশন নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল ও পারথ টেস্টের ব্যর্থতা, জোড়া চাপে প্যাট কামিন্সরা। গোলাপি টেস্টে অজিদের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি কী থাকে সেদিকে চোখ থাকবে।

অবশ্য হ্যাজেলউডের না থাকা যে ভারতের জন্য স্বস্তির, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের দিনরাতের টেস্টের রেকর্ড ভালো হলেও জোশের থাকা-না থাকার মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই। অ্যাডিলেডেই ৮ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে দল ব্যর্থ হলে হ্যাজেলউডের ‘জোশ’ বজায় ছিল।

লায়োনও মেনে নিচ্ছেন, জোশকে তাঁরা মিস করবেন। গোলাপি বল কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অজি দলের সেরা পেস অস্ত্র। অতীতে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন। ৮টি দিনরাতের টেস্টে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন। গড় ১৮.৮৬। লায়োনের মতে, দুর্ভাগ্য জোশকে না পাওয়া। পাশাপাশি হ্যাজেলউডের মন্তব্য নিয়ে বিভাজনের খবরকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। লায়োনের দাবি, আদ্যোপান্ত টিমম্যান।

বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ নিঃসন্দেহে কাঁটা হতে চলেছেন। তবে লায়োনের দাবি, একজন-দুজন নয়, পুরো ভারতীয় দলই তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভারতীয় দল তারকা খেলোয়াড়ে ভরা। বুমরাহর মতো অসাধারণ প্লেয়ার ভারতীয় দলে রয়েছে। আছেন বিরাটের মতো তারকা। কিন্তু ক্রিকেট টিমগেম।

স্পিন অস্ত্রে শান নাথান লায়োনের। বুধবার অ্যাডিলেডে।

আর টেস্ট-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডিলেড টেস্টের নীলনকশায় যা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ভারতকে নিয়ে লায়োন আরও বলেছেন, ‘ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। ভারতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে সমীহ করলেও পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছে, যা ভারতীয় দলের শক্তি বুঝিয়ে দেয়।’

দাবি অ্যাডিলেডের পিচ প্রস্তুতকারকের

চাবিকাঠি পেসারদের হাতে, মিলবে স্পিনও

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : ৩৬-এর লজ্জা নিয়ে শেষবার অ্যাডিলেড থেকে ফিরেছিল ভারত। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের সর্বনিম্ন স্কোর। সামনে আরও একটা অ্যাডিলেড টেস্ট। ফের গোলাপি বলে দিনরাতের টক্কর। আবারও কি ব্যাটারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠবে মাঝের বাইশ গজ? শুক্রবার শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে যা নিয়ে জোর জল্পনা।

অ্যাডিলেড পিচের ‘বিশ্বকর্মা’ ড্যামিয়েন হাউ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। দাবি, তাঁর তৈরি বাইশ গজে সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটাররাও সাহায্য পাবে। ম্যাচ যত এগোবে, স্পিনাররাও কার্যকর ভূমিকা নেবে। ম্যাচে কে ছড়ি ঘোরাবে, পূর্বাভাসের পথে হাঁটতে নারাজ। অ্যাডিলেডের পরম্পরামাফিক পিচ হয়েছে।

রাতের আলোয় নতুন গোলাপি বলের আচরণ নিশ্চিতভাবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ড্যামিয়েনও বলে দিচ্ছেন, বোলাররা সেই সময় নতুন বলটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে দর্শকরা বিনোদনের মশলা পাবে।

অ্যাডিলেডে পা রেখে হাউয়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন প্যাট কামিন্স। তবে পুরোটাই সৌজন্যমূলক। পিচ নিয়ে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

> রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়। গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে।
>
> **ড্যামিয়েন হাউ**
> অ্যাডিলেডের কিউরেটর

‘রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়।’

হাউয়ের যুক্তি, দিনরাতের টেস্টের প্রয়োজনমাফিক মাঝের বাইশ গজ। ২০১৫ সালের প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট থেকে সেটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আগে ড্রপ-ইন পিচ ব্যবহার করা হত। শেষবার অ্যাডিলেডে ড্রপ-ইন পিচে খেলা হয় ভারতের বিরুদ্ধে (২০১৪-’১৫)। ফিল হিউজসের স্মরণে হওয়া টেস্ট। শেষ দিনে নাথান লায়োনের স্পিন ভেলকি জয় এনে দেয় অজিদের। ২০১৫ থেকে বদলে যাওয়া পিচে স্পিনাররা সাহায্য পেলেও চাবিকাঠি মূলত পেসারদের হাতেই।

ড্যামিয়েন জানান, গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে। পাশাপাশি নীচে কালো মাটির স্তর থাকায়, শেষদিকে স্পিনাররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একইসঙ্গে পুরোনো বল কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে ব্যাটারদেরও। ড্যামিয়েনের দাবি কতটা মেলে, শুক্রবার থেকে সেই হিসেব মেলানোর পালা।

যুব এশিয়া কাপ

সেমিতে ভারত

শারজা, ৪ ডিসেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। বড় রান পেলেন বৈভব সূর্যবংশী। ৪৬ বলে ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন দলকে তিনি।

আইপিএল নিলামে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৩ বছরের বৈভবকে দলে নিয়েছে

ভারতকে জেতানোর পর বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রে। বুধবার।

রাজস্থান রয়্যালস। তারপর থেকে চর্চায় তাঁর নাম। যদিও যুব এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে বড় রান না পাওয়ায় বৈভবকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

এদিকে এদিন শুরুতে ব্যাট করে ১৩৭ রান তোলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ ৩ উইকেট নেন। এছাড়াও জোড়া শিকার চেতন শর্মা ও হার্দিক রাজের। রান তাড়া করতে নেমে টি২০-র মেজাজে ব্যাট করে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দুই ওপেনার। বৈভবকে যোগ্য সংগত করেন আয়ুষ মাত্রে (৫১ বলে ৬৭)।

দাবি ইয়ান চ্যাপেলের

দলে ওয়ার্নারের সাহসিকতার অভাব রয়েছে

সিডনি, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে ক্রিজে মানে বিস্ফোরক শটের ফুলঝুরি।

নতুন হোক বা পুরোনো বল-বাইশ গজে ঝড় তোলা বরাবর বাঁয়ে হাত কা খেল। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দল ডেভিড ওয়ার্নারের সেই ‘বাঁয়ে হাত কা খেল’-এর অভাব টের পাচ্ছে। দাবি ইয়ান চ্যাপেলের। প্রাক্তনের যুক্তি, শুরুতে ওয়ার্নারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বাকিদের কাজ সহজ করে দিত। কিন্তু ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর সেই দায়িত্বটা এখনও কেউ নিতে পারেনি।

ইয়ান বলেছেন, ‘আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন

ব্যাটে রান না থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে মার্নাস লাবুশেন।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত। বাইশ গজে ওর দাপুটে উপস্থিতি এবং ছাপ রেখে যাওয়া, নিশ্চিতভাবেই যা মিস করছে বর্তমান দল।’

ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে সমস্যা অব্যাহত। স্টিভেন স্মিথ বেশ কিছু টেস্টে ওপেন করলেও সুরাহা হয়নি। উলটে ব্যাটিং-কম্বিনেশন ঘেঁটে গিয়েছে। ওপেনিংয়ে টানা ব্যর্থতার জেরে স্মিথ এখন হারানো ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। পারথে নাথান ম্যাকসুইনি ওপেন করলেও দুই ইনিংসেই ব্যর্থ।

চ্যাপেলের পরামর্শ, ওয়ার্নারের দায়িত্বটা টপ থ্রি-র মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজাদের নিতে হবে। নতুন বলে প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথার ওপর চেপে বসতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু সমস্যা, খোয়াজা-লাবুশেনদের সহজাত ব্যাটিং-স্টাইল ঠিক এর উলটো। দুজনেই রক্ষণাত্মক ব্যাটার।

ইয়ানের আরও সতর্কবার্তা, পারথ টেস্টের পুনরাবৃত্তি যদি অ্যাডিলেডেও হয়, তাহলে ঘোর সংকটে পড়বে অস্ট্রেলিয়া। কাটাছেঁড়া চলবে ব্যাটিং নিয়ে। বড়সড়ো রদবদলও ঘটে যেতে পারে।

> আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

‘অস্ট্রেলিয়া যদি দ্বিতীয় টেস্টেও হারে, ব্যাটিং কিন্তু আতশকাচের নীচে থাকবে। তখন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে প্রতিভার অভাবের বাস্তব চিত্র সামনে চলে আসবে। দল নির্বাচন হয়ে উঠবে মাথাব্যথার কারণ।’

মাইকেল ক্লার্ক আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে সতর্ক করছেন। বলেছেন, ‘টেস্ট ম্যাচ হারার চেয়ে আমি সবথেকে আশঙ্কায় বিরাটের শতরান পাওয়া নিয়ে। আমার ধারণা, চলতি সিরিজে ভারতের পক্ষে বিরাটই সর্বাধিক রানসংগ্রাহক হতে চলেছে।’ শুক্রবার শুরু অ্যাডিলেড টেস্টে বিরাটের সামনে বড় নজিরের হাতছানি। আরও একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ১০টি সেঞ্চুরি হবে বিরাটের।

মুস্তাকে আজ বেঁচে থাকার ম্যাচ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বাইশ গজে বিরাট যুদ্ধ!

দুই দলের পয়েন্ট সমান। দুই দলই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দুই দলই চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভালো ছন্দে রয়েছে।

সেই দুই দল, বাংলা ও রাজস্থানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বাংলা-রাজস্থান পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন জিতলেই নকআউট পর্ব। আর হারলেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, ‘সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে হলে সব ম্যাচেই চাপ থাকবে। সাফল্যের প্রত্যাশাও থাকবে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দল হিসেবে আমরা ভালো ছন্দে রয়েছি। আকাল রাজস্থান ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।’

> সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বল হাতে মহম্মদ সামি ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন। নিয়মিত উন্নতি করছেন। সামি ম্যাজিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।’ বাংলা দলের অন্দরে চোট-আঘাতও রয়েছে। বাঁহাতি পেসার কনিষ্ক শেঠের চোট রয়েছে। কাল তাঁর পরিবর্তে মহম্মদ কাইফ খেলতে পারেন। প্রয়াস রায়বর্মনের বদলে প্রদীপ্ত প্রমাণিকের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, ‘আগামীকাল যে পিচে খেলা হবে, সেখানে আমরা একটি ম্যাচ খেলেছি। স্পিনাররা সাহায্য পেয়েছিল সেই ম্যাচে। তাই আগামীকাল প্রদীপ্তকে খেলানোর কথা ভাবছি আমরা।’ সামির ছন্দের পাশে ওপেনারের ভূমিকায় করণ লালের ফর্মও স্বস্তি দিচ্ছে বাংলাকে। শেষ ম্যাচে করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপরাজিত ৯৪ রান করে। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে মরণবাঁচনের ম্যাচেও করণের ব্যাট থেকে বড় রান চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

‘জলে হাঁসের বিচরণ, টেস্টে পন্থের ব্যাটিং’

ঋষভকে নিয়ে দ্রাবিড়ের পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জলে অবাধে, অনায়াসে বিচরণ করে হাঁস। এগিয়ে চলে নিজের লক্ষ্যের দিকে। ঠিক একইভাবে ব্যাট হাতে বাইশ গজে দলকে ভরসা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান ঋষভ পন্থ। পৌঁছে দেন জয়ের লক্ষ্যে।

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে এভাবেই ব্রিসবেনের গাব্বায় অপরাজিত ৮৯ করে অবিশ্বাস্য, ঐতিহাসিক জয় এনেছিলেন তিনি। টেস্টের পাশে সিরিজও জিতেছিল ভারত। গাব্বায় ঋষভের সেই মায়াবী ইনিংসের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন ঋষভ। তাঁকে নিয়ে এবারও স্যর ডনের দেশে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এহেন ঋষভকে নিয়ে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে আবেগে ভেসেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ঋষভকে নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে

জিম সেশনের ফাঁকে বিরাট কোহলি, অভিষেক নায়ারদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।’

টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান্ডার কিডকে নিয়ে আবেগে ভেসে দ্রাবিড় নিজেই টেনে এনেছেন গাব্বা টেস্টের প্রসঙ্গ। বলেছেন, ‘ব্রিসবেনের গাব্বার সেই টেস্ট ছিল অবিশ্বাস্য। ৩২৮ রান তাড়া করছিল ভারত। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ঋষভ অনায়াসে পরিস্থিতি বদলে দিয়েছিল। বাইশ গজে ও

> যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

এমন সব শট খেলে, দেখে মনে হয় হাঁস জলের মধ্যে বিচরণ করছে। টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে ও।’ চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও দুর্দান্ত ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে দ্রাবিড়ের দ্বিশতরান রয়েছে। অতীত ছেড়ে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের পর্যবেক্ষণ, ‘সিরিজে ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছে। পারথের পর অ্যাডিলেডেও টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের ছন্দ বজায় থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।’

অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ডিং লিরেনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সিঙ্গাপুরে।

টানা পঞ্চম ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৪ ডিসেম্বর : সাড়ে চার ঘণ্টা ও ৫১ চালের লড়াইয়ের পর দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন। ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল-৪।

গতকালের মত এদিনও লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন গুকেশ। সময় নষ্ট করে বেশ কয়েকবার চাপে পড়ে যান লিরেন। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফেরেন তিনি। ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর চালে ভুল করে গুকেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারান। তারপরও আক্রমণাত্মক খেলা চালিয়ে যান গুকেশ। এমনকি ম্যাচ থ্রি ফোল্ড রিপিটেশনে (ম্যাচ তিনবার একই জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেই পরিস্থিতিকে থ্রি ফোল্ড রিপিটেশন বলা হয়। এমন অবস্থায় কোনও প্রতিযোগী ড্রয়ের আবেদন করতে পারে।) ড্র করার সুযোগ থাকলেও সে পথে না গিয়ে গুকেশ জেতার জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন। ম্যাচের পর গুকেশের মন্তব্য, 'খুব একটা খারাপ অবস্থায় ছিলাম না। মনে হয়েছিল জেতার সুযোগ আছে। তাই খেলা চালিয়ে যাই।'

অন্যদিকে, গুকেশের ওপেনিং নিয়ে লিরেনের মন্তব্য, 'শুরুর দিকে এতটা সময় নিচ্ছি কারণ গুকেশের ওপেনিং সত্যিই আমাকে চমকে দিচ্ছে।'

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ফাইনালে

মাসকাট, ৪ ডিসেম্বর : জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে দেখা যাবে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে। ভারতের হয়ে গোল করেন দলরাজ সিং, রোহিত ও সারদানন্দ তিওয়ারি।

১০ মিনিটে দলরাজ সিং ভারতকে এগিয়ে দেন। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রোহিত। শেষ কোয়ার্টারে তৃতীয় গোলটি করেন

জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকি

সারদানন্দ তিওয়ারি। ম্যাচের শেষলগ্নে কামারুদ্দিন মালয়েশিয়ার হয়ে একটি গোলশোধ করেন। এই নিয়ে টানা জুনিয়ার এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দল। বুধবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে মরিয়া পিআর শ্রীজেশের ছেলেরা। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান ৪-২ গোলে জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

বাকি মরশুমে নেই কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : বড় ধাক্কা ওডিশা এফসি-র সামনে। গুরুতর চোটের জেরে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন রয় কৃষ্ণা। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সের্জিও লোবেরার দলের ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। জানা গিয়েছে, তাঁর এসিএল গ্রেড থ্রি ইনজুরি রয়েছে। মুম্বই সিটি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওডিশা কোচ লোবেরা। তিনি মেনে নেন, 'রয়ের না থাকা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বড় ধাক্কা।'

আইএসএলে সবে জয়ে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। সময়ই বলবে তারা কতটা এগোতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত সদর্থক ভাবনাচিন্তাগুলি একান্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সামনে মেলে ধরলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

বিদেশের ভালো ফল কাজে লাগছে : দিমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ হালকা চালেই শুরু করা যাক! কলকাতার কী কী ভালো লাগল?

দিয়ামান্তাকোস : এই শহরটা খানিকটা গ্রিসে আমার শহরের মতোই। মানে শহর যেরকম হয় আর কী। প্রচুর বড় এবং উঁচু বাড়ি। কোচি একটু গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা, সমুদ্রে ধারগুলো যেমন হয়। এখানে এসে আমার নিজের শহরে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছে। আসলে আমি এথেন্সে জন্মেছি ও বড় হয়েছি তো তাই এরকম জায়গাই আমার পছন্দের।

■ এখানকার খাবার খেয়েছেন?

দিয়ামান্তাকোস : এখানকার খাবার বড্ড মশালাদার। একদম খেতে পারি না। চিকেন টিক্কা ভালো।

■ ইলিশ মাছ খেয়েছেন? ইস্টবেঙ্গলের মাছ এটা।

দিয়ামান্তাকোস : না, খাইনি। জানতাম না। এবার খেয়ে দেখব।

■ সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে আপনি যে কোনও দলে যেতে পারতেন। কিন্তু গত চার বছর শেষদিকে থাকা ইস্টবেঙ্গলে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

দিয়ামান্তাকোস : শুরুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ যখন কথা বলে তখন এই ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে শুনি। এমন একটা দলে যোগ দিতে চেয়েছিলাম, যাদের ট্রফি জয়ের ঐতিহ্য ও সম্মান আছে। ইস্টবেঙ্গল অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে চলেছে, সেটাও আমাকে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া এবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগও কারণ। অনেককিছু করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছিল।

■ এই কোচ আসার আগে কখনও মনে হয়েছে, না এলেই ভালো হত?

দিয়ামান্তাকোস : না, মনে হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেই বিষয়ে এই ধরনের কিছু ভাবলে তাতে ভালো হয় না। একবার বেছে নিয়েছ মানে এবার সফর শেষ করতেই হবে। তাছাড়া এবার দলগঠন নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন ছিল না। হয়তো সবসময় সবকিছু ঠিক যায় না। কিন্তু সেটা তো নিজেদেরই ঠিক করতে হয়।

■ অস্কার ব্রুজোঁ আসার পর কীরকম পরিবর্তন চোখে পড়ছে?

দিয়ামান্তাকোস : প্রত্যেক কোচের ফুটবল আদর্শ আলাদা হয়। আসল পরিবর্তন হয়েছে মানসিকতায়। আমাদের এটাই সমস্যা ছিল। ম্যাচ হারতে শুরু করলে নিজেদের প্রতি বিশ্বাসটা হারিয়ে যায়। তখন সেটা ফিরিয়ে আনাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এই নতুন কোচ এসে বিশ্বাসটা প্রথমে ফিরিয়েছেন। এবার এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

■ শুধু মানসিকতার পরিবর্তন নাকি সাজঘরের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ?

দিয়ামান্তাকোস : সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ওটা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। তুমি নিজের সেরাটা দিচ্ছ অথচ হারতেই থাকো, হারতেই থাকো, তখন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। আমরা সেটাই বদলেছি। ফলে জয়ে ফিরতে পেরেছি। বদলটা লাগে। ২৫ জন ফুটবলারকে তো আর বদলানো যায় না। তাই কোচের বদল হয়েছে।

■ ফিটনেস কি সঠিক জায়গায় ছিল?

দিয়ামান্তাকোস : এটা নিয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। কোচরাই বলতে পারবেন। আমার ফিটনেস বেড়েছে, এটুকুই বলতে পারি।

■ এখনও আপনারা লিগ তালিকার ১৩ নম্বরেই আছেন মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে। কতটা এগোনো সম্ভব?

দিয়ামান্তাকোস : এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, জয়ের ধারাবাহিকতা। মরশুমের শেষ অবধি নিংড়ে দিতে হবে। তারপর দেখা যাবে!

■ একটা দল যখন ভালো করে তখন তাদের একজন ভালো নেতা থাকে। মাঠের থেকেও বেশি মাঠের বাইরে। আপনাদের দলে সেটা কে ?

দিয়ামান্তাকোস : আমাদের দলে তিন-চারজন এমন আছে যারা জুনিয়ারদের সাহায্য করে। ভারতীয়-বিদেশি মিলিয়ে অভিজ্ঞরা। খারাপ সময়ে জুনিয়ারদের পাশে থাকাটা জরুরি। খারাপ সময়েও আমাদের মধ্যে একতা ছিল।

■ গত বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতার সবে গোল পাওয়া শুরু হল। শুরুটা এত খারাপ কেন? দল গোল খেলে কি স্ট্রাইকারদের চাপ হয় ?

দিয়ামান্তাকোস : আসলে ম্যাচ না জিতলে গোল করার আত্মবিশ্বাসটা কমে গিয়ে কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমি সবসময় জিততে আর গোল করতে পছন্দ করি। ভালো লাগছে সেটা শুরু করতে পেরে। আশা করছি, এভাবেই চলবে এখন।

গোল হজম করলে গোটা দলই সমস্যায় পড়ে। গোল না খেলে অন্তত একটা পয়েন্ট আসবে। গোল করলে জয়ের সুযোগ বাড়ে। এএফসির পর থেকে টানা পাঁচ ম্যাচ আমরা হারিনি। তাতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এটার দরকার ছিল। বিদেশে ভালো কিছু দলের বিপক্ষে খেলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফেরাটা আইএসএলে কাজে লাগছে।

■ এএফসিতে আরও ভালো করার আশা রাখেন?

দিয়ামান্তাকোস : অবশ্যই। তবে এখনও মাস চারেক বাকি। আপাতত আইএসএলে মনোনিবেশ করেছি আমরা। কোনও টুর্নামেন্টে একবার ভালো কিছু করলে আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য থাকবেই।

■ হবি কী ?

দিয়ামান্তাকোস : বাবা হওয়ার পর থেকে ছেলে পানোস আমার যাবতীয় ফাঁকা সময় নিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে খেলি, ওকে এখানে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। সেখানে নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রীকেও সময় দিতে হয়।

চলতি আইএসএলে বাকি সফরে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ফর্মের উপর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর রণনীতি অনেকটাই নির্ভর করবে।

ভারতীয় ফুটবলে বাগান এখন বেঞ্চমার্ক : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ দশ বছর আগেই এদেশে কোচিং শুরু করেন। স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি হয়ে এবার কলকাতায়। ফুটবল পরিবেশে কী পার্থক্য দেখছেন?

অস্কার : সেই ২০১১ সাল থেকেই গোয়া এবং কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মূল জায়গা এটা বুঝেছিলাম। তাই এখানকার ঐতিহ্য, বড় ক্লাবের পরম্পরা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো ক্লাবগুলোর সম্পর্কে আমার ভালোই জানা ছিল। তখন গোয়াতে ডেম্পো, সালগাঁওকার, চার্চিল ব্রাদার্স, স্পোর্টিংয়ের মতো দলগুলির মধ্যেও এসব ছিল যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওদেরটা ভেঙে পড়েছে। এটা আনন্দের যে কলকাতার দুই ক্লাব নিজেদের সঠিক পথে চালিত করেছে। স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা জরুরি।

■ প্রত্যেক কোচেরই নিজস্ব ফুটবল দর্শন থাকে। আপনার দর্শন কী?

অস্কার : এটা একটা জটিল বিষয়। প্রথমত একজন কোচের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে যে তুমি কেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবে যোগ দিয়েছ। অবশ্যই আমার একটা ধারণা আছে। সেরা ফুটবলটা কীভাবে তুলে ধরতে হয় সেই রাস্তাটা আমি জানি। কিন্তু কখনো-কখনো নিজের ধারণার সঙ্গে দলের গঠন খাপ খায় না। ফলে তখন শুধুই ফুটবলীয় ধারণা দিয়ে সবটা করা যায় না। কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখার চোখটা জরুরি। ফুটবলাররা কেমন, দলের পরিস্থিতি, অবস্থান, ক্ষমতা, সবকিছু। আর কোচ হিসাবে তোমাকেই প্রথম মানিয়ে নিতে হবে। যেটা আমি করছি। একজন কোচকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।

■ বিশেষ কোনও কোচের দর্শন অনুসরণ করেন?

অস্কার : অনেক কোচের। যখন ফুটবলারদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনতে হয় তখন আমি উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা করি। আমি স্প্যানিশ বলে লা লিগা আমার কাছে সেরা উদাহরণ তুলে ধরে। কী পদ্ধতিতে খেলাবে, খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো কী করে, সেগুলো দেখি আর ভাবি। কোনও ফুটবলারের থেকে সেরাটা দরকার হলেও এটা করি। একজন কোচের নাম এক্ষেত্রে বলতে পারব না। পেপে বোরদালাস, জুরগেন ক্লপ, পেপ গুয়ার্দিওয়ালা কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলতে হলে, শরীরী ফুটবলে হোসে মোরিনহো, উনাই এমেরি, লুইস এনরিকে, এরকম আরও কত আছেন ।

■ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েই প্রথম কী মনে হয়েছিল?

অস্কার : দলে যোগ দেওয়ার আগেই আমার কাছে যাবতীয় তথ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে। আইএসএলে ৬টা ম্যাচ খেলার পর আমি যোগ দিই। ফলে আমার দলটাকে নিয়ে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। আমার ভিডিও অ্যানালিস্ট, টেকনিকাল কাজে সাহায্য করার জন্য লোক আছে। ওখান থেকেই আমার কাজটা শুরু হয়। এটা ছাড়াও আমি কথা বলে সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা পারো ম্যাচটা খেলতে নামি। যে ম্যাচটায় আমরা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলি। আমার ভাবনা ওখানে প্রথমবার কাজে লাগল। শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বুঝলাম ও সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি।

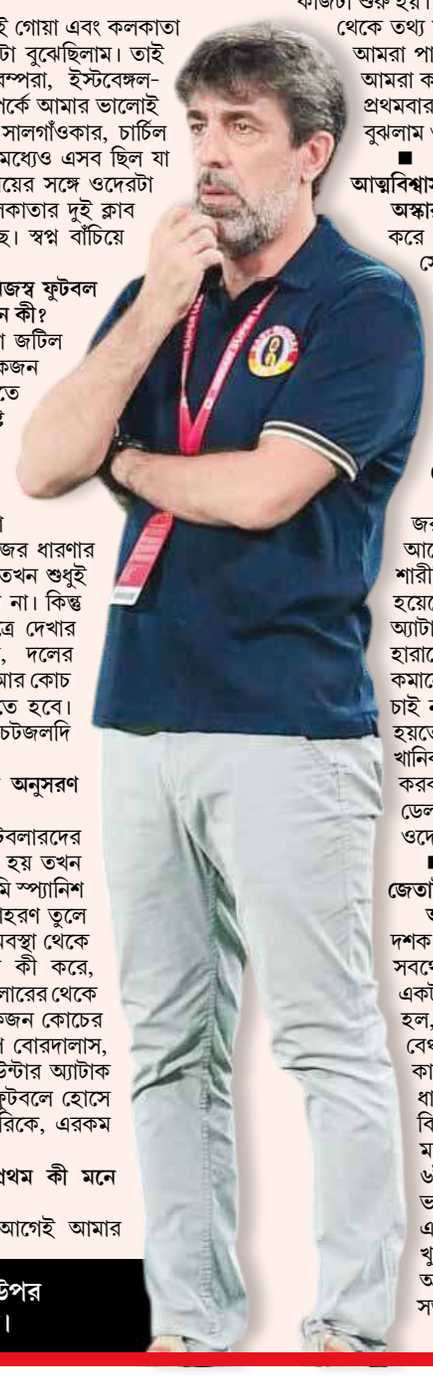

■ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপই তাহলে আত্মবিশ্বাস ফেরাল?

অস্কার : অবশ্যই। পারোর বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করে দুই গোল খেয়ে যাওয়া বোকামি ছিল। সেসময়ই আমি বুঝি ফাঁকটা কোথায়। এদেশে লম্বালম্বি এগোনো এবং সেট পিস কাজে লাগানোর উপর মূলত ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে। সেভাবেই মানিয়ে নিয়ে এগোই।

■ আপনার আগেও স্প্যানিশ কোচই ছিলেন। আপনি এসে কি মানসিকতায় পরিবর্তন করলেন নাকি খেলার ধরনে?

অস্কার : কী পরিবর্তন করেছি থেকেও জরুরি দুজনেই কী করেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করা। আমাকে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোয় জোর দিতে হয়েছে। খেলার মধ্যে সংঘবদ্ধতা, কাউন্টার অ্যাটাকে চাপ বাড়ানো এবং বলের দখল না হারানো। আমাদের সঙ্গে ফুটবলারদের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ অন্য কোচেদের ভাবনাচিন্তা হয়তো আলাদা। ও বার্সেলোনার মানুষ। খানিকটা কর্তৃত্ববান। তবু আমি ওর প্রশংসাই করব কারণ ও ক্লাবকে ট্রফি দিয়েছে। ডিমাস ডেলগাদোরও ফুটবল জ্ঞান অসম্ভব। হয়তো ওদের ভাবনাচিন্তাগুলো কাজে দেয়নি।

■ সমর্থকদের হৃদয় জিততে ডার্বি জেতাটা জরুরি এখানে। পারবেন?

অস্কার : আমি এটা জানি। গত কয়েক দশক ধরে সারা ভারতে এই ডার্বিটাই সবথেকে বড় ম্যাচ। এটা একটা ম্যাচ নয়, একটা ট্রফির মতো। তাছাড়া আর একটা হল, গত কয়েকবছরে এদেশের ফুটবলে বেঞ্চমার্ক হল মোহনবাগান ম্যাচ জেতা। কারণ ওরা বড় ক্লাব, দারুণ স্কোয়াড, ধারাবাহিকতা, ট্রফি....তাই চ্যালেঞ্জটা বিশাল। কিন্তু আমরা এখন ট্রফি জিততে মরিয়া। তাই ১১ জানুয়ারি ডার্বির আগের ৬টা ম্যাচে জিততে হবে আইএসএলে ভালো জায়গায় থাকতে। আশা করছি এবার ডার্বিতে অন্য গল্প হবে। সমর্থকরা খুশি হতে পারবেন। ঘরের মাঠে জেতার অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলেই সম্ভব উপরের দিকে এগোনো।

আক্রমণে বাড়তি নজর মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রক্ষণের দুর্বলতা ঢাকতে আক্রমণে জোর দিচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। কার্ড সমস্যায় শুভাশিস ও আলবার্তো নেই। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় স্প্যানিশ কোচ। রবিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আক্রমণে তিন বিদেশিকে খেলাবেন তিনি।

চেন্নাই ম্যাচে নেই নুঙ্গা

আইএসএলের শুরুর দিকে আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলিয়েছিলেন মোলিনা। কিন্তু রক্ষণ জমাট না বাঁধায় বাধ্য হন দুই বিদেশি ডিফেন্ডারকে একসঙ্গে খেলাতে। গত ম্যাচে কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন না আলবার্তো রড্রিগেজ। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকলেও আরও একবার আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলানোর সুযোগ পাচ্ছেন মোলিনা। সেক্ষেত্রে মরশুমে প্রথমবার জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিংসকে একসঙ্গে খেলানোর অপশন থাকছে বাগান কোচের হাতে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা।

বুধবার অনুশীলনে আক্রমণে বাড়তি জোর দিলেন তিনি। শুরুতে ফিজিকাল ট্রেনিং করেন বাগান ফুটবলাররা। পরে দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাকে ওঠার দিকেও নজর ছিল মোলিনার। এদিন পুরো সময় অনুশীলন করেননি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড। তিনি অবশ্য নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন। শনিবার মোহনবাগান গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেবে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে পুরো সময় দেখা গেল স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে। প্রথমের দিকে সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি। এদিন নন্দকুমারও পুরো সময় অনুশীলন করলেন। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় চেন্নাই ম্যাচে খেলতে পারবেন না লালচুংনুঙ্গা। তাঁর পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে খেলাতে পারেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

জার্মান কাপ থেকে বিদায় বায়ার্নের

প্রথম লাল কার্ড ন্যুয়েরের

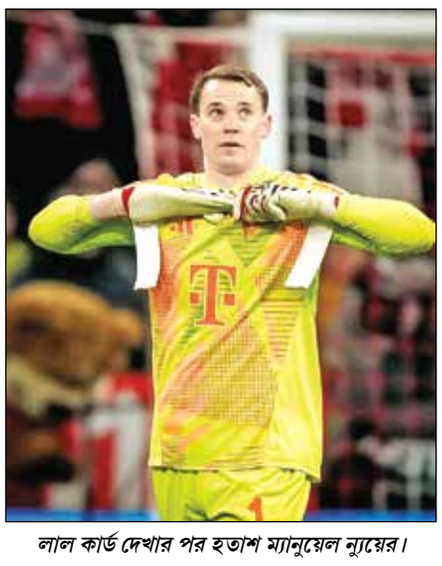

লাল কার্ড দেখার পর হতাশ ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

মিউনিখ, ৪ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে লেভারকুসেনের কাছে হেরে জার্মান কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় বায়ার্ন মিউনিখের। ১০ জনে খেলে ১-০ গোলে হার জার্মান জায়েন্টদের।

ম্যাচের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে বিপত্তি ঘটান বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বক্সের বাইরে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জেরেমি ফ্রিংপংকে ফাউল করে কার্ড দেখেন। ১৮ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় মিউনিখকে। কেরিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ন্যুয়ের। বাকি সময় বায়ার্নের গোলের নীচে খেললেন ড্যানিয়াল পেরেতজ।

এদিকে, দশজন হয়ে যাওয়ায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। তার মাঝেও কিংসলে কোমান, লেওন গোরেৎজারা যদিও বা দুই-একটা সুযোগ পেলেন, তাও কাজে লাগাতে পারলেন না। উলটোদিকে, লেভারকুসেনের হয়ে ৬৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন নাথান টেলাস। এই জয়ের ফলে জার্মান কাপের কোয়ার্টার্স ফাইনালে পৌঁছে গেল জাভি অলন্সোর দল। এদিকে, দলের হারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে দায়ী করলেন ন্যুয়ের। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রক্ষণে জোড়া বিদেশির ভাবনা চেরনিশভের

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ছয় বিদেশিকে মাথায় রেখেই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ছক কষছেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

শুক্রবার দিল্লিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ সাদা-কালো ব্রিগেডের। বুধবার সকালে প্রস্তুতি সেরে বুধবারই রাজধানী শহরে পৌঁছেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, বিকাশ সিংরা। যদিও জামশেদপুর ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়ায় কলকাতায় ফিরেছেন রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরা। তাই পাঞ্জাব ম্যাচে রক্ষণ জমাট করতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও জোসেফ আদজেইকে একইসঙ্গে খেলতে দেখার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কা ও সিজার লোবি মানঝোকির মধ্যে একজনকে বসতে হতে পারে।

এদিকে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে মহমেডান কর্তাদের হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দাবি করে সাধারণ সমর্থকদের সঙ্গে একই গ্যালারিতে বসতে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজুর। পাশাপাশি জামশেদপুরের সমর্থকরা তাঁদের সঙ্গে এবং সাদা-কালো সমর্থকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন বলেও জানান মহমেডান সচিবের। তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য করে সাম্প্রদায়ীক স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।' যদিও এফএসডিএলের তরফে জানানো হয়েছে মহমেডানের কর্তা থেকে তাদের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা, সকলকেই হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বসেছিলেনও সেই বক্সেই।

গোল না করেও বার্সার জয়ের নায়ক ইয়ামাল

জোড়া গোলের পর চেনা সেলিব্রেশন রাফিনহার।

মায়োরকা, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় জয়ে ফিরল বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামাল শুরু থেকেই মাঠে নামলেন। নিজে গোল পেলেন না ঠিকই। তবুও মায়োরকার বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয়ের নেপথ্য কারিগর তিনিই।

মঙ্গলবার ইয়ামাল ফিরলেও আরেক তারকা রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে ছাড়াই দল সাজান বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সেই জায়গায় খেলান ফেরান টোরেসকে। ১২ মিনিটে কাতালান জায়েন্টদের এগিয়ে দেন টোরেসই। ঘরের মাঠে মায়োরকা অবশ্য প্রথমার্ধেই সমতা ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই তাদের চেপে ধরে বার্সা। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেন ইয়ামাল। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন রাফিনহা। ৭৪ মিনিটে তৃতীয় গোলটিও করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ইয়ামালের মাপা পাস ধরে বল জালে জড়ান তিনি। মিনিট পাঁচেক পর ১৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ তরুণের সাজিয়ে দেওয়া বলেই গোল করেন ফ্র্যাঙ্কি ডি জং। ৮৪ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন পাও ভিক্টর।

গোল না পেলেও বার্সার এই জয়ের কৃতিত্ব ইয়ামালকেই দিচ্ছেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলেছে। ইতিবাচক আক্রমণ তৈরি করেছে। নিজেও গোল পেতে পারত।' পাশাপাশি বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা মধুমতী হনমন্ত গুনালে - কে 06.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90L 81906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারির আগমন ঘটে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি এবং আমি মনস্থির করি ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার। এটি আমার জীবনে কার্যকরি প্রভাব ফেলেছে এবং আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি। এমন একটি উপলক্ষের জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।